দাদা ভগবান কথিত

মাতা-পিতা আর সন্তানের ব্যবহার

মূল গুজরাটি পুস্তক 'মা-বাপ ছোকরানো ব্যবহার'
(সংক্ষিপ্ত) এর বাংলা অনুবাদ

মূল গুজরাটি সংকলন : ডাঃ নীরুবেন অমীন
বাংলা অনুবাদ : মহাত্মাগণ

Publisher : Shri Ajit C. Patel
Dada Bhagawan Vignan Foundation
1, Varun Apartment , 37, Shrimali Society,
Opp. Navrangpura Police Station,
Navrangpura, Ahmedabad: 380009.
Gujarat , India.
Tel.:` +91 79 3500 2100

© Dada Bhagwan Foundation,
5, Mamta Park Society, B\h. Navgujrat College,
Usmanpura, Ahmedabad - 380014, Gujarat, India.
Email : info@dadabhagwan.org
Tel. : +91 79 3500 2100

All Rights Reserved. No part of this publication may be shared, copied, translated or reproduced in any form (including electronic storage or audio recording) without written permission from the holder of the copyright. This publication is licensed for your personal use only.

প্রথম সংস্করণ : ৫০০ কপি, মে, ২০২২

ভাব মূল্য : 'পরম বিনয়' আর
'আমি কিছুই জানি না' এই ভাব !

দ্রব্য মূল্য : ৫০ টাকা

মুদ্রক : অম্বা মাল্টীপ্রিন্ট
বি-৯৯, ইলেক্ট্রনিক্স্ জি.আই.ডি.সি.
ক-৬ রোড, সেক্টর-২৫
গান্ধীনগর -৩৮২০৪৪
Gujarat, India.

ফোন : +৯১ ৭৯ ৩৫০০ ২১৪২

ত্রিমন্ত্র

নমো অরিহন্তাণম্

নমো সিদ্ধাণম্

নমো আয়রিয়াণম্

নমো উবজ্ঝায়াণম্

নমো লোয়ে সব্বসাহূণম্

এ্যাসো পঞ্চ নমুক্কারো ;

সব্ব পাবপ্পনাশণো

মঙ্গলাণম্ চ সব্বেসিম্ ;

পড়মম্ হবই মঙ্গলম্ ॥ ১ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ ২ ॥

ওঁ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

জয় সচ্চিদানন্দ

দাদা ভগবান কে ?

১৯৫৮ সালের জুন মাসের এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬ টার সময়, ভিড়ে ভর্তি সুরত শহরের রেলস্টেশনের প্লেটফর্ম নম্বর ৩ এর এক বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেলরূপী দেহ মন্দিরে প্রাকৃতিকভাবে, অক্রমরূপে, অনেক জন্ম ধরে ব্যক্ত হবার জন্য আতুর 'দাদা ভগবান' পূর্ণ রূপে প্রকট হলেন। আর প্রকৃতি সৃজন করলেন অধ্যাত্মের এক অদ্‌ভুত আশ্চর্য্য ! এক ঘন্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হল ! 'আমি কে ? ভগবান কে ? জগত কে চালায় ? কর্ম কি ? মুক্তি কি ?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সম্পূর্ণ রহস্য প্রকট হয়। এইভাবে প্রকৃতি বিশ্বের সন্মুখে এক অদ্বিতীয় পূর্ণ দর্শন প্রস্তুত করলেন আর তার মাধ্যম হলেন শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল, গুজরাটের চরোতর ক্ষেত্রের ভাদরণ গ্রামের পাটিদার, যিনি কন্ট্রাকটরী ব্যবসা করেও সম্পূর্ণ বীতরাগী পুরুষ !

ওনার যা প্রাপ্ত হয়েছিল, সেভাবে কেবল দুই ঘন্টাতেই অন্য মুমুক্ষু জনকেও আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন, ওনার অদ্‌ভুত সিদ্ধজ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা। একে অক্রমমার্গ বলা হয়। অক্রম অর্থাৎ বিনা ক্রমের, ক্রম অর্থাৎ সিঁড়ির পর সিঁড়ি, ক্রমানুসারে উপরে ওঠা। অক্রম অর্থাৎ লিফ্ট মার্গ, শর্ট কাট !

উনি স্বয়ংই সবাইকে 'দাদা ভগবান কে ?' এই রহস্য জানিয়ে বলতেন "যাকে আপনারা দেখছেন সে দাদা ভগবান নয়, সে তো 'এ. এম. প্যাটেল'। আমি জ্ঞানী পুরুষ আর ভিতরে যিনি প্রকট হয়েছেন তিনিই 'দাদা ভগবান'। দাদা ভগবান তো চৌদ্দ লোকের নাথ। উনি আপনার মধ্যেও আছেন, সবার মধ্যে আছেন। আপনার মধ্যে অব্যক্ত রূপে আছেন আর 'এখানে' আমার ভিতরে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হয়ে গেছেন। দাদা ভগবানকে আমিও নমস্কার করি।"

'ব্যবসাতে ধর্ম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ধর্ম তে ব্যবসা নয়', এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে কখনও উনি কারো কাছ থেকে কোন অর্থ নেন নি উপরন্ত নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদেরকে তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন

সমর্পণ

অনাদি কাল থেকে, মাতা-পিতা সন্তানের ব্যবহার ;
রাগ-দ্বেষের বন্ধন আর মমতার মার !

না বলা যায়, না সহা যায়, যাবে তো যাবে কোথায় ?
কাকে চাইবে, কে বলবে এখানে উপায় ?

ভ্রমে ছিল রাম, দশরথ আর শ্রেনিক যে ;
উঠেছিল মাতা-পিতার চিৎকার, শ্রবনের মৃত্যুতে !

বিয়ে পশ্চাত জিজ্ঞাসে 'গুরু' পত্নীকে বার-বার ;
এই ত্রিকোণে কি করি, বল তারণহার !

আজকের সন্তান, সংঘাতে মা-বাবা সাথে ;
বড় অন্তর পড়ে, এই 'জেনেরেশন গেপ' থেকে !

মোক্ষের ধ্যেয়, করব পার সংসার ;
কে হবে মাঝি ? প্রবাহিনী মধ্যধার !

এখনের জ্ঞানী সব, বলেছেন বৈরাগ্য ;
মাতা-পিতা পড়ে চিন্তায়, কেমনে হবে বীতরাগ ?

দেখায় নি কেহু, সংসার সহ মোক্ষমার্গ ;
কলিকালের আশ্চর্য, 'দাদা' দেন অক্রমমার্গ !

সংসারে থেকেও, হওয়া যায় বীতরাগ ;
নিজে হয়ে, 'দাদা' প্রজ্জলিত করেন প্রদীপ ।

সেই প্রদীপের আলোতে মোক্ষ পায় মুমুক্ষু !
বাস্তব সন্ধানী পায় এথা, নিশ্চয় ই দিব্যচক্ষু !

সেই আলোর কিরণ, প্রকাশিত 'এই' গ্রন্থে !
'মাতা-পিতা আর সন্তানের ব্যবহার' সমাধান পথে !

দীপক থেকে দীপক জ্বলে, প্রত্যেকের ঘটে ঘটে ;
জগে সমর্পিত এই গ্রন্থ, প্রাপ্ত কর হাতে হাতে !

****

প্রস্তাবনা

মাতা-পিতা সন্তানের হয় ব্যবহার ;
অনন্ত কাল হতে, না আসে তবু ও পার !

‘আমি পালক, পড়িয়েছি’ এমন বলবে না ;
‘তোমাকে কে পড়িয়েছে ?’ তখন কি বলে জান না ?

অনিবার্য দায়িত্ব সন্তানের প্রতি সব ;
করেছিলেন পিতা ই তোমার এই সব !

এমনি বকা-ঝকা করে, দেবে না সন্তাপ ;
বড় হয়ে এই সন্তান, দেবে দুগুণ তাপ !

মম সন্তান এমন হবে, এমন সদা চাহে ;
স্বয়ং দুজনে ঝগড়া করে তা কভু না দেখে !

মা মুলো আর বাবা গাজর হলে !
সন্তান ফের আপেল হবে কি করে ?

এক সন্তানের পালনের দায়িত্ব ;
হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী থেকেও ভারী ।

‘তোর থেকে অধিক আমি দেখেছি দীপাবলি’ ;
সন্তান বলে, ‘আপনি প্রদীপ মাটির, আমরা বিজলি’ ।’

মাতা-পিতার ঝগড়া, ভাঙ্গে বাল মন ;
পড়ে গাঁঠ, বোঝে তাকে বোগাস, মন ই মন !

বকলে না শুধরায় আজকের সন্তান কভু ;
প্রেমেই প্রকাশমান যে একুশে শতাব্দী ।

মারলে-বকলে কমে না প্রেম যেথা ;
প্রেমের প্রভাবে সন্তান হয় মহাবীর সেথা !

নতুন প্রজন্ম হেলদী মাইন্ডের ;
ভোগবাদী তো হয়, কিন্তু না হয় কষায়ের !

ক্রোধের মার কে বালক না ভোলে ;
পিতা থেকে ও সওয়া ক্রোধী সে হবে !

ঘরে-ঘরে প্রাকৃতিক ক্ষেত ছিল সত্যযুগে ;
ভিন্ন-ভিন্ন ফুলের বাগ হয় এই কলিযুগে !

মালী হও তো, বাগ এ সুন্দর সাজে ;
অন্যথা বিগড়ে কষায় কে ভজে ।

করবে না কভু মেয়ে উপর শঙ্কা ;
অন্যথা শুনতে হবে, সর্বনাশের ডঙ্কা ।

উত্তরাধিকারে সন্তানে দেবে কত ?
নিজ পিতা থেকে মিলেছে তোমায় যত !

ফিজুলখর্চী হবে যে দেবে বেশী ;
হয়ে মদ্যপ ছেড়ে দেবে মর্যাদা !

করবে সন্তান উপর রাগ যত ;
বদলে হবে দ্বেষ ফের তত !

রাগ-দ্বেষ ছাড়াতে হয়ে যাও বীতরাগ ;
ভব পার করার ব্যাস এক এই মার্গ !

মোক্ষ হেতু নিঃসন্তান হওয়া মহাপুণ্যশালী ;
কোল নয় খালি পরন্তু হিসাবের খাতা খালি !

কোন জন্মে, জন্মে নি বাচ্চা ?
এখন তো শান্ত হও, হও মুমুক্ষু সাচ্চা ।

মাতা-পিতা সন্তানের সম্বন্ধ হয় সংসারী ;
ইষ্টিপত্রে দেয় নি কিছু, হবে কোর্টে মারামারি !

বক দুই ঘন্টা তো ভাঙ্গে এই সম্বন্ধ !
এ তো হয় শ্মশান পর্যন্ত সম্বন্ধ !

আত্মা বিনা সংসারে কেউ নেই আপন ;
দুঃখে দেহ আর দাঁত, হিসাব নিজ-নিজ !

হয় না কখনো নিজ দৃষ্টিতে সন্তান এক সমান;
রাগ-দ্বেষের বন্ধন এ শুধু লেন-দেন ।

হিসাব চুকাতে জোশ না হয় মন্দা ;
বুঝে নিয়ে চুকিয়ে দেবে, অন্যথা ফাঁসির ফান্দা !

বলে, মার তো সন্তান সব সমান ;
রাগ-দ্বেষ হয় কিন্তু, লেন-দেনের প্রমাণ !

মাতা-পিতা এক, কিন্তু সন্তান আলাদা-আলাদা ;
বর্ষা তো সমান কিন্তু বীজ অনুসার ফসল !

প্রকৃতির কানুনে এক পরিবারে মিলন ;
সমান পরমাণু ই টানে আপন জন !

মেলে, দ্রব্য-ক্ষেত্র-কাল আর ভাব ;
ঘটনা ঘটে 'ব্যবস্থিত'এর এই স্বভাব !

শ্রেণিক রাজা কে পুত্র ই ভরে জেলে ;
পুত্র ভয়ে ই হীরে চুষে সে মরে !

আত্মার কেউ নেই পুত্র এথা ;
ছেড়ে দিয়ে মায়া পরভব শুধরাও সেথা !

*****

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিংক

"আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব। তার পরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না নেই ? পরের লোকেদের রাস্তার প্রয়োজন আছে কি না ?"

-দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রামে-গ্রামে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন। দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরুবহেন অমীন (নীরুমা)-কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। দাদাশ্রীর দেহবিলয়ের পর নীরুমা একই ভাবে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্তভাবে করাতেন। দাদাশ্রী পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। নীরুমার উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমুক্ষুদের আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন যা নীরুমার দেহবিলয়ের পর আজও চলছে। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমুক্ষু সংসারে থেকে, সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও আত্মরমণতার অনুভব করে থাকেন।

পুস্তকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষলাভার্থীর পথপ্রদর্শক হিসাবে অত্যন্ত উপযোগী সিদ্ধ হবে, কিন্তু মোক্ষলাভ-এর জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য্য। অক্রম মার্গ দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথ আজও উন্মুক্ত আছে। যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপই শুধু পারে অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে, তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করলে তবেই নিজের আত্মা জাগৃত হতে পারে।

নিবেদন

জ্ঞানী পুরুষ পরমপূজ্য দাদা ভগবানের শ্রীমুখ থেকে অধ্যাত্ম তথা ব্যবহার জ্ঞানের সম্বন্ধীয় যে বাণী নির্গত হয়েছিল, তা রেকর্ড করে সংকলন তথা সম্পাদনা করে পুস্তক রূপে প্রকাশিত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপরে নির্গত সরস্বতীর অদ্‌ভুত সংকলন এই পুস্তকে হয়েছে, যা নব পাঠকদের জন্য বরদান রূপে সিদ্ধ হবে।

প্রস্তুত অনুবাদে বিশেষ ধ্যান রাখা হয়েছে যে পাঠকদের দাদাজীরই বাণী শুনছেন, এমন অনুভব হয়, যার জন্য হয়তো কোন জায়গায় অনুবাদের বাক্য রচনা বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু সেই স্থলে অন্তর্নিহিত ভাবকে উপলব্ধি করে পড়লে অধিক লাভদায়ক হবে।

প্রস্তুত পুস্তকে অনেক জায়গায় কোষ্টকে দেওয়া শব্দ বা বাক্য পরম পূজ্য দাদাশ্রী দ্বারা বলা বাক্যকে অধিক স্পষ্টতাপূর্বক বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছে। যখন কি কোন জায়গায় ইংরেজি শব্দকে বাংলা অর্থ রূপে রাখা হয়েছে। দাদাশ্রীর শ্রীমুখ থেকে নির্গত কিছু গুজরাটি শব্দ যেমন তেমনই *ইটালিক্সে* রাখা হয়েছ, কারণ এই সব শব্দের জন্য বাংলায় এমন কোন শব্দ নেই, যে এর পূর্ণ অর্থ দিতে পারে। তবুও এইসব শব্দের সমানার্থী বাংলা শব্দ অর্থ রূপে কোষ্ঠকে দেওয়া হয়েছে।

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থ রূপে অনুবাদিত করার প্রযত্ন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞানের সঠিক আশয়, যেমনকার তেমন, আপনার গুজরাটি ভাষাতেই অবগত হতে পারে। যিনি জ্ঞানের গভীরে যেতে চান, জ্ঞানের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে চান, সে এর জন্য গুজরাটী ভাষা শিখে নেবেন, এটাই আমাদের বিনম্র অনুরোধ।

অনুবাদ সম্পর্কিত ভুল-ত্রুটির জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

সম্পাদকীয়

কোন জন্মে সন্তান হয় নি ? মাতা-পিতার বিনা কার অস্তিত্ব সম্ভব ? সব ভগবান মা-র গর্ভ থেকেই জন্মেছেন ! এই ভাবে মাতা-পিতা আর সন্তানের ব্যবহার অনাদি-অনন্ত। এই ব্যবহার আদর্শ কিভাবে হবে, এরজন্য সবাইকে রাত-দিন প্রযত্ন করতে দেখা যায় । তাতেও এই কলিযুগে তো প্রত্যেক কথাতেই মাতা-পিতা আর সন্তানের মধ্যে যে মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়, সে সব দেখে লোকেরা ভয় পেয়ে যায় । সত্যযুগে ও ভগবান রাম আর লব-কুশের ব্যবহার কেমন ছিল ? ঋষভদেব ভগবান থেকে আলাদা সম্প্রদায় চালানেওয়ালা মরীচি ও তো ছিল। ধৃতরাষ্ট্রের মমতা আর দূর্যোধনের স্বচ্ছন্দতা কি অজানা ? ভগবান মহাবীরের সময়ে শ্রেণিক রাজা আর পুত্র কৌণিক মুঘলদের স্মরণ করায় না কি ?! মুঘল বাদশাহ জগপ্রসিদ্ধ হন, তাতে এক দিকে বাবর ছিল, যে হুমায়ু-র জীবনের জন্য, নিজের জীবন বদলে দেবার জন্য আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তাতে অন্যদিকে শাহজাহা কে কারাগারে বন্দি করে ঔরংজেব সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। ভগবান রাম পিতার জন্য বনবাসে গিয়েছিলেন। শ্রবণ মাতা-পিতা কে কাঁবড়ে (বাঁকে) বসিয়ে যাত্রা করিয়েছিলেন (মুখপৃষ্ঠ)। এমন রাগ-দ্বেষের মাঝে ঝুলে থাকা মাতা-পিতা আর সন্তানের ব্যবহার প্রত্যেক কালে হয়। বর্তমানে দ্বেষের ব্যবহার বিশেষ রূপে দেখা যায়।

এমন কালে সমতাতে থেকে আদর্শ ব্যবহারের দ্বারা মুক্ত হওয়ার রাস্তা অক্রম বিজ্ঞানী পরম পূজ্য দাদা ভগবান (দাদাশ্রী)-র বাণী দ্বারা এখানে প্ররূপিত হয়েছে । আজকের যুবাবর্গের মানস, পূর্ণরূপে অবগত করে, তাকে জয় করার রাস্তা দেখিয়েছেন। বিদেশে স্থিত ভারতীয় মাতা-পিতা আর সন্তানের, দুই দেশের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মাঝে, জীবন কাটানোর কঠিন সমস্যার সুন্দর নিরাকরণ প্রসঙ্গানুসারে বার্তালেপের মাধ্যমে বলেছেন। এই পরামর্শ বরিষ্ঠ পাঠক আর যুবা বর্গের অনেক-অনেক উপযোগী সিদ্ধ হবে, এক আদর্শ জীবন কাটানোর জন্য।

প্রস্তুত পুস্তক দুই বিভাগে সঙ্কলিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

পূর্বার্ধ : মাতা-পিতা-র সন্তানের প্রতি ব্যবহার।

উত্তরার্ধ : সন্তানের মাতা-পিতার প্রতি ব্যবহার।

পূর্বার্ধে পরম পূজ্য দাদাশ্রীর অনেক মাতা-পিতার সঙ্গে হওয়া সৎসঙ্গের সংকলন আছে। মাতা-পিতার অনেক মনোব্যগ্রতা পরমপূজ্য দাদাশ্রীর সমক্ষে অনেক বার প্রদর্শিত হয়েছিল। যে সবের সঠিক সমাধান দাদাশ্রী দিয়েছেন। যেখানে মাতা-পিতার ব্যবহারিক সমস্যার সমাধান মেলে। তাদের নিজের ব্যক্তিগত জীবন কে শুধরানোর চাবি সব মেলে। তার বাইরে সন্তানের সাথে দৈনিক জীবনে আসা সমস্যার অনেক সমাধান প্রাপ্ত হয়, যাহাতে সংসার ব্যবহার সুখময় রূপে পরিপূর্ণ হয়। মাতা-পিতা আর সন্তানের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্বন্ধ হয়, তাত্বিক দৃষ্টিতে যা যা বাস্তবিকতা আছে, সে ও জ্ঞানীপুরুষ বুঝিয়ে দেন; যেখানে মোক্ষমার্গে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মাতা-পিতার মূর্ছা দূর হয়ে যায় আর জাগৃতি এসে যায়।

যখন কি না উত্তরার্ধে পরমপূজ্য দাদাশ্রীর বাচ্চাদের আর যুবা ছেলে-মেয়েদের সাথে হওয়া সৎসঙ্গের সঙ্কলন আছে, যেখানে বাচ্চারা নিজের জীবনের ব্যক্তিগত মনোব্যগ্রতার সমাধান প্রাপ্ত করেছেন। মাতা-পিতার সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিৎ, সেই বোধ প্রাপ্ত হয়। বিয়ে করা সম্বন্ধী এমন উত্তম বোধ প্রাপ্ত হয় যে যুব সমাজ নিজের জীবনে সঠিক তথ্য বুঝে নিয়ে, ব্যবহারে পূর্ণরূপে নিরাকরণ করতে পারে। সন্তান নিজের মাতা-পিতার সেবার মাহাত্ম্য আর পরিণাম বুঝতে পারে।

মাতা-পিতার সমস্যা যেমন কি সন্তানের জন্য এত কিছু করেছি, তবুও সন্তান অবজ্ঞা করে, এর কি কারণ ? সন্তান বড় হয়ে এমন সংস্কারী হবে, তেমন হবে ইত্যাদি ইত্যাদি স্বপ্ন যখন নষ্ট হতে দেখে, তখন যে আঘাতের অনুভব হয়, তার সমাধান কিভাবে করবে ? কোন বাচ্চা তো মাতা-পিতার পরিণীত জীবনের সুখ (!) দেখে বিয়েতে মানা করে দেয় তখন কি করবে ?

মাতা-পিতা সংস্কারের সিঞ্চন কিভাবে করবে ? নিজে সেই জ্ঞান কোথাথেকে প্রাপ্ত করবে ? কিভাবে প্রাপ্ত করবে ? বিগড়ে যাওয়া সন্তান কে কিভাবে শুধরাবে ? কথায়-কথায় মাতা-পিতা আর সন্তানের মাঝের সংঘাত কিভাবে এড়াবে ? সন্তানের উপর মাতা-পিতা বসিজম করতে থাকে আর মাতা-পিতার সন্তান পথভ্রষ্ট হচ্ছে মনে হয়; এখন এর রাস্তা কি ? সন্তান কে ভাল সেখানোর জন্য কিছু বলতে হয় আর সন্তান সেসব খিট্‌খিট্‌ মনে করে সামনে তর্ক করে তখন কি করবে ? ছোট বাচ্চা আর বড় বাচ্চার সাথে কি ভাবে আলাদা-আলাদা ব্যবহার করবে ?

পরিবারের ভিন্ন-ভিন্ন প্রকৃতির সঠিক মালী কিভাবে হবে ? তার লাভ কোন বোধে ওঠাতে পারবে ? কেউ লোভী, তো কেউ ফিজুলখর্চী, কেউ চোর, তো কেউ ঔলিয়া (সন্ত-স্বভাবী), ঘরের বাচ্চাদের এমন ভিন্ন-ভিন্ন প্রকৃতি হয় তো, বাড়ির প্রবীণ-রা কি বুঝবে আর কি করবে ?

পিতার মদ, বিড়ি-সিগারেটের ব্যসন হয় তো তার থেকে কি ভাবে ছাড়া পাবে, যাতে সন্তানদের তার খারাপ প্রভাব থেকে বাঁচাতে পারবে ?

বাচ্চারা দিন আর রাত্রে অনেক ক্ষণ পর্যন্ত টি.ভি.- সিনেমা দেখতে থাকে তো, তার থেকে কি ভাবে বাঁচাবে ? নতুন প্রজন্মের কোন ভাল কথা খেয়ালে রেখে তার লাভ কিভাবে নেবে ? কালকের কষায়পূর্ণ আর বর্তমানের ভোগবাদী প্রজন্মের তফাৎ কিভাবে দূর করবে ? এক দিকে আজকের প্রজন্মের হেলদী মাইন্ড (সুস্থ মন) দেখে মাথা নত হয়ে যায়, এমন মনে হয় আর অন্য দিকে বিষয়ান্ধ দেখায়, সেখানে কি হতে পারে ?

দেরি করে ওঠা বাচ্চাদের কিভাবে শুধরাবে ? পড়াশোনাতে দুর্বল বাচ্চাদের কিভাবে শুধরাবে ? ওদের পড়াশোনার জন্য কিভাবে অনুপ্রাণিত করবে ? বাচ্চাদের সাথে ব্যবহার করার সময় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তো কিভাবে তাকে কাউন্টার পুলি দিয়ে জোড়া লাগাবে ?

সন্তান নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া করে, তখন নিরপেক্ষ থেকে ন্যায়

কিভাবে করবে ? সন্তান রুষ্ট হয় তখন কি করবে ? সন্তানের ক্রোধ শান্ত করার জন্য কি করবে ? সন্তানকে কি ভুল অনুভব করাতে পারবে ? কি সন্তান কে বকাবকি করা আবশ্যক ? বকবে বা অনুভব করাবে, কি ভবে ? সন্তান কে বকাবকি করলে কোন কর্ম বাঁধে ? ওদের দুঃখ হয় তো তার কি উপায় আছে ? সন্তান কে মার-ধর করা উচিৎ ? মার-ধর করে ফেললে কি উপায় আছে ? কাঁচের সমান শিশুদের কিভাবে হেন্ডেল করবে ? মাতা-পিতা কঠোর পরিশ্রম করে উপার্জন করে আর সন্তান উটকো খরচ করে তো কি এড্জাস্টমেন্ট (সমন্বয়) করবে ? বাচ্চাদের কে স্বতন্ত্রতা দেওয়া উচিৎ ? যদি দিতে হয় তো কোন পর্যন্ত ? ছেলে মদ্যপ হয় তো কি পদক্ষেপ নেবে ? অনেক গালা-গাল দেয় তো কি করবে ? মোক্ষের ধ্যেয় রেখে অধ্যাত্ম এবং মাতা-পিতা আর সন্তানের ব্যবহারের কিভাবে সমন্বয় করবে ? মাতা-পিতা ছেলের থেকে আলাদা হয়ে যায় তো কি করা উচিৎ ?

মেয়েরা রাত্রে দেরি করে ফেরে তো ? কুসঙ্গী হয়ে যায় তখন কি করবে ? মেয়ে বিজাতীয়ের সঙ্গে বিয়ে করে তো কি করবে ? মেয়েদের প্রতি শঙ্কা হয় তো কি করা উচিৎ ?

উইল-ইচ্ছাপত্র করা উচিৎ ? কেমন করা উচিৎ ? কাকে কত দেওয়া উচিৎ ? মৃত্যুর পূর্বে দেবে না পরে ? ছেলে পয়সা চায় তো কি করবে ? ঘরজামাই রাখতে হয় কি না ?

সন্তানের প্রতি কত মোহ রাখবে ? স্নেহ, মমতার কি রহস্য ? এ কত লাভদায়ক ? গুরু (পত্নী) আসলেই ছেলে বদলে যায় তো কি করবে ?

যার সন্তান না হয় তার কর্ম কেমন হয় ? সন্তান না হয় তো, শ্রাদ্ধ করে মুক্তি কে দেওয়াবে ? অল্প বয়সে সন্তানের মৃত্যু হয়ে যায় তো মাতা-পিতা কিভাবে সহ্য করবে ? তাদের জন্য কি করবে ? যখন দাদাশ্রীর সন্তান মারা যায় তখন তিনি কি করেছিলেন ? রিলেশন (সম্বন্ধ) ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তো কিভাবে একত্র করবে ? জ্ঞানী কোন জ্ঞান দ্বারা ভব সাগর পার করার রাস্তা দেখান ?

কলিকে পুস্পিত করার কলা জ্ঞানীর কেমন হয়, ও এখানে দেখতে পাওয়া যায় । এখানে দুই বছর থেকে বারো বছরের বাচ্চাদের বিকসিত হতে দেখা যায়, তখন অনেক কিছু শেখার জন্য মেলে, প্রেম, সমতা আর আত্মীয়তার রং ।

সন্তানদের কিভাবে পড়া-শোনা করাতে হবে আর গড়তে হবে ?

সন্তান বিয়ে করার যোগ্য হয়, তখন বড় প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়, পাত্র কে হবে আর কি ভাবে পছন্দ করবে ? দাদাশ্রী ছেলে আর মেয়েদের অনেক সুন্দর মার্গদর্শন দিয়েছেন, যাহাতে মাতা-পিতা আর সন্তানের সন্মতিতে পাত্রের নির্বাচন হবে ।

মেয়েদের শ্বশুর বাড়িতে সবাইকে ভালবাসায় বশ করার সুন্দর চাবি দাদাশ্রী প্রদান করেছেন । মাতা-পিতার সেবা, বিনয় দ্বারা তাঁদের আশীষ প্রাপ্ত করার মহত্ব কি আর ও কিভাবে প্রাপ্ত হবে ?

অন্তে, বৃদ্ধদের ব্যথা আর সে সব সমাধান করার জন্য বৃদ্ধাশ্রমের আবশ্যকতা আর আধ্যাত্মিক জীবন কিভাবে কাটাবে, এর সুন্দর মার্গদর্শন এখানে সংকলিত হয়েছে; যা পড়ে বুঝলে মাতা-পিতা আর সন্তান দুজনের ই ব্যবহার আদর্শ হবে ।

-ডা. নীরুবেন অমীন

অনুক্রমণিকা

মাতা-পিতার সন্তানের প্রতি ব্যবহার
(পূর্বার্ধ)

		পৃষ্ট ন.
১.	সিঞ্চন, সংস্কারের...	1
২.	দায়িত্বের গীত কি গাইবে ?	৭
৩.	ঝগড়া করবে না, সন্তানের উপস্থিতিতে ...	৯
৪	.আনসার্টিফাইড ফাডার্স এন্ড মাদার্স	১০
৫.	বোঝালে শুধরায়, সন্তান	১৬
৬.	ভালবাসায় শুধরাও শিশুদের	২০
৭.	'বিপরীততা' এভাবে চলে যায়	২৪
৮.	নতুন জেনেরেশন, হেলদী মাইন্ডের	২৮
৯.	মাতা-পিতার অভিযোগ	৩১
১০.	শঙ্কার শূল	৪৬
১১.	উইলে সন্তানদের কত টুকু ?	৪৮
১২.	মোহের মারে মরে অনেক বার	৫১
১৩.	ভাল হয়েছে যে বাঁধে নি জঞ্জাল...	৫৬
১৪.	সম্বন্ধ, রিয়েল না রিলেটিভ ?	৬১
১৫.	ওটা লেন-দেন, সম্বন্ধ নয়	৬২

সন্তানের মাতা-পিতার প্রতি ব্যবহার
(উত্তরার্ধ)

১৬.	টীনেজার্স এর সাথে 'দাদাশ্রী'	৬৬
১৭.	পত্নীর নির্বাচন	৬৯
১৮.	স্বামীর নির্বাচন	৭৭
১৯.	সংসারে সুখের সাধনা, সেবা তে	৯৩

মাতা-পিতার সন্তানের প্রতি ব্যবহার

(পূর্বাধ)

১. সিঞ্চন, সংস্কারের...

প্রশ্নকর্তা : এখানে আমেরিকায় পয়সা আছে, কিন্তু সংস্কার নেই আর এখানে আশে-পাশের পরিবেশ ই এমন, তো এর জন্য কি করব ?

দাদাশ্রী : প্রথমে তো মাতা-পিতা কে সংস্কারী হতে হবে। তাহলে বাচ্চারা বাইরে যাবেই না। মাতা-পিতা এমন হবে যে তাদের প্রেম দেখে সন্তান সেখান থেকে দূরে যাবেই না। মাতা-পিতা কে এমন প্রেমময় হতে হবে। বাচ্চাদের যদি আপনি শুধরাতে চান তো তাহলে সেটা আপনার দায়িত্ব। সন্তানের সাথে আপনি কর্তব্য বন্ধনে বাঁধা আছেন। আপনি বুঝতে পারছেন তো ?

আমরা বাচ্চাদের অনেক উচ্চ স্তরের সংস্কার দেওয়া উচিৎ। আমেরিকাতে অনেক লোকে বলে যে 'আমাদের বাচ্চারা মাংসাহার করে আর এমন অনেক কিছু করে।' তখন আমি ওদের জিজ্ঞাসা করি, 'আপনি মাংসাহার করেন ?' তখন বলে, 'হ্যাঁ, আমরা করি।' তখন আমি বলি, 'তাহলে তো বাচ্চারা ও করবেই।' আপনার ই সংস্কার ! আর যদি আপনি না করতেন তাহলে ও ওরা করতে পারে, কিন্তু অন্য জায়গায়। কিন্তু আপনার দায়িত্ব এতটুকুই যে যদি আপনি ওদের সংস্কারী বানাতে চান তো আপনি নিজের দায়িত্বে ভুল না করতে হবে।

এখন সন্তানের আপনি ধ্যান রাখতে হবে যে এমন-তেমন, যেখানে-সেখানে খাবার না খায়। আর যদি আপনি খান তো এখন এই জ্ঞান প্রাপ্ত করার পরে আপনার সব বন্ধ করে দেওয়া উচিৎ। অতঃ যেমন ওরা আপনার সংস্কার দেখবে তেমন ই করবে। পূর্বে আমাদের মাতা-পিতাকে সংস্কারী কেন বলা হত ? তারা অনেক নিয়মের ছিলেন আর তখন তাদের মধ্যে সংযম ছিল। আর এখন তো সংযম ই নেই।

প্রশ্নকর্তা : যখন সন্তান বড় হয়ে যায়, তখন আমরা ওদের ধর্মের জ্ঞান কিভাবে দেওয়া উচিৎ ?

দাদাশ্রী : আপনি ধর্ম স্বরূপ হয়ে যান, তো ওরাও হয়ে যাবে। যেমন আপনার গুণ দেখবে, বাচ্চারা তেমন ই শিখবে। সেইজন্য আপনি ই ধর্মিষ্ঠ হয়ে যাবেন। আপনাকে দেখে-দেখে শিখবে। যদি আপনি সিগারেট খান, তো ওরা ও সিগারেট খাবে। আপনি মদ খান তো ওরা ও মদ খাওয়া শিখবে। মাংস খান তো মাংস খাওয়া শিখবে। যা আপনি করবেন তেমন ই ওরা শিখবে। ওরা ভাববে যে আমরা এদের থেকে ও বেশি করে করবো।

প্রশ্নকর্তা : ভাল স্কুলে পড়ালে ভাল সংস্কার আসে তো ?

দাদাশ্রী : কিন্তু, ও সব সংস্কার নয়। মাতা-পিতা ছাড়া বাচ্চারা অন্য কারো থেকে সংস্কার প্রাপ্ত করে না। সংস্কার মাতা-পিতা আর গুরুর, আর একটু কিছু ওদের যে সার্কেল আছে, ফ্রেন্ড সার্কেল তার, তার সংযোগ। সংস্কার মিত্র তথা আশে-পাশের লোকের থেকে মেলে। সব থেকে অধিক মাতা-পিতা থেকে মেলে। মাতা-পিতা সংস্কারী হয়, তো সন্তান সংস্কারী হয় অন্যথা সংস্কারী হবেই না।

প্রশ্নকর্তা : আমরা বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য 'ইন্ডিয়া' পাঠিয়ে দিই, তো আমরা নিজের দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবো না তো ?

দাদাশ্রী : না, হবে না। আপনি ওদের সব খরচ দিয়ে দেবেন। ওখানে তো এমন স্কুল আছে যেখানে হিন্দুস্থানের লোক ও নিজেদের বাচ্চা পড়া-শোনার জন্য পাঠায়। খাওয়া-দাওয়া ওখানেই আর থাকা ও সেখানেই, এমন অনেক ভাল স্কুল আছে।

প্রশ্নকর্তা : দাদা, ঘর-সংসার শান্তিপূর্ণ থাকে আর অন্তরাত্মার ও যত্ন হয়, এমন করে দিন।

দাদাশ্রী : ঘর-সংসার শান্তিপূর্ণ থাকে এটাই নয়, কিন্তু সন্তান ও আপনাকে দেখে বেশি সংস্কারী হয়, এমন। এ তো মাতা-পিতার পাগলামি দেখে বাচ্চারা ও পাগল হয়ে যায়। কারণ মাতা-পিতার আচার-বিচার উপযুক্ত

নয়। স্বামী-স্ত্রী ও, বাচ্চারা বসে আছে, তখন অনুপযুক্ত ব্যবহার করে, তো বাচ্চারা বিগড়াবে না তো আর কি হবে ? বাচ্চাদের কি করে সংস্কার আসবে? মর্যাদা তো রাখতে হবে কি না ! আঙ্গারের কেমন প্রভাব পড়ে ? ছোট বাচ্চা ও আঙ্গার কে ভয় পায় কি না ? মাতা-পিতার মন ফ্রেকচার হয়ে গেছে। মন বিহ্বল হয়ে গেছে। কিছু ই বলে দেয়, অন্যের দুঃখদায়ী হয়, এমন বাণী বলে। এতে বাচ্চারা বিগড়ে যায়। স্ত্রী এমন বলে যে স্বামীর দুঃখ হয় আর স্বামী এমন বলে যে স্ত্রীর দুঃখ হয়। হিন্দুস্থানের মাতা-পিতা কেমন হতে হবে ? সে বাচ্চাদের শিখিয়ে, এই ভাবে তৈয়ার করবে যে সব সংস্কার ওদের পনেরো বছর বয়েস পর্যন্ত দিয়ে দেবে।

প্রশ্নকর্তা : এখন এই যে ওদের সংস্কারের স্তর, সেটাও কম হয়ে যাচ্ছে। তার ই এই সব হয়রানি।

দাদাশ্রী : না, না। সংস্কার ই সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এতে এখন দাদা পেয়ে গেছেন, সেইজন্য আবার মূল সংস্কারে নিয়ে আসবেন। যেমন সত্যযুগে ছিল, তেমন সংস্কার আবার আনবেন। এই হিন্দুস্থানের এক সন্তান সমস্ত বিশ্বের ভার ওঠাতে পারে, এত শক্তির মালিক। শুধু তাকে পুষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এ তো ভক্ষক বের হচ্ছে ! ভক্ষক অর্থাৎ নিজের সুখের জন্য অন্যকে সব দিক থেকে লুটে নেয়। যে নিজের সুখ ত্যাগ করে বসে আছে, সে ই অন্যকে সব সুখ দিতে পারে।

কিন্তু এখানে তো শেঠ মহাশয় তো সারা দিন লক্ষ্মীর (ধনসম্পদ) চিন্তাতেই থাকে। তখন আমাকে শেঠ কে বলতে হয় যে 'শেঠ, আপনি লক্ষ্মীর পিছনে পড়ে আছেন আর ওখানে ঘর বিশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে !' মেয়েরা গাড়ি নিয়ে এক দিকে যায়, ছেলে অন্য দিকে আর শেঠানী কোথাও অন্য দিকেই যায় ! শেঠ, আপনি সব দিক থেকেই লুটে গেছেন ! তখন শেঠ জিজ্ঞাসা করে, 'আমি কি করবো ?' আমি বলি, 'কথাটা বুঝুন আর জীবন কিভাবে কাটাবেন, এটা বুঝুন। শুধু পয়সার পিছনে পড়বেন না। শরীরের ধ্যান রাখবেন, নয় তো হার্ট ফেল হয়ে যাবে। শরীরের ধ্যান, পয়সার ধ্যান, মেয়েদের সংস্কারের ধ্যান, সব দিক দেখতে হবে। আপনি একটা কোনা ই ঝাড়ু দিয়ে যাচ্ছেন। এখন বাংলোর এক কোনা পরিস্কার করেন বাকি সব

জায়গাতে নোংরা পড়ে থাকে তো কেমন লাগবে ? সব কোনা ঝাড়ু দিতে হবে । এই ভাবে জীবন কি কাটানো যায় ? সেইজন্য ওদের সাথে ভাল ব্যবহার করবেন, উচ্চ সংস্কারী বানাবেন । এই বাচ্চাদের উচ্চ সংস্কারী বানাবেন । আপনি নিজে তপ করুন, কিন্তু ওদের সংস্কারী বানাবেন ।'

প্রশ্নকর্তা : আমরা ওদের শুধরানোর প্রযত্ন তো সব করি, তবুও ওরা না শুধরায় তো তাহলে কি আদর্শ পিতা কে ওসব প্রারব্ধ মেনে ছেড়ে দেওয়া উচিৎ ?

দাদাশ্রী : না, কিন্তু প্রযত্ন তো আপনি নিজের মত করে করেন তো ? আপনার কাছে সার্টিফিকেট আছে ? আমাকে দেখান ।

প্রশ্নকর্তা : আমার বুদ্ধি অনুসারে প্রযত্ন করি ।

দাদাশ্রী : আপনার বুদ্ধি অর্থাৎ, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি যে এক জন লোক নিজেই জজ হয়, নিজেই আসামী হয় আর উকিল ও নিজেই হয়, তো সে কেমন ন্যায় করবে ?

নিজের সংস্কার তো নিয়েই আসে বাচ্চারা । কিন্তু তাতে আপনি হেল্প করে সেই সংস্কার কে রং দেওয়ার প্রয়োজন ।

তাকে ছেড়ে দিতে হয় না কখনো । ওদের ধ্যান রাখতে হবে । ছেড়ে দেবে তো ফের ও সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, এমন করি, কিন্তু লাস্ট স্টেজে কি ও প্রারব্ধের উপর ছেড়ে দিতে হবে ?

দাদাশ্রী : না, ছাড়তে পার না । এমন ছাড়ার অবসর আসে, তখন আমার কাছে নিয়ে আসবে । আমি অপারেশন করে দেব । এভাবে ছাড়তে পারবে না, ঝুঁকিপূর্ণ হয় ।

এক ছেলে নিজের বাবার গোঁফ টানে, তো বাবা খুশী হয়ে যায় । বলতে থাকে, 'কেমন ছেলে ! দ্যাখ, আমার গোঁফ টানছে ! নাও, এখন ওর বলা অনুসারে করবে তো ছেলে গোঁফ ধরবে আর বার-বার টানবে, তখন ও যদি কিছু না বল তো কি হবে ফের ? আর কিছু না কর তো ছেলেকে একটু চিমটি

কাটবে, চিমটি কাটলে ও বুঝে যাবে যে এটা ভুল হচ্ছে। আমি এই যে ব্যবহার করছি ও খারাপ, এমন ওর জ্ঞান হবে। ওকে বেশি মারবে না, শুধু আস্তে চিমটি কাটবে।

বাবা ছেলের মা কে ডাকে, তখন সে রুটি বানাচ্ছিল। সে বলে, 'কি কাজ আছে ? আমি রুটি বেলছি।' 'তুমি এখানে আস, শীঘ্র আস, শীঘ্র আস, শীঘ্র আস !' সে দৌড়ে-দৌড়ে আসে, 'কি হয়েছে ?' তখন সে বলে, 'দ্যাখ, দ্যাখ ছেলে কত চালাক হয়ে গেছে ! দ্যাখ, পায়ের গোড়ালি উঁচু করে পকেট থেকে পঁচিশ টাকা বেড় করে নিয়েছে।' ছেলে এসব দেখে ভাবে, 'আরে! আমি আজ খুব ভাল কাজ করেছি। এখন আমি এমন কাজ শিখে গেছি।' এভাবে সে চোর হয়ে যায়। তখন কি হবে ? 'পকেট থেকে টাকা বের করা ভাল' এমন ওর জ্ঞান প্রকট হয়ে যায়। আপনার কি মনে হয় ? কেন বলে না ? কি এমন করা উচিৎ ?

এমন নিষ্কর্মা কোথা থেকে জন্ম হয়েছে ? এই বাপ হয়ে বসেছ ! লজ্জা করে না ? এর থেকে ছেলে কেমন অনুপ্রেরণা পাচ্ছে, এসব বোধে আসে ? বাচ্চা দেখতে থাকে যে, 'আমি খুব বড় পরাক্রম করেছি !' এই ভাবে লুট হয়ে যাওয়া কি শোভা দেয় আপনার ? কি করলে বাচ্চাদের এন্‌কারেজমেন্ট (উৎসাহ) মেলে আর কি বললে লোকসান হবে, তার আভাস তো থাকতে হবে কি না ? এ তো 'আনটেস্টেড ফাদার' (অযোগ্য পিতা) আর 'আনটেস্টেড মাদার' (অযোগ্য মাতা)। বাপ মূলো আর মা গাজর, সন্তান কেমন বের হবে। আপেল থোরাই হবে ?!

সেইজন্য কলিযুগের এই মাতা-পিতারা এই সব কিছুই জানে না আর ভুল 'এনকারেজমেন্ট' দেয় কিছু ই, ওদের নিয়ে ঘোরে। বৌ বলে, 'একে তুলে নাও,' তো স্বামী ছেলে কে তুলে নেয়। কি করবে ? যদি সে গোয়ার হয় আর না নেয় তো বৌ বলবে, 'কি আমার একেলার ? মিলে-মিশে রাখবে।' এমন-তেমন বলে তো স্বামীকে বাচ্চা তুলতেই হবে, কি এর থেকে রেহাই আছে ? যাবে কোথায় সে ? বাচ্চাকে তুলে-তুলে সিনেমা দেখতে যাওয়া, দৌড়াদৌড়ি করা। ফের বাচ্চারা সংস্কার কি ভাবে পাবে ?

এক ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আমাকে বলে, 'দাদাজী, আমি তো কখনো ওয়াইফ বা বাচ্চাদের এক অক্ষর ও বলি নি। যদিও যতই ভুল করে, যা কিছু করে, কিন্তু কিছু বলি না।'

সে এমন ভেবেছে হয়তো যে দাদাজী আমার খুব প্রশংসা করবে। সে কি আশা করেছিল বুঝতে পারছেন তো ? আর আমার ওর উপরে খুব ক্রোধ হয় যে তোকে কে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বানিয়েছে ? তুই ছেলে-মেয়ে সামলাতে জানিস না আর বৌ সামলাতে জানিস না ! তখন সে তো ঘাবড়ে যায় বেচারা। উল্টা আমি ওকে বলি, 'আপনি চুরান্ত প্রকারের বেকার লোক! আপনি এই জগতে কোন কাজের না !' সে মনে-মনে ভাবছিল যে আমি এমন বলি তো 'দাদা' আমাকে পুরস্কার দেবে। পাগল, এর পুরস্কার হয় কি? সন্তান ভুল করে তখন আমরা 'তুই এমন কেন করেছিস ? আবার এমন করবি না।' এইভাবে নাটকীয় রূপে বলতে হবে; নয় তো ছেলে ভাববে যে এই যা কিছু করছি ও 'করেক্ট' ই, কারণ বাবা 'এক্সেপ্ট' করেছে। এমন না বলার জন্য ই ঘরের লোক মুখের উপরে কথা বলার মত হয়ে গেছে। সবকিছু বলবে, কিন্তু নাটকীয় ভাবে। বাচ্চাদের রাত্রে বসিয়ে বোঝাবে, কথা বলবে। ঘরের সব কোনা থেকে নোংরা পরিস্কার করতে হবে কি না ? বাচ্চাদের একটু নাড়াচাড়া করা প্রয়োজন হয়। এমন সংস্কার তো হয় ই, কিন্তু নাড়াতে হয়। ওদের নাড়াতে কোন দোষ আছে ?

ছোট্ট ছেলে-মেয়েদের বোঝাবে যে সকালে স্নান-টান করে ভগবানের পূজা করবে আর রোজ বলবে যে 'আমাকে আর সারা জগত কে সদ্‌বুদ্ধি দিন, জগতের কল্যাণ করুন।' ওরা যদি এইটুকু বলে তো ওরা সংস্কার পেয়েছে, এমন বলা হবে আর মাতা-পিতার কর্ম-বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। দ্বিতীয়, আপনি বাচ্চাদের দিয়ে 'দাদা ভগবানের অসীম জয় জয়কার হো' প্রত্যেক দিন বলানো উচিৎ। হিন্দুস্থানের বাচ্চা তো এত শুধরে গেছে, যে সিনেমায় ও যায় না। প্রথমে তো দুই-তিন দিন একটু আবোল-তাবোল মনে হবে, কিন্তু পরে দুই-তিন দিন পরে অভ্যস্ত হয়ে গেলে, ভিতরের স্বাদ পেয়ে গেলে, তখন নিজেই স্মরণ করবে।

২. দায়িত্বের গীত কি গাইবে ?

স্বৈচ্ছিক কার্যের পুরস্কার হয়। এক ভাই দায়িত্বের আধারে করা কার্যের পুরস্কার পেতে চাইতেন ! সমস্ত সংসার পুরস্কার খুঁজে বেড়ায় যে 'আমি এত-এত করেছি, আপনি জানেন না ? আপনার কাছে আমার কোন মূল্য নেই।' আরে ভাই, কি মূল্য খুঁজে বেড়াচ্ছিস ? এ যা কিছু করেছিস ও তো দায়িত্ব পুরা করেছিস ! এক জন নিজের ছেলের সাথে তর্ক করছিল, পরে আমি ওকে বকি । সে বলছিল, 'ঋণ নিয়ে আমি তোকে পড়িয়েছি । যদি আমি ঋণ না নিতাম তো কি তুই পড়তে পারতিস ? ঘুরে বেড়াতি।' ভাই, বিনা কারণে কেন বাজে কথা বলে যাচ্ছিস ? এ তো দায়িত্ব, এমন বলতে পার না ! এ তো ছেলে বুদ্ধিমান কি না ! যদি 'আপনাকে কে পড়িয়েছে ?' এ জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর দিতে ? এমন পাগলের মত বলতে থাকে কি না লোকে ? মূর্খ লোক, বোধ নেই, কিছু জানেই না ।

সন্তানের জন্য সব কিছু করতে হবে । যদি সন্তান বলে যে 'না বাবা এখন অনেক হয়ে গেছে।' তখনো বাবা তাকে ছাড়ে না, তখন কি করবে ? সন্তান লাল ঝান্ডা দেখায় তো আমাদের বোঝা উচিত কি না ? আপনার কি মনে হয় ?

আবার সে বলে যে আমি ব্যবসা করবো, তো আমরা ব্যবসার জন্য কোন রাস্তা করে দেওয়া উচিৎ । এর থেকে বেশি গভীরে যাওয়া পিতা মূর্খ। যদি সে চাকরিতে ঢুকে যায় তো নিজের কাছে যা কিছু আছে, সেসব গাঁঠ বেঁধে রেখে দেওয়া উচিৎ । কোন সময় বিপদ হয়, তখন হাজার-দুই হাজার পাঠানো উচিৎ । কিন্তু এ তো সবসময় জিজ্ঞাসা করতেই থাকে। তখন ছেলে বলে 'আপনাকে না করেছি না যে আমার কোন বিষয়ে নাক গলাবেন না ।' তখন এ কি বলে, 'এখন ওর বুদ্ধি নেই, সেইজন্য এমন বলে। আরে, এ তো আপনি নিবৃত্ত হয়ে গেছেন; ভালই হয়েছে, জঞ্জাল চলে গেছে । ছেলে নিজেই আপনাকে মানা করছে না !

প্রশ্নকর্তা : সঠিক রাস্তা কোনটা ? আমরা ওখানে বাচ্চাদের সামলাব না আমাদের কল্যাণের জন্য সৎসঙ্গে আসবো ?

দাদাশ্রী : বাচ্চারা তো নিজে নিজেই সামলিয়ে নিচ্ছে । বাচ্চাদের আপনি কি সামলাবেন ? নিজের কল্যাণ করা ও ই মুখ্য ধর্ম । বাকী এই বাচ্চারা তো সামলেই আছে না ! বাচ্চাদের কি আপনি বড় করেন ? বাগানে গোলাপের চারা লাগান তো রাত্রে বড় হয় কি বড় হয় না ? ও তো আমরা মানি যে আমার গোলাপ, কিন্তু গোলাপ তো এটাই ভাবে যে আমি নিজেই । কোন অন্যের না । সব নিজের স্বার্থে প্রেরিত । এ তো আমরা পাগল অহংকার করি, পাগলামি করি ।

প্রশ্নকর্তা : যদি আমরা গোলাপ কে জল না দিই, তো গোলাপ তো শুকিয়ে যাবে ?

দাদাশ্রী : না দেবে এমন তো হয় ই না তো ! ছেলে কে ভাল মত না রাখ তো ছেলে কামড়াতে আসবে নয় তো ঢিল মারবে ।

এখন সাংসারিক দায়িত্ব পালন করার সময় ধর্ম কার্যের সমন্বয় কেমন হবে ? ছেলে উল্টা বলে যাচ্ছে তবুও আমাদের নিজের ধর্ম না ছেড়ে, দায়িত্ব পুরা করতে হবে । আপনার ধর্ম কি ? ছেলেকে লালন-পালন করে বড় করা, ওকে সঠিক রাস্তায় চালানো । এখন ও টেড়া বলে যাচ্ছে আর আপনি ও টেড়া বলেন তো পরিণাম কি হবে ? ও খারাপ হয়ে যাবে । সেইজন্য আপনি ভাল ভাবে ওকে আবার বোঝাতে হবে যে বস এখানে, দ্যাখ, এমন, তেমন । অর্থাৎ সব দায়িত্বের সাথে ধর্ম থাকতে হবে । ধর্ম না হয় তো তার জায়গায় অধর্ম এসে যাবে । কামরা খালি থাকবে না । এখন এখানে আমরা কামরা খালি রাখি তো লোকে তালা খুলে ঢুকে যাবে কি ঢুকবে না ?

বাস্তবে ঘরে স্ত্রীদের আসল ধর্ম কি ? আশে-পাশের সব লোকে এমন বলে যে বাহ ! কি ভাল ! দায়িত্ব এমন পালন করছে যে আশে-পাশের লোক খুশী হয়ে যায় । সেইজন্য স্ত্রীর আসল ধর্ম যে সন্তানের লালন-পালন করা, ওদের ভাল সংস্কার দেওয়া; স্বামীর সংস্কার কম হয় তো সংস্কার দেওয়া । সবকিছু নিজের শোধরানো, এর নাম ধর্ম । শুধরাতে হয় কি না ?

কিছু লোক তো কি করে ? ভগবানের ভক্তিতে তো তন্ময় থাকে, কিন্তু বাচ্চাদের দেখে বিরক্ত হয় । যাদের মধ্যে ভগবান প্রকট হয়েছে এমন

বাচ্চাদের দেখে বিরক্ত হয় আর ওখানে ভগবানের ভক্তি করতে থাকে, তার নাম ভগত ! এই বাচ্চাদের উপরে বিরক্ত হওয়া উচিৎ কি ? আরে ! এদের মধ্যে তো ভগবান আছেন !

৩. ঝগড়া করবে না, সন্তানের উপস্থিতিতে ...

যদি আমরা মাংসাহার না করি, মদ না খাই আর ঘরে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া না করি তো বাচ্চারা দেখে যে বাবা খুব ভাল । অন্যের মা-বাবা ঝগড়া করে, আমার মা-বাবা ঝগড়া করে না । এতটুকু দেখে তো ফের বাচ্চারা ও শেখে ।

রোজ স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে তো বাচ্চারা সব দেখতে থাকে । 'এ বাবা ই এমন' বলবে । কারণ যদিও এত ছোট তবু ওরা এসবের ন্যায় করার ন্যায়াধীশ বুদ্ধি ওদের থাকে । মেয়েদের মধ্যে ন্যায়াধীশ বুদ্ধি কম হয় । মেয়ে সব সময় মা-র ই পক্ষ নেয় । কিন্তু এই ছেলেরা তো ন্যায়াধীশ বুদ্ধির, জানে যে বাবার দোষ ! ফের দুই-চার জনকে বাবার দোষ বলতে-বলতে, নিশ্চয় ও করে যে বড় হয়ে শেখাবো ! পরে বড় হয়ে তেমন করে ও সে । তোর আমানত আবার তোকেই !

বাচ্চাদের উপস্থিতিতে ঝগড়া করা উচিত না । আপনাকে সংস্কারী হতে হবে । আপনার ভুল হয় তবুও স্ত্রী বলবে, 'কোন ব্যাপার না।' আর ওর ভুল হয় তো আপনি বলবেন, 'কোন ব্যাপার না ।' বাচ্চারা এমন দেখে তো অল রাইট (ঠিক) হতে থাকে । আর যদি ঝগড়া করতে হয় তো অপেক্ষা করবে, যখন বাচ্চারা স্কুলে যায়, তখন যত ঝগড়া করতে হয় তত ঝগড়া করে নেবে। কিন্তু বাচ্চাদের সামনে এমন লড়াই-ঝগড়া হয়, তো ওরা দেখে আর ফের ওদের মনে ছেলে বেলা থেকেই বাবা আর মার জন্য বিদ্বেষ ভাবনা জন্ম হতে থাকে । ওদের সকারত্মক ভাব ভেঙ্গে নকারত্মক শুরু হয়েই যায় । অর্থাৎ আজকাল বাচ্চাদের খারাপ করার মা-বাবাই হয় !

যদি ঝগড়া করতে হয় তো একান্তে ঝগড়া করবে, বাচ্চাদের উপস্থিতিতে নয় । একান্তে দরোয়াজা বন্ধ করে দুজনে সামনা-সামনি ঝগড়া করতে হয় তো করবে ।

দামী আম আন আর সেই আমের রস, সাথে রুটি বানিয়ে বৌ খেতে দেয় আর খাওয়া শুরু হয় । একটু খেয়ে যখন ই কড়ীতে (এক ধরণের গুজারাটি ব্যঞ্জন) হাত দেয়, একটু নোনতা লাগে কি ডাইনিং টেবিলে ঠুকে বলে যে 'কড়ী নোনতা বানিয়েছ ।' আরে ! চুপ-চাপ খেয়ে নে না ! ঘরের মালিক, সেখানে কেউ তার উপরে নেই । সে নিজেই বস, সেইজন্য ধমকানো শুরু করে দেয় । বাচ্চারা ভয় পেয়ে যায় যে বাবা এমন পাগল কেন হয়ে গেছে ? কিন্তু বলতে পারে না । কারণ বেচারারা চাপে আছে, কিন্তু মনে অভিপ্রায় বেঁধে নেয় যে বাবা পাগল মনে হয় ।

অতঃ বাচ্চারা সব বিরক্ত হয়ে যায় । ওরা বলে যে ফাদার-মাদার বিবাহিত, ওদের সুখ (ব্যঙ্গ করে) দেখে আমরা বিরক্ত হয়ে গেছি । আমি জিজ্ঞাসা করি, 'কেন ? কি দেখেছ ?' তখন ওরা বলে যে রোজ ক্লেশ হয় । সেইজন্য আমরা বুঝে গেছি যে বিয়ে করলে দুঃখ মেলে । আমরা বিয়েই করবো না ।

৪. আনসার্টিফাইড ফাডার্স এন্ড মাদার্স

এক বাপ বলে, 'এই বাচ্চারা আমার বিরোধী হয়ে গেছে ।' আমি বলি, 'আপনার যোগ্যতা নেই এ স্পষ্ট হয়ে গেছে ।' আপনার যোগ্যতা থাকলে ছেলেরা কেন বিরোধ করবে ? সেইজন্য এইভাবে নিজের ইজ্জত খারাপ করবেন না ।

আর বাচ্চাদের বকতে থাকে তো বিগড়ে যায় । ওদের শুধরাতে চাও তো আমার কাছে নিয়ে এসে একটু কথা বলাবে তো শুধরে যাবে !

সেইজন্য আমি বইতে লিখেছি যে' আনকোয়ালিফাইড ফাদার্স এন্ড আনকোলিফাইড মাদার্স' (বিনা যোগ্যতার মাতা-পিতা), তখন বাচ্চারা ও তেমন হয়ে যাবে তো ! সেইজন্য আমাকে বলতে হয়েছে, ফাদার হওয়ার যোগ্যতার সার্টিফিকেট নেওয়ার পরে বিয়ে করা উচিৎ ।

এরা তো জীবনে বাঁচতে ও জানে না, কিছুই জানে না ! এই সংসার ব্যবহার কিভাবে চালাতে হয়, এটাও জানে না । সেইজন্য ফের বাচ্চাদের

ধোলাই করে ! আরে মারছিস তো কি ওরা কাপড়, যে ধোলাই করছিস ? বাচ্চাদের এইভাবে শুধরাবে, মারপিট করে, এ কোথাকার পদ্ধতি ? যেমন পাঁপরের আটা মাখছে ! মুগুর দিয়ে পাঁপরের আটা মাখে, এই ভাবে একজনকে ধোলাই করতে দেখেছি আমি ।

মাতা-পিতা তো ওদের বলা হয় যে যদি ছেলে খারাপ লাইনে চলে গেছে, তবুও এক দিন যখন মা-বাবা বলে, 'খোকা, এ আমাদের শোভা দেয় না, এ তুই কি করেছিস ?' তো পরের দিন সব বন্ধ করে দেয় । এমন প্রেম আছে ই বা কোথায় ? এ তো বিনা প্রেমের মতা-পিতা ! এই জগত প্রেম দ্বারাই বশ হয়। এই মা-বাবাদের বাচ্চাদের উপরে কত প্রেম আছে ? গোলাপের চারাতে মালীর যত প্রেম হয় তত ! এদের মাতা-পিতা কিভাবে বলা যায় ?

প্রশ্নকর্তা : বাচ্চাদের পড়াশোনা বা সংস্কারের জন্য আমাদের চিন্তা করার আবশ্যকতা নেই ?

দাদাজী : চিন্তা করতে বাঁধা নেই ।

প্রশ্নকর্তা : পড়াশোনা তো স্কুলে হয়, কিন্তু সংস্কার ও চারিত্র কিভাবে দেব ?

দাদাশ্রী : কুম্ভকার কে সঁপে দাও । যেমন ওকে গড়তে হয়, সে গড়বে। যখন পর্যন্ত ছেলে পনের বছরের হয়, তখন পর্যন্ত তাকে বলতে পার, তখন পর্যন্ত আমরা যেমন আছি, তেমন ওকে বানিয়ে দেবে । পরে ওর বৌ ওকে গড়বে । এ তো বাচ্চাদের গড়তে যানে না তবুও লোকে গড়ে যাচ্ছে । এতে গড়া ঠিক মত হয় না । মূর্তি ভাল হয় না । নাক আড়াই ইঞ্চের বদলে সাড়ে চার ইঞ্চি করে দেয় ! পরে যখন ছেলের বৌ আসবে, সে তার নাক কেটে ঠিক করতে যাবে, তখন ছেলে ওর নাক কাটতে যাবে । এই ভাবে দুজনে সামনা-সামনি এসে যাবে ।

প্রশ্নকর্তা : 'সার্টিফাইড' ফাদার-মাদার-এর পরিভাষা কি ?

দাদাশ্রী : 'সার্টিফাইড' মাতা-পিতা, অর্থাৎ আপনার সন্তানেরা আপনার কথা মত চলে । আপনার সন্তান আপনার উপরে শ্রদ্ধা না রাখে,

মাতা-পিতাকে হয়রান করে। এমন মাতা-পিতা কে 'আনসার্টিফাইড' ই বলবে কি না ?

অন্যথা সন্তান এমন হয় ই না, সন্তান আজ্ঞাকারী হয়। এ তো মা-বাবার ই ঠিকানা নেই। ভুমি যেমন হয়, যেমন বীজ হয় মাল (ফল) ও তেমন ই হবে। উপর থেকে বলে যে 'আমার ছেলে মহাবীর হবে।' মহাবীর হবে কি ? মহাবীরের মা তো কেমন হতে হবে !! বাবা যেমন-তেমন হলেও চলবে, কিন্তু মা তো কেমন হবে ?!

এতে কোন কথা আপনার পছন্দ হয়েছে ?

প্রশ্নকর্তা : এই কথা পছন্দ হয়েছে, তখন তার প্রভাব হয়েই যায়।

দাদাশ্রী : অনেক লোকে ছেলেকে বলে, 'তুই আমার কথা শুনিস না।' আমি বলি, 'আপনার বাণী ওর পছন্দ না, যদি পছন্দ হয় তো তার প্রভাব হয়েই যাবে।' আর বাপ বলে, 'তুই আমার কথা স্বীকার করিস না।' আরে! তুই বাপ হতে জানিস না। এই কলি যুগে লোকের দশা তো দ্যাখ ! নয় তো সত্য যুগে কেমন মাতা-পিতা ছিল !

আমি এটাই শেখাতে চাই যে আপনি এমন বলবেন যে বাচ্চাদের আপনার কথায় ইন্টারেস্ট (রুচি) আসে, তখন ওরা আপনার কথা মত করবেই। আপনি আমাকে বলেছেন না যে আমার কথা আপনার পছন্দ হয়েছে। তো আপনার দ্বারা এতটা হবেই।

প্রশ্নকর্তা : আপনার বাণীর প্রভাব এমন হয় যে যে পাঁজলের বুদ্ধি সমাধান খুঁজে পায় না, তার সমাধান এই বাণী আনতে পারে।

দাদাশ্রী : হৃদয়স্পর্শী বাণী। ও মাদারলী (মাতৃত্বের) বলা হয়। হৃদয়স্পর্শী বাণী যদি কোন বাবা নিজের ছেলেকে বলে, তো তাকে সার্টিফাইড ফাদার বলা হবে।

প্রশ্নকর্তা : বাচ্চারা এত সহজে মানে না ?

দাদাশ্রী : তো কি হিটলারীজমে (জবরদস্তি) করলে মানে ? যদি হিটলারীজম করা হয় তো ও হেল্পফুল (সহায়ক) হয় না।

প্রশ্নকর্তা : ওরা মানে কিন্তু অনেক বোঝানোর পরে ।

দাদাশ্রী : তাতে কোন অসুবিধা নেই । ও ন্যায়সঙ্গত । অনেক বোঝাতে হয়, তার কারণ কি ? যে আপনি নিজে বুঝতে পারেন না, সেইজন্য বেশি বোঝাতে হয় । সমঝদার ব্যক্তিকে এক বার বোঝাতে হয় । আবার আমরা না বুঝে যাই ? অনেক বোঝাতে হয়, কিন্তু পরে বুঝে যায় তো ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ ।

দাদাশ্রী : ও সব থেকে ভাল রাস্তা । এ তো মার-পিট করে বোঝাতে চায় । এমন বাপ হয়ে বসেছে, যেন এখন পর্যন্ত জগতে কখনো কোন বাপ ই হয় নি ! অর্থাৎ যে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এই ভাবে কাজ করিয়ে নেয়, তাদের আমি আনকোয়ালিফাইড (অক্ষম) বলব না ।

'বাপ হওয়া" সেই সদ্ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত ? ছেলের সাথে দাদাগিরি তো না, কিন্তু কঠোরতা ও না হওয়া উচিৎ, তাকে পিতা বলা হয় ।

প্রশ্নকর্তা : যখন বাচ্চা বিরক্ত করে, তখন বাবার কি করা উচিৎ ? তখন ও বাবাকে কঠোর হওয়া উচিৎ না ?

দাদাশ্রী : বাচ্চা বাবার কারণেই ই বিরক্ত করে । বাবা অসমর্থ হয়, তখন বাচ্চা বিরক্ত করে । এই জগতের নিয়ম এমন ই । বাবার যোগ্যতা না হয় তো বাচ্চা বিরক্ত না করে থাকবে না ।

প্রশ্নকর্তা : ছেলে বাবার কথা না শোনে তো কি করব ?

দাদাশ্রী : 'নিজের ভুল' এমন মনে করে ছেড়ে দেবে ! নিজের ভুল হয় তখন ই মানে না তো ! বাবা হতে পেরেছে তো, ছেলে তার কথা মানবে না এমন হয় কি ? কিন্তু বাবা হতেই জানে না তো !

প্রশ্নকর্তা : এক বার ফাদার হয়ে যায় তো বাচ্চারা ছাড়বে কি ?

দাদাশ্রী : ছাড়ে কি ? কুকুরের বাচ্চা তো সারা জীবন 'ডাগ' আর 'ডাগিন' দুজনকে দেখতেই থাকে যে এ ভৌঁ-ভৌঁ করে আর ও (ডাগিন) কামড়াতে থাকে । 'ডাগ" ভৌ-ভৌ না করে থাকে না । কিন্তু শেষে দোষ সেই 'ডগ'-এর ই হয় । বাচ্চারা ওদের মার দিকে পক্ষ নেয় । সেইজন্য আমি

এক জনকে বলেছিলাম, ‘বড় হয়ে এই বাচ্চারা তোকে মারবে। সেইজন্য গৃহিনীর সাথে সোজা হয়ে থাকবি।’ এ তো বাচ্চার দেখে সেই সময়, ওদের নিয়ন্ত্রণে না হয় সেই পর্যন্ত আর যখন নিয়ন্ত্রণে আসে, তখন কুঠরিতে বন্ধ করে পিটাই করবে। লোকের সাথে এমন ও হয়েছে ! ছেলে সেই দিন থেকে মনে স্থির করে নেয় যে বড় হয়ে বাপকে আবার ঘোরাব। আমার যা কিছুই হোক কিন্তু ওকে তো শিক্ষা দেব এমন স্থির করে নেয়। এটাও বোঝার মত কি না ?

প্রশ্নকর্তা : কি সব দোষ বাপের ই হয় ?

দাদাশ্রী : বাপের ই ! দোষ ই বাপের। বাপের বাপ হওয়ার যোগ্যতা না হয়, তখন ই তার স্ত্রী তার সামনে হয়ে যায়। বাপের যোগ্যতা না হয় তখন ই এমন হয় কি না ! এ তো খুব মুস্কিলে যেমন-তেমন করে সংসার চালায়। কিন্তু স্ত্রী কত দিন সমাজের ভয়ে ভীত হয়ে থাকবে ?

প্রশ্নকর্তা : কি সবসময় বাপের ই ভুল হয় ?

দাদাশ্রী : বাপের ই ভুল হয়। তার বাপ হওয়া জানা নেই, সেইজন্য এই সব বিগড়ে গেছে। ঘরে যদি বাপ হতে চায়, তো তার স্ত্রী তার কাছে বিষয়ের ভিক্ষে চায়, এমন দৃষ্টি হয় তখন বাপ হতে পারে।

প্রশ্নকর্তা : বাপ ঘরে দম্ভ না করে, বাপগিরি না করে তখন ও তার ভুল ?

দাদাশ্রী : তখন তো সব ঠিক হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : তবুও বাচ্চারা বাপের কথা মানবে, তার কি গেরান্টী ?

দাদাশ্রী : আছে না ! নিজের ‘কেরেক্টার’ (চরিত্র) ভাল হয়, তো সমস্ত সংসার কেরেক্টারের (চরিত্রবান) হয়।

প্রশ্নকর্তা : সন্তান নিম্ন গুণের হয়, তো তাতে বাবা কি করবে ?

দাদাশ্রী : মূল দোষ বাবার ই হয়। সে কেন ভুগছে ? প্রথম থেকেই আচরণ খারাপ করেছে, তার জন্য এই দশা হয়েছে না ? আমি এটাই বলতে

চাই যে যার কোন জন্মে নিজের আচরণে কন্ট্রোল (নিয়ন্ত্রণ) খারাপ হয় নি তার সাথে এমন হয় না। পূর্ব কর্ম কেমন হয়েছে ? নিজের মূল কন্ট্রোল নেই তবেই না ? অর্থাৎ আমরা কন্ট্রোলে বিশ্বাস করি। কন্ট্রোল মানার জন্য তোমাকে তার সব নিয়ম বুঝতে হবে।

এই বাচ্চারা আমাদের আয়না। নিজের বাচ্চাদের থেকে জানা যায় যে আমাদের কত ভুল আছে !

যদি আপনার মধ্যে শীল নামের গুণ হয় তো বাঘ ও আপনার বশে থাকে, তো বাচ্চাদের কি ক্ষমতা ? নিজের শীলের ঠিকানা নেই, তার জন্যই এত সব গন্ডগোল। শীল বুঝেছ তো ?

প্রশ্নকর্তা : শীল কাকে বলবে ? সেই বিষয়ে একটু বিস্তারে, সবাই বুঝতে পারে, এই ভাবে বলুন না !

দাদাশ্রী : কিঞ্চিৎ মাত্র দুঃখ দেওয়ার ভাব না হয়। নিজের শত্রুকে ও একটু ও দুঃখ দেওয়ার ভাব না হয়। তার ভিতরে 'সিন্সিয়েরিটী' (নিষ্ঠা) হয়, 'মোরালিটী' (নৈতিকতা) হয়, সমস্ত গুণ সম্মিলিত হয়। কিঞ্চিৎ মাত্র হিংসক ভাব না হয়, তাকে 'শীলবান' বলা হয়।

প্রশ্নকর্তা : আজ-কালের মাতা-পিতা, এমন সব কোথা থেকে আনব?

দাদাশ্রী : তবুও আমরা তার থেকে একটু কিছু, পঁচিশ প্রতিশত চাই কি চাই না ? কিন্তু আমরা কাল (সময়) এর জন্য আইসক্রীম খেতে থাকি এমন আয়েসী হয়ে গেছি।

প্রশ্নকর্তা : পিতার চরিত্র কেমন হওয়া উচিৎ ?

দাদাশ্রী : বাচ্চারা রোজ বলে যে 'বাবা' আমাদের বাইরে ভাল লাগে না। আপনার সাথে খুব ভাল লাগে।' এমন চরিত্র হওয়া উচিত।

প্রশ্নকর্তা : এ তো উল্টা হয়, বাপ ঘরে হয় তো ছেলে বাইরে যায় আর বাপ বাইরে যায় তো ছেলে ঘরে থাকে।

দাদাশ্রী : ছেলের বাবাকে ছাড়া ভাল লাগে না এমন হওয়া উচিৎ ।

প্রশ্নকর্তা : তো এমন হওয়ার জন্য বাবা কে কি করতে হবে ?

দাদাশ্রী : যখন বাচ্চারা আমাকে মেলে না, তো বাচ্চাদের আমাকে ছাড়া ভাল লাগে না । বুড়ো মেলে, তো বুড়োদের ও আমাকে ছাড়া ভাল লাগে না । জোয়ান মেলে তো জোয়ান দের ও আমাকে ছাড়া ভাল লাগে না ।

প্রশ্নকর্তা : আমরা ও আপনার মত হতে চাই ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, যদি আপনি আমার মত করেন তো তেমন হয়ে যাবেন । যদি আপনি বলেন, 'পেপ্সী আন ।' তো এরা বলবে, 'নেই ।' 'তো কোন অসুবিধা নেই, জল নিয়ে আস ।' যখন কি না এরা তো বলে, 'পেপ্সী কেন এনে রাখ নি ?' এ হল গন্ডগোল আবার । আমার তো দুপুরে খাবার সময় হয়েছে আর বলে যে 'আজ তো খাবার বানাই নি '। তো আমি বলবো যে 'ঠিক আছে, দাও একটু জল খেয়ে নিই, ব্যাস ।' 'তুমি কেন বানাও নি?' কোথাকার ফৌজদার হয়ে যান । ওখানে ফৌজদারী করতে থাকেন ।

৫. বোঝালে শুধরায়, সন্তান

এই কিচ্-কিচ্ করার বদলে মৌন থাকা ভাল, না বলা ভাল । সন্তান শুধরানোর বদলে বিগড়ায়, সেইজন্য একটা কথাও বলবে না । বিগড়ায় তার দায়িত্ব আমাদের । এ বোঝা যায় এমন কথা তো ?

আপনি বলেন এমন করবে না, তখন সে উল্টা ই করে । 'করবো, যান যা করার করুন ।' উল্টা সে আরো বিগড়ায় । সন্তান আমাদের মর্যাদা মাটিতে মিশিয়া দেয় । এই ভারতীয়রা বাঁচতে ও জানে নি ! বাপ হতে জানে না, আর বাপ হয়ে বসে আছে । সেইজন্য এমনি-তেমনি আমাকে বোঝাতে হয়, পুস্তক প্রকাশিত করতে হয় । অন্যথা যারা আমার জ্ঞান নিয়েছে, ওরা তো বাচ্চাদের খুব ভাল বানাতে পারে । তাকে বসিয়ে, হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করবে যে, 'খোকা, তোর, এটা ভুল হয়েছে, এমন মনে হয় না !'

এই ইন্ডিয়ান ফিলোসফি (ভারতীয় তাত্বিক বোধ) কেমন হয় ? মা-

বাবার একজন বকে তখন অন্যজন, বাচ্চার রক্ষণ করে। সেইজন্য ওরা একটু শুধরাচ্ছে, তো শুধরানো তো এক দিকে থাকে, অন্য দিকে ছেলে ভাবে যে, 'মা ভাল আর বাবা খারাপ, বড় হয়ে গেলে তখন একে মারবো।'

বাচ্চাকে শুধরাতে চাও তো আমার আজ্ঞানুসারে চল। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে তবেই বলবে আর ওদের এ ও বলে দেবে যে আমাকে না জিজ্ঞাসা কর তো ভাল। বাচ্চাদের জন্য উল্টা বিচার আসে তো অবিলম্বে প্রতিক্রমণ করে ফেলবে।

কাউকে শুধরানোর শক্তি এই কালে সমাপ্ত হয়ে গেছে। সেইজন্য শুধরানোর আশা ছেড়ে দাও। কারণ মন-বচন-কায়ার একাত্মবৃত্তি হয়, তবেই সামনের জন শুধরাতে পারে। মনে যেমন হয়, তেমন বাণী নির্গত হয়, তবেই সামনের জন শুধরাবে। এই কালে এমন নয়। ঘরে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে কেমন ব্যবহার হয়, তার 'নর্মেলিটী' (সমানতা) এনে নাও। আচার, বিচার আর উচ্চার এ সোজা পরিবর্তন হয় তো স্বয়ং পরমাত্মা হতে পারে আর উল্টা পরিবর্তন হয় তো রাক্ষস ও হতে পারে।

লোকে সামনের জনকে শুধরানোর জন্য সব ভঙ্গ করে দেয়। প্রথমে নিজে শুধরাবে তবেই অন্যকে শুধরাতে পারবে। কিন্তু নিজে না শুধরে সামনের জনকে কিভাবে শুধরাবে ?

আপনাকে বাচ্চাদের জন্য ভাব করতে থাকতে হবে যে বাচ্চাদের বুদ্ধি সোজা হয়। এমন করতে-করতে বেশ কিছু দিন পরে প্রভাব না হয়ে থাকবে না। ওরা তো ধীরে-ধীরে বুঝবে, আপনি ভাবনা করতে থাকবেন। ওদের উপরে জবরদস্তি করেন তো উল্টা চলবে। তাৎপর্য এই যে সংসার যেমন-তেমন করে পার করার মত।

ছেলে মদ খেয়ে আসে আর আপনাকে দুঃখ দেয়, তখন আপনি আমাকে বলেন যে এই ছেলে আমাকে অনেক দুঃখ দেয় তো আমি বলি যে ভুল আপনার, সেইজন্য চুপ-চাপ ভুগে নেবেন, বিনা ভাব খারাপ করে। এ ভগবান মহাবীরের নিয়ম আর সংসারের নিয়ম তো আলাদা। সংসারের লোক বলবে যে 'ছেলের ভুল।' এমন বলা লোক আপনি পাবেন আর আপনি

ও বেঁকে যাবেন যে 'ছেলের ই ভুল, এই আমার ধারণা ঠিক।' খুব এসেছে বিজ্ঞ লোক ! ভগবান বলেন, 'তোর ভুল।'

আপনি ফ্রেন্ডশিপ (মিত্রতা) করেন তো বাচ্চা শুধরাবে। আপনার ফ্রেন্ডশিপ হয় তো বচ্চারা শুধরাবে। কিন্তু মাতা-পিতার মত থাকেন, দম্ভ দেখাতে যাবেন, তো বিপজ্জনক। ফ্রেন্ডের মত থাকতে হবে। ও বাইরে ফ্রেন্ড খুঁজতে না যায় সেই ভাবে থাকতে হবে। যদি আপনি ফ্রেন্ড, তো ওর সাথে খেলতে হবে, ফ্রেন্ডের মত সব করতে হবে ! তুই আসার পর আমরা চা খাবো, এমন বলতে হবে। আমরা সবাই এক সাথে চা খাবো। আপনার মিত্র এইভাবে ব্যবহার করতে হবে, তখন ছেলে আপনার থাকবে। নয় তো ছেলে আপনার হবে না। সত্যিকরে কোন ছেলে কারো হয় না। কোন লোক মরে যায় তো, তার পিছনে তার ছেলে মরে কখনো ? সবাই ঘরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে। এরা ছেলে নয়, এ তো প্রকৃতির নিয়মানুসারে (সম্বন্ধের হিসাবে) দেখা যায় এতটুকুই। 'ইয়োর ফ্রেন্ড' (আপনার মিত্র) এর মত থাকতে হবে। আপনি প্রথমে নিশ্চয় করেন তো ফ্রেন্ডের মত থাকতে পারবেন। যেমন ফ্রেন্ডের খারাপ লাগে এমন বলেন না, সে উল্টা বলে যাচ্ছে তো আমরা ওকে কতক্ষণ বোঝাই যে ও মেনে নেয় ততক্ষন আর না মানে তো ওকে বলি যে 'যেমন তোর ইচ্ছা।' ফ্রেন্ড হওয়ার জন্য মনে প্রথমে কি ভাবতে হবে ? বাহ্য ব্যবহারে 'আমি ওর পিতা', পরন্তু ভিতরে মনে মনে আমাদের মানতে হবে যে আমি ওর ছেলে। তবেই ফ্রেন্ডশিপ হতে পারে, নয় তো হবে না। পিতা মিত্র কিভাবে হবে ? তার লেভেল (সমকক্ষ) পর্যন্ত আসার পরে। সেই লেভেল পর্যন্ত কিভাবে আসবেন ? সে মনে এমন জানবে যে 'আমি ওর পুত্র।' যদি এমন বলেন তো কাজ হয়ে যাবে। কিছু লোক বলে আর কাজ হয়ে ও যায়।

প্রশ্নকর্তা : আপনি বলেছেন যে ষোল বছর বয়সের পরে ছেলের মত থাকবে, তো কি ষোল বছরের আগে ও ওর সাথে ফ্রেন্ডশিপ ই রাখতে হবে ?

দাদাশ্রী : তবে তো খুব ভাল। কিন্তু দশ-এগারো বছর বয়েস পর্যন্ত আমরা ফ্রেন্ডশিপ রাখতে পারি না। তখন পর্যন্ত ওর থেকে ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। সেইজন্য ওকে বোঝাতে হবে। এক-আধ চড় ও লাগাতে হয়, দশ-

এগারো বছর পর্যন্ত। ও বাপের গোঁফ টানে তো চড় ও লাগাতে হয়। যে বাপ হতে যায় না, সে তো মার খেয়ে মরে যায়।

প্রত্যেক মনুষ্যের নিজের সন্তান কে শুধরানোর সব প্রযত্ন করা উচিৎ। কিন্তু প্রযত্ন সফল হতে হবে। বাপ হয়েছে আর ছেলেকে শুধরানোর জন্য সে বাপগিরি ছাড়তে পারে ? 'আমি পিতা' কি এটা ছেড়ে দেয় ?

প্রশ্নকর্তা : যদি সে শুধরে যায় তো অহম্ ভাব, দ্বেষ, সব ছেড়ে ওকে শুধরানোর প্রযত্ন করা উচিৎ ?

দাদাশ্রী : আপনার বাপ হওয়ার ভাব ছেড়ে দিতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : 'এ আমার পুত্র' এমন না মানে আর 'আমি বাপ' এমন না মানে ?

দাদাশ্রী : তো তার মত আর কিছুই নেই।

আমার স্বভাব প্রেম ভরা এইজন্য এমন দুই-চার জন ছিল, ওরা আমাকে ভালবেসে 'দাদা' বলতেন। আর অন্য সবাই তো 'দাদা কখন এসেছেন ?' এমন উপর-উপর থেকে জিজ্ঞাসা করতো। আমি বলি যে 'পরশু এসেছি।' তার পরে কিছু না, দেখানোর অভিবাদন ! কিন্তু ওরা তো রেগুলার (নিয়ম করে) নমস্কার করতো। আমি খুঁজে বের করেছি যে এরা আমাকে 'দাদা' বলে তখন আমি মন থেকে ওদের 'দাদা' মানবো। ওরা যখন 'দাদা' বলে তখন আমি মন থেকে ওদের 'দাদা' বলি অর্থাৎ প্লাস-মাইনাস করতে থাকতাম, ভেদ সরাতে থাকতাম। আমি ওদের মন থেকে দাদা বলতাম যেমন-যেমন আমার মন খুব ভাল থাকতে শুরু করে, হালকা হতে থাকে তেমন-তেমন ওদের এট্রেকশন (আকর্ষণ) বেশি হতে থাকে।

আমি ওদের মন থেকে 'দাদা' মানতাম, সেইজন্য ওদের মনেও আমার কথা পৌঁছাতো তো ! ওদের মনে হয় যে 'অহোহো ! ওনার আমাদের প্রতি কত ভাব আছে !' এ গভীর ভাবে বোঝার মত কথা। এমন সূক্ষ্ম কথা কদাচিৎ নির্গত হয়, তো এ আমি আপনাদের বলে দিই। যদি আপনি এমন করা শিখে যান তো কল্যাণ হয়ে যায় এমন। ফের কি করি ? এমন ব্যবহার

সবসময় চলে সেইজন্য ওদের মনে এমন ই হয় যে দাদার মত আর কাউকে পাবো না !

প্রশ্নকর্তা : বাবা এমন চিন্তা করে যে ছেলে এড্‌জাস্ট (অভিযোজিত) কেন হয় না ?

দাদাশ্রী : এ তো আপনার বাপপনা (বাপগিরি) আছে সেইজন্য । ভান (ধারণা) ই নেই । বাপপনা অর্থাৎ বেভানপনা । যেখানে 'পনা' শব্দ আসে, সেখানে বেহুশী ।

প্রশ্নকর্তা : এ তো উল্টা বাবা বলে যে 'আমি তোর বাপ, তুই আমার কথা মানছিস না ? আমার মান রাখিস না ?'

দাদাশ্রী : 'তোর জানা নেই, যে আমি তোর বাপ হই ?' একজনকে তো আমি এমন বলতে শুনেছিলাম । এ তো কেমন অকর্মা জন্ম হয়েছে ? এমন ও বলতে হয় ? যে কথা সারা সংসার জানে, সেই কথা ও বলতে হয় ?

প্রশ্নকর্তা : দাদা, তার পরের ডায়লগ (সংলাপ) ও আমি শুনেছি যে তোমাকে কে বলেছিল যে আমাদের জন্ম দাও !

দাদাশ্রী : এমন বলে তখন নিজের মর্যাদা কি থাকল ফের ?

৬. ভালবাসায় শুধরাও শিশুদের

প্রশ্নকর্তা : ওদের ভুল হয় তো বাঁধা দিতে হবে কি না ?

দাদাশ্রী : তখন আপনার ওদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে এই সব তুমি যা করছ, ও তোমার ঠিক মনে হয় ? তুমি এই সব ভেবে-চিন্তে করেছ তো ? তখন যদি বলে যে আমার ঠিক মনে হয় না । তো আপনি বলবেন যে তাহলে ফের আমরা ব্যর্থ কেন এমন করা উচিৎ ? এভাবে ভেবে-চিন্তে, বলুন না ! সবাই বোঝে । সবাই স্বয়ং ই ন্যায় করে, ভুল হয়ে যাচ্ছে তো নিজে তো বোঝেই ! 'তুই এমন কেন করেছিস ?' এমন বলে তো উল্টা ধরে । 'আমি করি সেটাই ঠিক ।' এমন বলে আর উল্টা করে আবার । কিভাবে ঘর চালাতে হয় সেসব জানে না । জীবন কিভাবে কাটাতে হয় জানে না । সেইজন্য

জীবন যাপন করার সব চাবি বলেছি যে কিভাবে জীবন কাটাতে হবে !

সামনের জনের অহংকার উৎপন্ন ই না হয়। আমাদের সত্তাপূর্ণ স্বর না হয়। অর্থাৎ সত্তা না থাকে যেন। বাচ্চাদের কিছু বল তো স্বর সত্তাপূর্ণ না হয় যেন।

প্রশ্নকর্তা : সংসারে থাকতে হয় তো কত সব দায়িত্ব পালন করতে হয় আর দায়িত্ব পালন করা এক ধর্ম। এই ধর্ম পালন করতে কারণে-অকারণে কটু বচন বলতে হয় তো ও পাপ না দোষ ?

দাদাশ্রী : এমন কি না, কটু বচন বলার সময় আমাদের মুখ কেমন হয়ে যায় ? গোলাপের ফুলের মত ? আমাদের মুখ বিগড়ায় তো জানবে পাপ হয়েছে। আমাদের চেহারা খারাপ হয় এমন বাণী বের হয়, তখন জানবে যে পাপ হয়েছে। কটু বচন বলবে না। অল্প কথা বলবে কিন্তু আস্তে বুঝে নিয়ে বলবে। প্রেম রাখবে তো এক দিন জিততে পারবে। কর্কষতায় জিততে পারবে না। উল্টা সে বিরুদ্ধে যাবে আর পরিণাম বিপরীত হবে। সেই ছেলে উল্টা পরিণামের বীজ ফেলে। 'এখন তো আমি ছোট, সেই জন্য বকে যাচ্ছ কিন্তু বড় হয়ে দেখে নেব।' এমন অভিপ্রায় ভিতরে তৈয়ার করে নেবে। সেইজন্য এমন করবে না, ওকে বোঝাবে। এক দিন প্রেমের জয় হবে। দুই দিনেই তার পরিণাম আসবে না। দশ দিন, পনেরো দিন, সারা মাস ওর সাথে প্রেম রাখবে। দেখবে, এই প্রেমের কি ফল আসে, এটা তো দ্যাখ !

প্রশ্নকর্তা : আমরা অনেক বার বোঝানোর পরেও না বোঝে তো কি করব ?

দাদাশ্রী : বোঝানোর দরকার নেই। প্রেম রাখবে, তবু ও ধৈর্য রেখে আপনি ওকে বোঝাবেন। নিজের প্রতিবেশীকে ও কি এমন কটু বচন বলেন কখনো ?

যেমন আঙ্গারের জন্য আমরা কি করি ? চিমটা দিয়ে ধরি কি না ? চিমটা রাখ তো ? এখন এমনি হাত দিয়ে আঙ্গার ধরি তো কি হবে ?

প্রশ্নকর্তা : জ্বলে যাবো।

দাদাশ্রী : সেইজন্য চিমটা রাখতে হয়।

প্রশ্নকর্তা : তখন কি ধরনের চিমটা রাখতে হবে ?

দাদাশ্রী : নিজের ঘরে একজন লোক চিমটার মত হয়, সে নিজে জ্বলে না আর সামনের জনকে, জ্বলা জনকে ধরে, আমরা তাকে ডেকে বলতে হবে যে 'ভাই, আমি যখন এর সাথে কথা বলব তখন তুমি সাথে থাকবে।' এর পরে সে সব ঠিক করে দেবে। কোন রাস্তা বের করতে হবে। খালি হাতে আঙ্গার ধরতে যাবে তো কি অবস্থা হবে ?

আপনার বলার পরিণাম না আসে তো চুপ হয়ে যাওয়া উচিৎ। আপনি মূর্খ, আপনি বলতে জানেন না, সেই জন্য চুপ হয়ে যাওয়া উচিৎ। আপনার বলার পরিণাম না হয় আর উল্টা নিজের মন বিগড়াবে, আত্মা বিগড়াবে এমন কে করবে ?

প্রশ্নকর্তা : মাতা-পিতার নিজের সন্তানের প্রতি যে আবেগ থাকে, তাতে অনেক বার মনে হয় কিছু বেশি ই হয়ে যায়।

দাদাশ্রী : এই সব ইমোশনেল (আবেগ)। কম দেখানো জন ও ইমোশনেল হয়। নর্মাল (সামান্য) হওয়া উচিৎ। নর্মাল অর্থাৎ শুধু দেখানো, 'ড্রামেটিক' (নাটকীয়)। 'ড্রামা' (নাটক) তে, কোন স্ত্রীর সাথে ড্রামা করতে হয়, তো ও বাস্তবিক, একজেক্ট হচ্ছে এমন লোকের মনে হয়, যে 'রিয়েল' (সত্য)। কিন্তু অভিনেতা বাইরে এসে বলে তো 'চল আমার সাথে তো ? সে সাথে যাবে না, বলবে যে 'এ তো ড়ামা পর্যন্ত ছিল।' বুঝতে পারছেন তো ?

এই সংসার কে শুধরানোর রাস্তা প্রেম ই হয়। সংসার যাকে প্রেম বলে ও প্রেম নয়, ও তো আসক্তি। এই বাচ্চার সাথে প্রেম করেন, কিন্তু ও গ্লাস ভেঙ্গে ফেলে তখন প্রেম থাকে ? তখন তুমি বিরক্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ ও আসক্তি। বাচ্চারা প্রেম চায়, কিন্তু প্রেম মেলে না। সেইজন্য ফের তার কঠিনতা সে ই যানে, না বলতে পারে, না সহ্য করতে পারে। আজকের যুবকদের জন্য আমার কাছে রাস্তা আছে। এই জাহাজের মাস্তুল কিভাবে সামলাতে হবে, এর মার্গদর্শন আমাকে ভিতর থেকে মেলে। আমার কাছে এমন প্রেম উৎপন্ন হয়েছে যা বাড়ে না আর কমে ও না। বাড়ে-কমে, ও

আসক্তি বলা হয়। যা বাড়ে-কমে না ও পরমাত্মপ্রেম। সব প্রেমের বশে থাকে। যাকে সত্যি প্রেম বলে না, ও তো দেখতেই পাওয়া যায় না। প্রেম জগত দেখেই নি। কোন সময় জ্ঞানীপুরুষ অথবা ভগবান থাকেন তখন প্রেম দেখা যায়। প্রেম কম-বেশি হয় না, আসক্তি হয়। সেটাই প্রেম, জ্ঞানীর প্রেম ই পরমাত্মা।

ছোট বাচ্চাদের সাথে আমার খুব জমে। আমার সাথে ফ্রেন্ডশিপ (মিত্রতা) করে। এখন যখন এখানে ভিতরে আসছিলাম না, তখন এক এতটুকু বাচ্চা ছিল, সে নিতে আসে আর বলে 'চলুন'। এখানে আসতেই নিতে আসে। আমার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করে। আপনি তো আদর করেন। আমি আদর করি না, প্রেম করি।

প্রশ্নকর্তা : এ একটু বোঝান না দাদাজী, আদর করা আর প্রেম করা। কোন উদাহরণ দিয়ে বোঝান।

দাদাশ্রী : আরে, একজন তো নিজের ছেলেকে বুকে এমন চেপে ধরে যে! দুই বছর ওকে পায় নি আর উঠিয়ে এমন চেপে ধরে! তখন বাচ্চা খুব চেপে যায় তো ওর কাছে কোন রাস্তা থাকে না, সেইজন্য সে কামড়ে দেয়। এ কোন রীতি হল? এই লোকদের তো বাপ হওয়া ও জানা নেই!

প্রশ্নকর্তা : আর যে প্রেমওয়ালা হয়, সে কি করে?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সে এভাবে গালে হাত বোলায়, এভাবে কাঁধে থপ-থপ করে। এই ভাবে খুশী করে। কিন্তু কি তাকে এভাবে চেপে ধরা উচিৎ যে সেই বেচারা শ্বাস ই নিতে পারে না? তখন কামড়েই দেবে তো! কামড়াবে না, শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় তো?

আর বাচ্চাদের কখনো মারবে না। কোন ভুল-ত্রুটি হয় তো বোঝাবে অবশ্য, ধীর-ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে ওদের বোঝাবে অবশ্য। প্রেম দেবে যে বাচ্চারা বুদ্ধিমান হয়।

৭. 'বিপরীততা' এভাবে চলে যায়

কি কখনো ড্রিঙ্ক (মদ) এসব খাও ?

প্রশ্নকর্তা : কখনো-কখনো। যখন ঘরে ঝগড়া হয় তখন। এ আমি সত্য বলছি।

দাদাশ্রী : বন্ধ করে দেবে। তারজন্য পরবশ হয়ে গেছে ! এই সব চলে না, এই সব চাই না। খাবি না তুই, স্পর্শ ও করবি না। দাদার আজ্ঞা, সেইজন্য এমন জিনিস কে স্পর্শ করবি না। তবেই তোর জীবন ভাল কাটবে। কারণ এখন তোর এইসব জিনিসের প্রয়োজন থাকবে না। এই চরণবিধি ইত্যাদি সব পড়বি তো তোর ও সবের প্রয়োজন থাকবে না আর আনন্দ পুরা থাকবে, খুব আনন্দ থাকবে। বুঝতে পারছিস কি না ?

প্রশ্নকর্তা : ব্যসন থেকে মুক্ত কিভাবে থাকবো ?

দাদাশ্রী : ব্যসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য 'ব্যসন খারাপ জিনিস' এমন আমাদের প্রতীতি থাকতে হবে। এই প্রতীতি হালকা না হয় যেন। নিজের নিশ্চয় আন্দোলিত হয় না যেন। এমন হয় তো মানুষ ব্যসন থেকে দূরে থাকে। 'এতে কোন অসুবিধা নেই ' এমন বল তো ব্যসন আরো মজবুত হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : অনেক দিন ধরে কেউ মদ্যপান করে অথবা 'ড্রাগস' (নেশার জিনিস) নিতে থাকে, তো বলে তার প্রভাব তার মাথায় পড়ে। ফের বন্ধ করে দেয় তবুও তার প্রভাব তো থাকে। তখন সেই প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আপনি কি বলেন ? কিভাবে বাইরে আসবে, তার জন্য কোন রাস্তা ?

দাদাশ্রী : পরে রিএক্সন আসে তার। যে সব পরমাণু আছে। সে সব শুদ্ধ তো হতে হবে কি না ? খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে তো ? এখন ওকে কি করতে হবে ? 'মদ খাওয়া খারাপ' এমন সবসময় বলতে থাকতে হবে।

হ্যাঁ, ছাড়ার পরে ও এমন বলতে থাকবে। কিন্তু, 'ভাল' এমন কখনো

বলবে না। নয় তো আবার প্রভাব হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : মদ খেলে মাথার কি ভাবে লোকসান হয় ?

দাদাশ্রী : এক তো বোধ ভুলিয়ে দেয়। সেই সময় ভিতরের জাগৃতির উপরে আবরণ এসে যায়। ফের চিরকালের জন্য সেই আবরণ যায় না। আমাদের মনে হবে যে চলে গেছে, কিন্তু চলে যায় না। এমন করতে-করতে আবরণ আসতে-আসতে ফের.. মনুষ্য সম্পূর্ণ জড় যেমন হয়ে যায়। ফের তার ভাল বিচার ও আসে না। যা ডেভেলপ (বিকাশ) হয়েছে, তার এর থেকে বাইরে বের হওয়ার পরে ব্রেন (মাথা) খুব ভাল ডেভেলপ হয়। তাকে আবার খারাপ করা উচিৎ না।

প্রশ্নকর্তা : মদ খাওয়াতে মাথা যে ডেমেজ (লোকসান) হয়েছে, মাথার পরমাণু যা ডেমেজ হয়েছে, তো সেই ডেমেজ ভাগ আবার রিপেয়ার কিভাবে হতে পারে ?

দাদাশ্রী : তার কোন রাস্তাই নেই। ও তো সময়ের সাথে ধীরে-ধীরে চলে যাবে। না খেয়ে যে সময় ব্যতীত হবে, তেমন-তেমন সব নিরাকরণ হতে থাকবে। একসাথেই হবে না। মদ আর মাংসাহারে যে লোকসান হয়, মদ আর মাংসাহারে যে সুখ ভোগে, সেই সুখ 'রি-পে' করার (ফিরিয়ে দেওয়া) সময় পশু যোনিতে যেতে হয়। এ যত সুখ আপনি নেন, ও 'রি-পে' করতে হবে। এমন দায়িত্ব আপনাকে বুঝতে হবে। 'এই জগত গপ্প নয়।' ফেরাতে হবে এমন এই জগত ! শুধু এই আন্তরিক সুখ ই 'রি পে' করতে হয় না। অন্য সব বাইরের সুখ 'রি পে' করতে হবে। যত জমা করতে চাও কর আর আবার ফিরিয়ে দিতে হবে !!

প্রশ্নকর্তা : সামনের জন্মে জানোয়ার হয়ে 'রি পে' করতে হবে, ও তো ঠিক, কিন্তু এই জন্মে কি হবে ? এই জন্মে কি পরিণাম হয় ?

দাদাশ্রী : এই জন্মে তার নিজের আবরণ এসে যায়, সেইজন্য জড়ের মত, জানোয়ারের মত হয়ে যায়। লোকের মাঝে 'প্রেস্টিজ' থাকে না, লোকের মাঝে সন্মান থাকে না, কিছুই থাকে না।

ডিম হয় বা বাচ্চা হয়, দুটো এক ই। কারো ডিম খাওয়া আর কারো

বাচ্চা খাওয়া তাতে কোন ফারাক নেই। তোর বাচ্চা খাওয়া পছন্দ কি ? তোর কারো বাচ্চা খেয়ে ফেলা পছন্দ ?

প্রশ্নকর্তা : ডিমের মধ্যে ও শাকাহারী ডিম হয় এমন লোকের মান্যতা আছে।

দাদাশ্রী : না, ও তো ভুল মান্যতা। যেসব ডিমকে নির্জীব ডিম বলে, ও কি বিনা জীবের জিনিস ? যাহাতে জীব না হয়, সে জিনিস খেতে পারবে না।

প্রশ্নকর্তা : এই কথা কিছু আলাদা মনে হয়। কৃপা করে বিস্তারে বোঝান।

দাদাশ্রী : আলাদা কিন্তু কথাটা 'একজেক্ট" । এ তো 'সাইন্টিস্ট'-রা ও বলেছে যে কোনসময় নির্জীব জিনিস খাওয়া যায় না আর জীবিত ই খাওয়া হয়। ওতে জীব তো আছে, কিন্তু ভিন্ন প্রকারের জীব। এ তো লোকেরা ভুল লাভ নেয়। ওসব তো স্পর্শ ও করা উচিত না আর বাচ্চাদের ডিম খাওয়ালে কি হয় ? শরীর এত আবেশময় হয়ে যায় যে কন্ট্রোলে থাকে না। আমাদের 'ভেজিটেরিয়ান ফুড' (নিরামিষ ভোজন) তো খুব ভাল হয়, কাঁচা যদিও হয়। ডাক্তারের মতে এতে দোষ হয় না। ওরা তো ওদের বোধ আর বুদ্ধি অনুসারে বলে। আমরা নিজেদের সংস্কারের রক্ষা তো করতে হবে কি না ! আমরা সংস্কারী ঘরের লোক।

প্রশ্নকর্তা : আমেরিকাতে দাদা অনেক ছেলে কে একদম 'টার্ন' করে (বদল) দিয়েছে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তাদের মাতা-পিতা অভিযোগ নিয়ে এসেছিল যে আমাদের বাচ্চারা বিগড়ে যাচ্ছে, ওদের কি করব ? আমি বলি, 'আপনি কখন শুধরে ছিলেন যে বাচ্চারা বিগড়ে গেছে ! আপনি মাংসাহার করেন ?' তখন বলে, হ্যাঁ, কখনো কখনো।' 'মদ খান ?' তো বলে, 'হ্যাঁ, কখনো কখনো।' সেইজন্য বাচ্চারা মনে করে যে আমাদের বাবা করেন সেইজন্য এসব করার মত জিনিস। হিতকারী হবে সেইজন্যই আমাদের বাবা করেন কি না ? এ সব আপনাকে শোভা দেয় না। ফের সেই বাচ্চাদের মাংসাহার

ছাড়িয়ে দিই। সেই বাচ্চাদের বলি যে 'কি এই আলু তুমি কাটতে পারবে ? কি এই পেপে তুমি কাটতে পারবে ?' কি এই আপেল কাটতে পারবে ? 'হ্যাঁ, সব কাটতে পারবো।' আমি বলি, কুমড়ো এত বড় হয় তো ?' 'আরে! তাকে ও কাটতে পারবো।' 'শশা এত বড় হয় তো তাকে ও কাটতে পারবো।' 'সেই সময় 'হার্টে (হৃদয়) প্রভাব হবে ?' তখন বলে, 'না।' আবার আমি জিজ্ঞাসা করি, 'ছাগল কাটতে পারবে ?' তখন বলে, 'না।' 'মুর্গী কাটতে পারবে ?' তখন বলে, 'না, আমি পারবো না।' সেইজন্য যা তোমার হার্ট কাঁটা 'এক্সেপ্ট'(স্বীকার) করে, সেই জিনিস ই তুমি খাবে। তোমার হার্ট এক্সেপ্ট না করে, হার্টের পছন্দ হয় না, রুচি নেই সেই জিনিস খাবে না। নয় তো তার পরিণাম বিপরীত হবে আর সেই পরমাণু তোমার হার্টে প্রভাব করবে। পরিণাম স্বরূপ, ছেলেরা সব ভাল মত বুঝে যায় আর ছেড়ে দেয়।

(প্রসিদ্ধ লেখক) 'বার্নাড শাঁ-কে কেউ জিজ্ঞাসা করে, আপনি মাংসাহার কেন করেন না ?' তখন বলে, 'আমার শরীর কবরস্থান নয়, এ মোর্গা-মুর্গীর কবরস্থান নয়। 'কিন্তু তার কি ফায়দা ? তখন সে বলে, 'আই ওয়ান্ট বী এ সিভিলাইজ্ড মেন।' (আমি সুসংস্কৃত মানুষ হতে চাই) তবু ও বলে, ক্ষত্রিয়ের এই অধিকার আছে, কিন্তু যদি ওর মধ্যে ক্ষত্রিয়তা আছে, তবেই অধিকার আছে।

প্রশ্নকর্তা : এই ছোট বাচ্চাদের মগদলে (এক ধরণের বেশী ঘি-এর মিষ্টি) খাওয়ানো হয়, ও খাওয়ানো যাবে ?

দাদাশ্রী : খাওয়াতে পার না, মগদল খাওয়াতে পার না। ছোট বাচ্চাকে মগদল, গোন্দপাক, মিষ্টি বেশী খাওয়াবে না। ওদের সাদা খাবার দেবে আর দুধ ও কম দিতে হয়। বাচ্চাদের এই সব দিতে হয় না। লোকে তো দুধ দিয়ে বানানো জিনিস বার-বার খাওয়াতে থাকে। এমন জিনিস খাওয়াবেন না। আবেগ বাড়বে আর বারো বছরের হতেই দৃষ্টি খারাপ করতে থাকবে। আবেগ কম হয় বাচ্চাদের এমন খাবার দিতে হয়। এই সব তো চিন্তাতে ও নেই। জীবন কিভাবে কাটাবে, এর বোধ ই নেই না !

প্রশ্নকর্তা : আমাকে কিছু বলতে না হয়, কিন্তু ধরুন যে আমাদের ছেলে চুরি করে তো কি চুরি করতে দেব ?

দাদাশ্রী : দেখানোর জন্য বিরোধ করবে, কিন্তু ভিতরে সমভাব রাখবে। বাইরে দেখাতে বিরোধ আর সে চুরি করে তার উপরে নির্দয়তা একটুও হতে দিতে হয় না। যদি ভিতরে সমভাব ছিঁড়ে যায় তো নির্দয়তা হবে আর সমস্ত জগত নির্দয় হয়ে যায়।

ওকে বোঝাবে যে 'যার ওখানে চুরি করেছিস, তার প্রতিক্রমণ এভাবে করবি আর প্রতিক্রমণ কত করলি ও আমাকে বলবি। তখন ফের ঠিক হয়ে যাবে। পরে তুই চুরি না করার প্রতিজ্ঞা কর। আবার চুরি করবো না আর যা হয়ে গেছে তার ক্ষমা চাইছি।' এভাবে বার-বার বোঝালে এই জ্ঞান ফিট হয়ে যাবে। যেন আবার পরের জন্মে ফের চুরি না করে। এ তো শুধু ইফেক্ট (পরিণাম), অন্য নতুন না শেখানো হয় তো ফের নতুন উপস্থিত হবে না।

এই ছেলেরা আমার কাছে সব ভুল স্বীকার করে। চুরি করে সেটাও স্বীকার করে নেয়। আলোচনা তো যে মহান পুরুষ হয়, সেখানে হতে পারে। যদি এমন সব হবে তো হিন্দুস্থানের আশ্চর্যজনক পরিবর্তন হয়ে যাবে!

৮. নতুন জেনেরেশন, হেলদী মাইন্ডের

দাদাশ্রী : রবিবারের দিন কাছাকাছি সৎসঙ্গ হয়, তো কেন আস না ?

প্রশ্নকর্তা : রবিবারের দিন টি.ভি. দেখতে হয় না, দাদাজী !

দাদাশ্রী : টি,ভি. আর আপনার কি সম্বন্ধ ? এই চশমা লেগে গেছে, তবু ও টি.ভি. দ্যাখ ? আমাদের দেশ এমন যে টি.ভি. দেখার প্রয়োজন নেই, নাটক দেখার প্রয়োজন নেই, ও সব এখানের এখানেই রাস্তায় হতে থাকে কি না !

প্রশ্নকর্তা : সেই রাস্তায় পৌঁছাবো তখন বন্ধ হয়ে যাবে না ?

দাদাশ্রী : কৃষ্ণ ভগবান গীতাতে বলেছেন যে মনুষ্য ব্যর্থ সময় নষ্ট করছে। কামানোর জন্য চাকরিতে যাওয়া অনর্থ বলা হয় না। যখন পর্যন্ত সেই দৃষ্টি মেলে নি, তখন পর্যন্ত এই দৃষ্টি যাবে না।

লোকে জানোয়ারের মত গায়ে দুর্গন্ধ যুক্ত কাঁদা কখন মাখে ? তার জ্বলন হয় তখন। এই টি.ভি., সিনেমা, সব দুর্গন্ধ যুক্ত কাঁদার মত। তার থেকে কোন সার তত্ব বের হয় না। আমার টি. ভি. র প্রতি কোন বিরোধ নেই। প্রত্যেক জিনিস দেখার ছাড় আছে কিন্তু এক দিকে পাঁচ বেজে দশ মিনিটে টি .ভি. র কার্যক্রম হয় আর অন্য দিকে পাঁচ বেজে দশ মিনিটে সৎসঙ্গ হয়, তো কি পছন্দ করবে ? এগারোটার সময় পরীক্ষা হয় আর এগারোটার সময় খাবার খেতে হয় তো কি করবে ? এমন বোধ থাকা উচিত।

প্রশ্নকর্তা : রাত্রে দেরি পর্যন্ত টি.ভি. দেখি, সেইজন্য ফের শুই ই না তো ?

দাদাশ্রী : কিন্তু টি.ভি. তো আপনি কিনে এনেছেন তবেই দেখেন কি না ? আপনি ই এই সব বাচ্চাদের বিগড়িয়েছেন। এই মাতা-পিতারাই বাচ্চাদের বিগড়িয়েছে, তার উপরে টি.ভি. এনেছেন ঘরে। আগেই কি কম মুস্কিল ছিল, যে আরো একটা বাড়িয়েছেন ?

নতুন পেন্ট পরে বার-বার আয়নাতে দেখে। আরে, আয়নাতে কি দেখছ ? এ কার নকল করছ, এ তো জান ! অধ্যাত্মদের নকল করছ না ভৌতিকদের নকল করছ ? যদি ভৌতিকদের নকল করতে হয় তো ও আফ্রিকাওয়ালারা আছে, ওদের নকল কেন করছ না ? কিন্তু এ তো সাহেবের মত লাগছে, সেইজন্য নকল করা শুরু করেছ। কিন্তু তোর মধ্যে যোগ্যতা তো নেই। কেন সাহেব হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ ? কিন্তু সাহেব হওয়ার জন্য এভাবে আয়নায় দেখে, চুল ঠিক করে আর মনে করে এখন 'অল রাইট' হয়ে গেছে। তার উপরে পেন্ট পরে পিঠ এভাবে চাপড়ায় ? আরে, বিনা কারণে নেন পিঠ চাপড়াচ্ছিস ? কেউ দেখার নেই, সব নিজের-নিজের কাজে ব্যস্ত আছে ! সব নিজের-নিজের চিন্তায় পড়ে আছে।

তোকে দেখার সময় কার আছে ? সব নিজের-নিজের ঝঞ্ঝাটে পড়ে আছে। কিন্তু নিজে নিজেকে না জানি কি ভেবে বসে আছে ?

কেউ পুরানো প্রজন্মের বাচ্চার সাথে যদি চিক্-চিক্ করছে তো আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি যে 'আপনি ছোট ছিলেন, তখন আপনার বাবা ও

আপনাকে কিছু বলতেন ?' তখন বলে যে, 'সে চিক্-চিক্ করতো ।' তার বাবা কে জিজ্ঞাসা করি তো 'আপনি ছোট ছিলেন তখন ?' তখন বলবে 'আমার বাবা ও চিক্-চিক্ করতো ।' অর্থাৎ এ 'আগের থেকেই চলে আসছে।'

ছেলেরা পুরানো কথা স্বীকার করতে তৈয়ার নয় । সেইজন্য এই অসুবিধা দাঁড়িয়ে গেছে । আমি মা-বাবাকে মডার্ন (আধুনিক) হওয়ার জন্য বলি তো ওরা হয় না । আর হবেই বা কিভাবে ? মডার্ন হওয়া কোন সোজা কথা নয় ।

আমাদের দেশ ইউজলেস (অনুপযুক্ত) হয়ে গেছে ! কিছু জাতের খুব তিরস্কার করে । একে-অন্যের সাথে বসে না, ভেদভাব রাখে । উপরে হাত রেখে প্রসাদ দেয় ! কিন্তু এই নতুন প্রজন্ম হেলদী মাইন্ডের হয়, খুব ভাল !

বাচ্চাদের জন্য ভাল ভাবনা করতে থাকবে । সব ভাল সংযোগ এসে মিলবে । নয় তো এই বাচ্চাদের কোন সংশোধন হবার নয় । বাচ্চারা শুধরাবে, কিন্তু নিজে নিজেই প্রকৃতি শুধরাবে । বাচ্চারা খুব ভাল । যেমন কোন কালে ছিল না এমন বাচ্চা হয় এখন !

এই বাচ্চাদের এমন কি গুণ হবে যে আমি এমন বলি যে যেমন কোন কালেই ছিল না এমন গুণ এই বাচ্চাদের আছে ! বেচারাদের কোন ধরণের তিরস্কার নেই, কিছুই নেই । শুধু মোহি । সেই কারণে সিনেমা আর অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায় । আগে তো এমন তিরস্কার যে ব্রাহ্মণের ছেলে অন্যকে স্পর্শ ও করবে না । কি এখন আছে এমন মাথাব্যথা ?

প্রশ্নকর্তা : এমন কিছু নেই । একটু ও নেই ।

দাদাশ্রী : সব মাল শুদ্ধ হয়ে গেছে আর লোভ ও নেই, মানের ও পরোয়া নেই । এখন পর্যন্ত তো সব অশুদ্ধ মাল ছিল, মানী-ক্রোধী-লোভী ! আর এ তো মোহি বেচারা ! মশার মত ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি বলেন যে বর্তমান জেনেরেশন 'হেলদী মাইন্ডের' আর অন্য দিকে দেখি তো সব ব্যসনী হয়ে গেছে, আর না জানি কি কি হয়েছে ?

দাদাশ্রী : যদিও ওরা ব্যসনী দেখায় কিন্তু সেই বেচারাদের যদি রাস্তা না মেলে তো কি করবে ? ওদের মাইন্ড হেলদী।

প্রশ্নকর্তা : হেলদী মাইন্ড মানে কি ?

দাদাশ্রী : হেলদী মাইন্ড অর্থাৎ আমার-তোর এর বেশি পরোয়া করে না আর আমি তো ছোট ছিলাম তখন, বাইরে কারো কিছু পড়ে থাকলে, কিছু দেখে তো নিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা হত। কারো ওখানে খাবার জন্য যায় তো ঘরে খায় তার থেকে একটু বেশি খেয়ে নেয়। ছোট বাচ্চা থেকে বুড়ো পর্যন্ত সব মমতাওয়ালা হত।

আরে ! এই 'ডবল বেড' এর সিস্টেম হিন্দুস্থানে হত কি ? কেমন ধরণের জানোয়ারের মত লোক ? হিন্দুস্থানে স্ত্রী পুরুষ কখনো সাথে এক রুমে থাকে না ! সর্বদা আলাদা আলাদা রুমে থাকতো ! তার বদলে আজ এ দ্যাখ তো সব ! বর্তমানে তো বাবা ই বেডরুম বানিয়ে দেয়, 'ডবল বেড' কিনে ! এতে বাচ্চারা বুঝে গেছে যে এই জগত এই ভাবেই চলে হয়তো। আপনি জানেন যে আগে স্ত্রী-পুরুষের বিছানা আলাদা রুমে থাকতো। আপনি জানেন না ? এই সব আমি দেখেছি। আপনি আপনার সময়ে ডবল বেড দেখেছিলেন ?

৯. মাতা-পিতার অভিযোগ

এক ভাই আমাকে বলে, আমার ভাইপো প্রত্যেক দিন নয়টার সময় ওঠে। ঘরে কোন কাজ করে না। তাতে ঘরের সব সদস্যদের জিজ্ঞাসা করি যে এ তাড়াতাড়ি ওঠে না এই কথা আপনাদের পছন্দ কি ? তখন সবাই বলে, 'আমাদের পছন্দ না, তবুও ও তাড়াতাড়ি ওঠেই না।' আমি জিজ্ঞাসা করি, 'সূর্যদেব ওঠার পরে ওঠে কি ওঠে না ?' তখন বলে, 'তার পরে ও এক ঘন্টা পরে ওঠে।' এতে আমি বলি যে 'সূর্যদেবের ও মর্যাদা রাখে না, তবে তো ও অনেক বড় লোক হবে ! নয় তো লোকে সূর্যদেব আসার আগেই সব জেগে যায়, কিন্তু এ তো সূর্যদেবের ও পরোয়া করে না।' ফের ওরা বলে, আপনি ওকে একট বকুন। আমি বলি, 'আমি বকতে পারি না। আমি বকতে

আসি নি, আমি বোঝাতে এসেছি। আমার বকাবকি করার ব্যবসা ই না, আমার তো বোঝানোর ব্যবসা।' ফের সেই ছেলেকে বলি, 'দর্শন করে নাও আর রোজ বলবে যে দাদা আমাকে তাড়াতাড়ি ওঠার শক্তি দিন।' এতটা ওকে দিয়ে করানোর পরে ঘরের সব লোককে বলি, এখন ও চায়ের সময় ও ওঠে না তো ওকে জিজ্ঞাসা করবে, ভাই, এ চাদর দিয়ে ঢেকে দেব তোকে ? শীতের ঠান্ডা আছে, চাইলে ঢেকে দিচ্ছি।' এইভাবে ঠাট্টায় না, কিন্তু সত্যিকরে চাদর দিয়ে ঢেকে দেবে। ঘরের লোকেরা এমন ই করে। পরিণাম স্বরূপ শুধু ছয় মাসের মধ্যে সেই ছেলে এত তাড়াতাড়ি ওঠতে শুরু করে যে ঘরের সবার অভিযোগ চলে যায়।

প্রশ্নকর্তা : আজকালের বাচ্চাদের পড়ার বদলে খেলায় বেশী রুচি হয়, ওদের পড়ার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওদের দিয়ে কিভাবে কাজ করাতে হবে, যাতে ছেলেদের প্রতি ক্লেশ উৎপন্ন না হয় ?

দাদাশ্রী : পুরস্কারের যোজনা বের কর না ! ছেলেদের বল যে প্রথম আসলে তাকে এত পুরস্কার দেব আর ষষ্ঠ আসবে, তাকে এত পুরস্কার আর পাস হলে এত পুরস্কার। কিছু ওদের উৎসাহ বাড়ে এমন কর। ওদের অবিলম্বে ফায়দা হবে এমন কিছু দেখাও, তখন সে স্পর্ধা স্বীকার করবে। অন্য কি রাস্তা করবে ? অন্যথা তাদের উপরে প্রেম রাখবে। ভালবাসা হয় তো সন্তান সব কিছু মানে। আমার কথা সব বাচ্চারা মানে। আমি যা বলি ওরা করার জন্য তৎপর থাকে, অর্থাৎ আমরা ওদের বোঝাতে থাকতে হবে। তখন যা করবে সেটাই ঠিক।

প্রশ্নকর্তা : মূল সমস্যা এটাই যে পড়ার জন্য বাচ্চাদের আমরা অনেক ভাবে বোঝাই কিন্তু আমাদের বলার পরেও ওরা বোঝে না, আমাদের শোনে না।

দাদাশ্রী : এমন নয় যে ওরা শোনে না, কিন্তু আপনি মা হতে পারেন নি সেইজন্য। যদি মা হতে পারতেন তো কেন শুনবে না ? কেন ছেলে মানে না ? কারণ 'নিজের মা-বাবার কথা স্বয়ং নিজে কখনো মানেই নি না !

প্রশ্নকর্তা : দাদা, তাতে পরিবেশের দোষ আছে কি না ?

দাদাশ্রী : না, পরিবেশের দোষ নেই। মা-বাবার বাস্তবে মা-বাবা হওয়া জানা নেই। প্রধানমন্ত্রী হওয়া তার থেকে কম দায়িত্বের, কিন্তু মা-বাবা হওয়া, তাতে অনেক বড় দায়িত্ব।

প্রশ্নকর্তা : ও কি ভাবে ?

দাদাশ্রী : প্রধানমন্ত্রী হলে তো লোকের অপারেশন হয়। এখানে তো সন্তানদের অপারেশন হবে। ঘরে ঢোকে তো বাচ্চারা খুশী হয়ে যায় এমন হওয়া উচিৎ আর আজকাল তো বাচ্চারা কি বলে ? 'আমাদের বাবা ঘরে না আসে তো ভাল।' আরে, এমন হয় তখন ফের কি হবে ?

সেইজন্য আমি সবাইকে বলি, 'ভাই, বাচ্চাদের ষোল বছর হয়ে গেলে 'বন্ধু' রূপে স্বীকার করে নেবে', এমন বলি নি ? 'ফ্রেন্ডলী টোন' (মৈত্রীপূর্ণ ব্যবহার) এ হয় তো, তো আপনার বাণী ভাল বের হবে, অন্যথা প্রত্যেক দিন বাবা হতে যাবেন তো কোন সার বের হবে না। ছেলে চল্লিশ বছরের হয় তো আর আমরা বাপগিরি দেখাই তো কি হবে ?

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু দাদা, বুড়ো লোকেরা ও আমাদের সাথে এমন ব্যবহার করে, ওদের বিচার পুরানো হয়ে গেছে তো, তো আমরা ওদের কিভাবে হেন্ডেল করা উচিৎ ?

দাদাশ্রী : এই গাড়ি সেই সময়ে, যখন তাড়াতাড়ি হয় তখন, পাঙ্কচার হয়ে যায়, তো কি আমরা তার 'হুইল' (চাকা) কে মারি কি ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাশ্রী : ঠিক সময়ে, তাড়া থাকে আর টায়ার পাঙ্কচার হয়ে যায় তো হুইলকে মারা উচিৎ ? তখন তো তাড়াতাড়ি সামলিয়ে নিজের কাজ করে নিতে হবে। গাড়িতে পাঙ্কচার তো হতেই থাকে। এমনি বুড়ো লোকের পাঙ্কচার হয় ই। আমাদের সামলিয়ে নিতে হবে। পাঙ্কচার হয় তো গাড়িকে মার-ধর করতে পারি ?

প্রশ্নকর্তা : দুই ছেলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, আমরা জানি যে দুজনের মধ্যে কেউ বোঝার মত নয়, তো তখন আমাদের কি করা উচিৎ ?

দাদাশ্রী : একবার দুজনকে বসিয়ে বলে দেবে যে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে কোন ফায়দা নেই, তাতে লক্ষ্মী চলে যায়।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ওরা মানার জন্য তৈয়ার না হয় তো কি করবো, দাদাজী ?

দাদাশ্রী : যেমন আছে তেমন থাকতে দাও।

প্রশ্নকর্তা : ছেলেরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে আর মামলা বড় স্বরূপ নিয়ে নেয়, তখন আমরা বলি যে এ কি করে হয়ে গেল ?

দাদাশ্রী : ওদের বোধ হতে দাও না, নিজের মধ্যে ঝগড়া করলে ওরা নিজেই জানতে পারবে, বুঝতে পারবে তো ? এভাবে বার-বার থামাতে থাকলে বোধ হবে না। জগত তো শুধু নিরীক্ষণ করার যোগ্য !

এই বাচ্চারা কারো হয় ই না, এ তো মাথায় এসে পড়া জঞ্জাল ! সেইজন্য এদের সাহায্য নিশ্চয় করবে কিন্তু ভিতর থেকে ড্রামেটিক থাকবে।

প্রথমে অভিযোগ করতে কে আসে ? কলিযুগে তো যে দোষী হয়, সেই প্রথমে অভিযোগ নিয়ে আসে আর সত্যযুগে যে নির্দোষ সে প্রথমে অভিযোগ নিয়ে আসে। এই কলিযুগে ন্যায় করা জন ও এমন হয় যে যার প্রথমে শোনে তার পক্ষেই বসে যায়।

ঘরে চার ছেলে আছে, তাদের দুই ছেলেকে কিছু ভুল না হয় তবুও বাপ ওদের বকতে থাকে আর অন্য দুজনকে ভুল করতে থাকলেও কিছু বলে না। তার পিছনে যে রুট কজ (মূল কারণ) আছে, তার জন্যই। নিজের ঘরে দুই সন্তান থাকে, তো দুজন কে সমান লাগতে হবে। যদি আমরা কারো পক্ষে থাকি যে 'এ খুব দয়ালু আর ছোটটা একটু কাঁচা।' তো সব বিগড়ে যায়। দুজনকে সমান মনে করতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : ছেলের কথায়-কথায় অবিলম্বে অভিমান হয়ে যায়।

দাদাশ্রী : দামী অনেক কি না ! অনেক দামী, ফের কি হয় ? মেয়ে সস্তা, সেইজন্য বেচারী অভিমান করে না।

প্রশ্নকর্তা : এই অভিমান কেন হয়, দাদাজী ?

দাদাজী : এ তো, মানাতে যাই তো, সেইজন্য অভিমান করে। আমার কাছে অভিমান করে তো জানবো ! আমার সঙ্গে কেউ অভিমান করে না। আবার ডাকবই না না ! খায় বা না খায়, আবার ডাকবো না। আমি জানি, এতে খারাপ অভ্যাস হয়ে যায়, বেশি খারাপ অভ্যাস হয়ে যায়। না, না, খোকা খাবার খেয়ে নাও, খোকা খাবার খেয়ে নাও। আরে, খিদে পায় তো ছেলে নিজে নিজেই খেয়ে নেবে, কোথায় যাবে ? এমনি তো আমার অন্য কলা ও আসে। বেশি টেড়া হয় তো, খিদে পেলেও খাবে না। এমন হয় তখন আমি ওর আত্মার সাথে ভিতরে বিধি করি, আপনাকে এমন করতে হবে না। আপনি যা করেন, সেটাই করবেন। বাকী আমার সাথে অভিমান করে না আর এখানে আমার কাছে অভিমান করে ফায়দা ই কি হবে ?

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, সেই কলা শিখিয়ে দিন না ! কারণ এই অভিমান আর মানানো তো সবার রোজের কাজ হয়ে গেছে। যদি এমন দুই-একটা চাবি দিয়ে দিন তো সব কিছুর নিরাকরণ হয়ে যাবে।

দাদাজী : যখন আমাদের বেশ গরজ হয় তো সে এভাবে অভিমান করে। এত গরজ কেন তাহলে ?

প্রশ্নকর্তা : এর মানে কি, আমি বুঝতে পারছি না। বেশি গরজ হয় তো অভিমান করে ? কার গরজ হয় ?

দাদাজী : সামনের জনের গরজ। অভিমান করা জন তখন ই অভিমান করে, যখন সামনের জনের গরজ হয়।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ আমরা গরজ ই দেখাবো না ?

দাদাজী : গরজ হওয়াই উচিত না। কিসের জন্য গরজ ? কর্মের উদয় অনুসারে যা হওয়ার হয় ও হবে, তাহলে তার কেন গরজ রাখবে ? আর ফের কর্মের উদয় ই হয়। গরজ দেখালে জিদে এসে যায় উল্টে।

প্রশ্নকর্তা : ছোট বাচ্চার ক্রোধ দূর করার জন্য তাকে কিভাবে বোঝাবো ?

দাদাজী : তার ক্রোধ দূর করে কি ফায়দা ?

প্রশ্নকর্তা : আমাদের সাথে ঝগড়া না করে।

দাদাজী : তার জন্য কোন অন্য উপায় করার বদলে তার মা-বাবাকে এই ভাবে থাকা উচিত যে ওদের ক্রোধ বাচ্চারা না দেখে। তাদের ক্রোধ করতে দেখে বাচ্চার মনে হয় যে 'আমার বাবা করে, তো আমি সওয়া গুণ ক্রোধ করবো।' যদি আপনি বন্ধ করেন, তো (ওর) নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যাবে। আমি বন্ধ করেছি, আমার ক্রোধ বন্ধ হয়ে গেছে তো আমার সাথে কেউ ক্রোধ করেই না। আমি বলি, ক্রোধ কর তবুও করে না। বাচ্চারা ও করে না, আমি মারি তখনো ক্রোধ করে না।

প্রশ্নকর্তা : বাচ্চা কে সঠিক পথে আনার জন্য মা-বাবাকে দায়িত্ব তো পালন করতেই হবে তো, সেইজন্য ক্রোধ তো করতেই হয় কি না ?

দাদাজী : ক্রোধ কেন করতে হয় ? এমনি ই বুঝিয়ে বলতে কি বাঁধা আছে ? ক্রোধ আপনি করেন না, আপনার থেকে হয়ে যায়। করা ক্রোধ, ক্রোধ বলা হয় না। আপনি নিজে ক্রোধ করেন, আপনি ওকে বকেন ও ক্রোধ বলে না। কিন্তু আপনি তো ক্রোধিত হয়ে যান। একটু কড়া ভাবে বলেন তাতে আপত্তি নেই। কড়া ভাবে বলতে পারেন।

প্রশ্নকর্তা : ক্রোধ হয়ে যাওয়ার কারণ কি ?

দাদাজী : 'উইকনেস'। এ 'উইকনেস' (দুর্বলতা) ! অর্থাৎ সে নিজে ক্রোধ করে না, সে তো ক্রোধ হয়ে যাওয়ার পরে নিজে জানতে পারে এ ভুল হয়ে গেছে, এমন হওয়া উচিত না। অতঃ নিয়ন্ত্রণ তার হাতে নেই। এই মেশিন গরম হয়ে যায়, তখন সেই সময় আপনাকে একটু ঠান্ডা থাকা উচিত। যখন নিজে নিজেই ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন হাত দেবে।

বাচ্চার উপরে আপনি উত্তেজিত হন তখন ও নতুন ধার নেওয়ার মত, কারণ উত্তেজিত হওয়াতে আপত্তি নেই, কিন্তু আপনি যে 'স্বয়ং' উত্তেজিত হন ও লোকসান করে।

প্রশ্নকর্তা : বাচ্চাদের যখন পর্যন্ত ধমক না দেওয়া হয়, তখন পর্যন্ত শান্ত ই হয় না, ধমকাতে তো হয় ই !

দাদাজী : না, ধমক দিতে বাধা নেই। কিন্তু 'স্বয়ং', ধমকান সেইজন্য আপনার মুখ বিগড়ে যায়, সেইজন্য দায়িত্ব হয়। আপনার মুখ বিগড়ে যায় না এমন ভাবে ধমকাবেন, মুখ ভাল রেখে ধমকাবেন, খুব ধমকাবেন। আপনার মুখ বিগড়ে যায় তো এর মানে এই যে আপনার যে ধমকাতে হয় ও আপনি অহংকার করে ধমকান।

প্রশ্নকর্তা : তবে তো বাচ্চাদের এমন মনে হবে যে এ মিছামিছি ধমকাচ্ছে ।

দাদাজী : সে এতটা জানে তো অনেক হয়ে যাবে। তো ওর প্রভাব হবে, নয় তো প্রভাব ই হবে না। আপনি খুব ধমকান তো সে ভাববে যে 'এ কমজোর লোক।' ওরা আমাকে বলে, 'আমাদের বাবা খুব কমজোর লোক, খুব বিরক্ত হতে থাকে।'

প্রশ্নকর্তা : আমাদের ধমকানো এমন না হয় যেন যে আমাদের ই মনে বিচার আসতে থাকে আর নিজের উপরেই প্রভাব হতে থাকে ?

দাদাজী : ও তো ভুল। ধমকানো এমন না হওয়া উচিত। উপরে-উপরে ধমকানো যেমন নাটকে ঝগড়া করে, সেই ধরণের হওয়া উচিত। নাটকে ঝগড়া করে, 'কেন তুই এমন করছিস আর এমন তেমন' সব বলে কিন্তু ভিতরে কিছু হয় না, এভাবে ধমকাতে হয়।

প্রশ্নকর্তা : বাচ্চাদের বলার মত মনে হয় তখন ধমক দিই, তখন ওদের দুঃখ ও হয়, তখন কি করবো ?

দাদাজী : ফের আমরা ভিতরে ক্ষমা চেয়ে নেব। এই বোনকে অনেক বেশি বলে দেওয়া হয় আর ওর দুঃখ হয়ে যায় তো আপনি এই বোন কে বলবেন যে ক্ষমা চাইছি। না বলার কথা বলেছ তো অতিক্রমণ হয়েছে সেইজন্য ভিতরে প্রতিক্রমণ করবে। আপনি তো 'শুদ্ধাত্মা' সেইজন্য আপনি চন্দুভাইকে বলবেন যে 'প্রতিক্রমণ কর।' আপনাকে দুটো বিভাগ ই আলাদা রাখতে হবে। একেলা তে ভিতরে নিজে নিজেকে বলবেন যে

'সামনের জনের দুঃখ না হয়' এমন বলবেন। তবুও ছেলের দুঃখ হয় তো চন্দুভাইকে বলবেন,'প্রতিক্রমণ কর।'

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আমাদের থেকে ছোট হয়, নিজের ছেলে, হয় তখন ক্ষমা কিভাবে চাইবো ?

দাদাজী : ভিতর থেকে ক্ষমা চাইবে, অন্তর থেকে ক্ষমা চাইবে। ওর ভিতরে দাদাকে দেখা যায় আর তাঁহার সাক্ষী তে আলোচনা-প্রতিক্রমণ-প্রত্যাখ্যান সেই ছেলের কর তো অবিলম্বে ওকে পৌঁছে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : আমরা কাউকে ধমক দিই, কিন্তু তার ভালোর জন্য ধমক দিই, যেমন ছেলেকেই ধমক দিই তো কি ও পাপ বলা হবে ?

দাদাজী : না, ওতে পুণ্য বাঁধবে। ছেলের ভালোর জন্য বকে-মারে তখন ও পুণ্য বাঁধে। ভগবানের ঘরে অন্যায় হয় ই না! ছেলে উল্টা করে যাচ্ছে সেইজন্য ছেলের ভালোর জন্য আকুলতা হয় আর ওকে দুই থাপ্পর লাগিয়ে দিলে, তাহলে ও তার পুণ্য বাঁধে। তাকে যদি পাপ মানা হয় তো এই ক্রমিক মার্গের সব সাধূ-সন্তদের কারো মোক্ষ হতে পারবে না। সারা দিন শিষ্যদের জন্য আকুলতা থাকে, কিন্তু তাতে পুণ্য বাঁধে। কারণ অন্যের ভালোর জন্য সে ক্রোধ করে। নিজের ভালোর জন্য ক্রোধ করা পাপ। কত সুন্দর ন্যায়! কত ন্যায় পূর্ণ! ভগবান মহাবীরের ন্যায় কত সুন্দর! এই ন্যায় তো ধর্ম-কাটা হয় কি না!!

অতঃ বাচ্চাকে তার ভালোর জন্য বক, মার, তখন পুণ্য বাঁধে। পরন্তু 'আমি পিতা, ওকে একটু মারতেই হবে তো ?' এমন ভাব ভিতরে প্রবিষ্ট হয় তো ফের পাপ বাঁধবে। এমন ভাবে সঠিক বোধ না হয় তো ফের তাতে এমন বিভাজন হবে!

অতঃ বাবা ছেলের উপরে তার হিতের জন্য আকুল হয় তার কি ফল হবে ? পুণ্য বাঁধবে।

প্রশ্নকর্তা : বাবা তো আকুল হয় কিন্তু ছেলে ও সামনে আকুল হয় তো কি হয় ?

দাদাজী : ছেলে পাপ বাঁধবে ! ক্রমিক মার্গে 'জ্ঞানীপুরুষ' শিষ্যের জন্য আকুল হয় তো তার জবরদস্ত পুণ্য বাঁধে, পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য বাঁধে। সেই আকুলতা ব্যর্থ যায় না। এই শিষ্য নয় তার সন্তান, না কোন লেনা-দেনা, তবুও শিষ্যের জন্য আকুল হয়।

এখানে আমার কাছে বকা-ঝকা একেবারেই হয় না ! বকলে মানুষ স্পষ্ট বলতে পারে না, কপট করে। এর জন্য সংসারে এই সব কপট জন্ম হয়েছে ! জগতে বকার আবশ্যকতা নেই। ছেলে সিনেমা দেখে আসে আর আমরা ওকে বকি তো পরের দিন বাহানা বানিয়ে, 'স্কুলে কোন কার্যক্রম আছে' বলে সিনেমা দেখতে যাবে ! যার ঘরে মা শক্ত হয়, তার ছেলে ব্যবহার জানে না।

প্রশ্নকর্তা : কোল্ড ড্রিঙ্ক বেশি খায়, চকলেট বেশি খায়, সেই সময় বকি।

দাদাজী : তাতে বকার কি প্রয়োজন ! ওকে বোঝানো উচিত যে বেশি খেলে কি লোকসান হবে। আপনাকে কে বকে ? এ তো বড় হওয়ার মিথ্যা অহংকার ! 'মা' হয়ে বসেছে, বড় ! মা হতে যানে না আর সারা দিন বাচ্চাকে বকতে থাকে ! যদি আপনাকে শাশুড়ি বকে তো বুঝতে পারবে। বাচ্চাকে বকা শোভা দেয় কি ? বাচ্চার ও এমন লাগে যে এ তো (মা) দিদিমার থেকে ও খারাপ। সেইজন্য বাচ্চাকে বকা ছেড়ে দাও। আস্তে বোঝাবে যে এই সব খেতে হয় না, ওতে তোর শরীর খারাপ হবে।

ও ভুল করে তাহলেও বার-বার মারবে না। ভুল করে আর বার-বার মার তো কি হবে ? একজন লোক তো যেমন কাপড় ধুচ্ছে, সেই ভাবে বাচ্চার ধোলাই করছিল। আরে ভাই, বাপ হয়ে ছেলের এ কি দশা করছে ? সেই সময় ছেলে মনে কি ঠিক করে, জানেন ? সহ্য না হয় তো মনে ভাবে, 'বড় হওয়ার পরে আপনাকে মারবো, দেখে নেবে।' ভিতরে দৃঢ় করে নেয়। বড় হয়ে ফের তাকে মারে ও।

মারলে জগত শুধরায় না। বকা-বকি করলে বা বিরক্ত হলে কেউ শুধরায় না। সঠিক করে দেখালে শুধরায়। যত বলে তত পাগলপন।

একজন ভাই ছিল। সে রাত্রে দুটোর সময় না জানি কি-কি করে ঘরে আসতো! সেসব বর্ণনা করার যোগ্য নয়। আপনি বুঝে নিন। ফের ঘরের লোকেরা স্থির করে ওকে বকুনি দেব অথবা ফের ঘরে ঢুকতে দেব না, কি উপায় করবো ? পরে এরা এর অনুভব করে আসে। ওর বড় ভাই বলতে যায় তো তাকে বলে, 'আপনাকে না মেরে ছাড়বো না।' ফের ঘরের সবাই আমাকে জিজ্ঞাসা করতে আসে যে 'এর কি করবো ? এ তো এমন করে বলে।' তখন আমি ঘরের লোকদের বলে দিই যে 'কেউ ওকে একটা কথা ও বলবে না। বলবে তো ও বেশি উদন্ড হয়ে যাবে, আর ঘরে আসতে না দাও তো বিদ্রোহ করবে। ওকে যখন আসতে হয়, তখন আসবে আর যেতে হয় তখন যাবে। আমরা 'রাইট' (সঠিক) ও বলব না আর 'রং" (ভুল) ও বলব না। রাগ ও করব না, দ্বেষ ও করব না। সমতা রাখতে হবে, করুণা রাখতে হবে।' তিন-চার বছর পরে সেই ভাই সঠিক রাস্তায় এসে যায়! আজ সে ব্যবসায় অনেক সাহায্য করে। জগত বেকার নয়, কিন্তু কাজ নেওয়া জানা চাই। সবার ভিতরে ভগবান আছেন আর সব ভিন্ন-ভিন্ন কার্য নিয়ে বসে আছে, সেইজন্য না পছন্দ যেমন রাখবে না।

এক জন লোক পায়খানার দরওয়াজায় লাথি মেরে যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করি, 'লাথি কেন মেরে যাচ্ছিস ? তো বলে 'অনেক পরিস্কার করি তবুও দুর্গন্ধ আসছে।' বলুন, এখন এ কত বড় মূর্খতা বলা হবে! পায়খানার দরওয়াজায় লাথি মারে তবুও দুর্গন্ধ আসে! এতে ভুল কার ?

কত লোক তো বাচ্চাদের খুব মারতে থাকে, এ কি মারার জিনিস ? এ তো 'গ্লাস ওয়ের' (কাঁচের বাসন) এর মত। 'গ্লাস ওয়ের' কে যত্ন করে রাখতে হয়। 'গ্লাস ওয়ের' কে এমনি ছুড়ে দিই তো ? 'হেন্ডেল উইথ কেয়ার।' অর্থাৎ সাবধানতা রাখবে। এখন এমন মারতে থাকবে না।

এমন যে, এই জন্মের বাচ্চাদের চিন্তা কর কিন্তু গত জন্মে যে সন্তান ছিল তাদের কি করেছ ? প্রত্যেক জন্মে সন্তান ছেড়ে এসেছ, যেখানেই জন্ম নিয়েছ সে সবেতেই বাচ্চাদের ছেড়ে এসেছ। এত ছোট-ছোট দের, বেচারারা হারিয়ে যাবে, এমন বাচ্চাদের ছেড়ে এসেছ। ওখান থেকে আসতে চাইছিলে না, তবুও এখানে এসেছ। পরে ভুলে গেছ আর আবার এই জন্মে অন্য বাচ্চা

এসেছে ! তো ফের বাচ্চাদের নিয়ে ক্লেশ কেন করছ ? ওদের ধর্মের রাস্তায় নিয়ে যাও, ভাল হয়ে যাবে ।

একটা ছেলে তো এমন বাঁকা ছিল যে তেতো ঔষধ খাওয়াও তো খেত ই না, গলার নীচে নামাতো ই না, কিন্তু ওর মা ও পাক্কা ছিল । ছেলে এত বাঁকা হয় তো মা কাঁচা হবে কি ? মা কি করে, ওর নাক দাবায় আর দাওয়াই ফট করে গলায় নীচে নেমে যায় । পরিণামে বাচ্চা আরো পাক্কা হয়ে যায় ! পরের দিন খাওয়াচ্ছিল আর নাক দাবিয়ে দেয় তো সে ফূঊ ঊ ঊ করে মার চোখে উড়িয়ে দেয় ! এ তো সেই 'ক্যোয়ালিটী !' মার পেটে নয় মাস বিনা ভাড়ায় থাকে, ও মুনাফা আর তার উপরে ফূঊঊঊ করে !

একজন বাবা আমাকে বলছিল যে 'আমার তিন নম্বরের ছেলে খুব খারাপ । দুই ছেলে ভাল । আমি জিজ্ঞাসা করি, 'ও খারাপ তো আপনি কি করবেন ?' তখন বলে, 'কি করবো ? দুই ছেলেকে আমি কিছু বলতে হয় না আর এই তৃতীয় ছেলের জন্য আমার সারা জীবন বরবাদ হয়ে যাচ্ছে ।' আমি বলি,' কি করে, আপনার ছেলে ?' তখন সে বলে, 'রাত্রে দেড়টার সময় আসে, মদ খেয়ে আসে ও ।' আমি জিজ্ঞাসা করি, 'ফের আপনি কি করেন?' তখন বলে, 'আমি দূর থেকে দেখি ওকে, যদি আমি মুখ দেখাই তো গাল দেয় । আমি দূরে থেকে জানালা দিয়ে দেখতে থাকি যে কি বলছে? তখন আমি বলি, 'দেড়টার সময় ঘরে আসার পরে কি করে ?' তখন বলে, 'খাওয়া-দাওয়ার তো কোন কথা ই নেই, ওর আসার পরে ওর বিছানা পেতে দিতে হয় । এসে তখন ই শুইয়ে পড়ে আর নাক ডাকতে থাকে ।' এতে আমি বলি, 'তো চিন্তা কে করছে ?' তখন বলে, 'ও তো আমি ই করি ।'

পরে বলে, 'ওর এমন অবস্থা দেখে আমার তো সারা রাত ঘুম ই আসে না ।' আমি বলি, 'এতে দোষ আপনার, ও তো আরামে শুয়ে পরে । নিজের দোষ নিজেই ভুগছেন । আগের জন্মে ওকে মদের অভ্যাস করা জন আপনি ই ।' ওকে শিখিয়ে সরে পরেছিলেন । কিসের জন্য শিখিয়েছিলেন ? লালসার জন্য । অর্থাৎ আগের জন্মে ওকে বিগড়িয়েছিলেন, উলটা রাস্তায় চালিয়েছিলেন । ওসব শেখানোর ফল এসেছে এখন । এখন তার ফল ভুগবেন সামান্য ভাবে ! যে 'ভুগছে তার ই ভুল' !। দ্যাখ, ও তো শুইয়ে পড়ে

না আরামে ? আর বাপ সারা রাত চিন্তা করতে-করতে দেড়টা পর্যন্ত জাগে যে কখন আসবে, কিন্তু ওকে কিছু বলতে পারে না। বাপ ভোগে, সেইজন্য ভুল বাপের ই।

পুত্রবধূ জানে যে শ্বশুর অন্য ঘরে বসে আছে। সেইজন্য সে অন্যের সঙ্গে জল্পনা করে যে 'শ্বশুর একটু কম বুদ্ধির।' এখন সেই সময় আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি তো আমরা এসব শুনতে পাই, তো আমাদের ভিতরে প্রভাব হয়। তখন সেখানে কি হিসাব লাগাতে হবে যে যদি আমরা অন্য জায়গায় বসে থাকতাম তো কি হত ? তখন কোন প্রভাব হত না। অর্থাৎ এখানে এসেছি, এই ভুলের এটা প্রভাব। আমরা এই ভুল কে শুধরিয়ে নেব, এমন ভেবে আমরা কোথাও অন্য জায়গায় বসেছিলাম আর আমরা এসব শুনিই নি। এই ভাবে এই ভুলকে শুধরিয়ে নেবে।

মহাবীর ভগবানের পিছনে ও লোকে উল্টা বলত। লোকে তো বলবেই, আমরা আমাদের ভুল সমাপ্ত করে দিই। ওর যা ভাল লেগেছে বলেছে। আমাদের খারাপ কর্মের ই উদয় হয় তখন ই এমন উল্টা ওর দ্বারা বলা হয়।

বাচ্চাদের অহংকার জাগৃত হয়ে যায়, তার পরে ওদের কিছু বলতে পারবে না আর আমরা বলব ই বা কেন ? ওদের ধাক্কা লাগবে তো শিখবে। বাচ্চা পাঁচ বছরের হয়, তখন পর্যন্ত ওদেরকে বলার ছুট। আর পাঁচ থেকে ষোল বছরের পর্যন্ত যদিও কখনো থাপ্পর ও লাগাতে হয়, কিন্তু কুড়ি বছরের যুবক হওয়ার পরে এমন করতে পারবে না। ওকে এক অক্ষর ও বলতে পারবে না। ওকে কিছু ই বলা পাপ হবে। অন্যথা কোন দিন হয়তো আপনাকে গুলি ও মেরে দেবে।

'না চাইলে পরামর্শ দেবে না' এমন আমি লিখেছি ও ! যদি কেউ আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে, তখন আপনি পরামর্শ দেওয়া উচিত আর সেই সময় যা ঠিক মনে হয় ও বলে দেবেন। পরামর্শ দেওয়ার পরে এটাও বলবেন যে তোমার ঠিক মনে হয় তেমন ই করবে। আমি তো আপনাকে এ বলে দিয়েছি।' তখন ফের ওর খারাপ লাগে এমন কোন কথা থাকে না। অতঃ আমাদের যা কিছু ই বলার হয়, তার পিছনে বিনয় রাখতে হবে।

এই কালে কম কথা বলার মত ভাল কথা আর কিছুই নেই। এই কালে বাণী ঢিলের মত লাগে, এমন বের হয় আর সবার এমন হয়। সেইজন্য মিতভাষী হয়ে যাওয়া ভাল। কাউকে কিছু বলার মত নেই। বললে আরো খারাপ হবে। ওকে যদি বল যে 'গাড়িতে তারা-তারি যা।' তখন দেরি করে যাবে আর কিছু না বল তো সময়ে যাবে। আমরা না থাকি তাহলে ও সব চলবে এমন। এ তো নিজের ভুল অহংকার। যেদিন বাচ্চাদের সাথে আপনার খিট-খিট বন্ধ হয়ে যাবে, সেই দিন থেকে বাচ্চারা শুধরাতে থাকবে। আপনার কথা ভাল বের হয় না, সেইজন্য সামনের জন বিরক্ত হয়। আপনার কথা স্বীকার হয় না আর উল্টা সেই কথা ঘুরে ফিরে আসে। আমরা তো বাচ্চাদের খাওয়া-দাওয়া বানিয়ে দিই আর নিজের দায়িত্ব পালন করি, আর কিছু বলার মত নেই। বলে ফায়দা নেই, এমন আপনার মনে হয় ? বাচ্চা বড় হয়ে গেছে, ও কি সিঁড়ী থেকে পড়ে যাবে ? আপনি নিজের আত্মধর্ম কেন ছেড়ে দিচ্ছেন ? এই বাচ্চাদের সাথে তো রিলেটিভ ধর্ম আছে। সেখানে মাথা ঘামানোর মত নয়, ক্লেশ করার বদলে মৌন থাকা উত্তম হবে। ক্লেশ থেকে তো নিজের আর সামনের জনের মাথা বিগড়ে যায়।

সে আপনাকে খারাপ বলে, আপনি ওকে খারাপ বলেন ! ফের বাতাবরণ দুষিত হতে থাকে আর বিস্ফোট হয়। সেইজন্য আপনি ওকে ভাল মত বলবেন। কোন দৃষ্টিতে ? এক দৃষ্টি মনের ভিতরে রেখে নিন যে 'আফটার আল হি ইজ এ গুড মেন (শেষে তো ও ভাল লোক)।'

প্রশ্নকর্তা : মতভেদ হয় তখন বাচ্চাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত ?

দাদাজী : রাগ-দ্বেষ না হয় যেন। সে কিছু বিগড়িয়েছে, কোন লোকসান করেছে, তখন ও ওর উপরে দ্বেষ না হওয়া উচিত। ওকে 'শুদ্ধাত্মা' রূপে দেখতে হবে। অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ না হয় তো সব নিরাকরণ হয়ে যায় আর আমার জ্ঞান রাগ-দ্বেষ হতে দেয় না তেমন।

নিজের মনে একটু ও দ্বিধা হয় তো ও অন্য কারো নয়, নিজের ই, সেইজন্য আমাদের বুঝে নিতে হবে যে এই দ্বিধা আমাদের। দ্বিধা কেন হয়েছে ? আমরা দেখতে পারি নি, সেইজন্য। আমাদের 'শুদ্ধাত্মা' ই

দেখতে হবে । ঝামেলা সমাপ্ত করতে হবে 'আমি শুদ্ধাত্মা', বাকী সব 'ব্যবস্থিত' । এমন 'সল্যুশন' (সমাধান) আমি দিয়েছি ।

ছেলের বিয়ে হওয়ার পরে হয়রান হও তো চলবে না, তার আগে সামলে যাও । সাথে রাখবে তো ক্লেশ হবে । ওর জীবন বিগড়াবে আর সাথে আমাদের ও বিগড়াবে । যদি ভালবাসা পেতে চাও তো ওর থেকে আলাদা থেকে ভালবাসা রাখবে, অন্যথা জীবন বিগড়াবে আর এতে ভালবাসা কমে যাবে । ওর বৌ আসে তখন ওকে সাথে রাখতে চাও তো সদা ও বৌ এর কথা শুনবে, তোমার শুনবে না । ওর বৌ বলবে, 'আজ তো মা এমন বলছিলেন, তেমন বলেছিলেন ।' তখন ছেলে বলবে, 'হ্যাঁ, মা এমন ই ।' আর ফের চলবে ঝড় । দূর থেকে সবাই ভাল থাকে !

প্রশ্নকর্তা : ছেলে বিদেশে আছে তাকে মনে পরতে থাকে, ওর চিন্তা হয় ।

দাদাজী : এ ছেলে ওখানে খেয়ে-দেয়ে মজা করতে থাকে হয়তো, মা কে মনে ও করে না হয়তো আর মা এখানে চিন্তা করতে থাকে, এ কেমন কথা ?

প্রশ্নকর্তা : ও ছেলে ওখান থেকে লেখে যে তুমি এখানে এসে যাও ।

দাদাজী : হ্যাঁ ! কিন্তু যাওয়া কি আপনার হাতে আছে ? তার বদলে আপনি নিজেই যেমন আছেন তেমন ব্যবস্থা করে নেবেন । ওতে ভুল কি ? ওরা ওদের ঘরে, আমরা আমাদের ঘরে ! এই গর্ভ থেকে জন্ম হয়েছে সেইজন্য কি আমাদের হয়ে যাবে সব কিছু ? আমাদের হয় তো আমাদের সাথে আসবে কিন্তু কেউ আসে এই সংসারে ?

ঘরে পঞ্চাশ জন লোক থাকে, কিন্তু আপনি চিনতে পারেন না সেইজন্য গোলমাল হতে থাকে । ওদের চিনতে হবে তো ? এ গোলাপের চারা কি কিসের চারা, এ খুঁজে বের করতে হবে না ?

আগে কি ছিল ? সত্যযুগে এক ঘরে সব গোলাপ আর অন্য ঘরে সব জুঁই, তৃতীয় ঘরে চম্পা ! এখন কি হয়েছে যে এক ই ঘরে জুঁই আছে, গোলাপ আছে, চম্পা আছে ! গোলাপ হবে তো কাটা হবে আর যদি জুঁই হয় তো

কাটা হবে না, জুঁই এর ফুল সাদা হবে, গোলাপ গোলাপী হবে, লাল হবে। এই সময় এমন আলাদা-আলাদা চারা হয়। এই কথা আপনার বোধে এসেছে?

সত্যযুগে যে ক্ষেত ছিল, আজ কলিযুগে ও বাগানের মত হয়ে গেছে! কিন্তু ওরা দেখতে যানে না, তার কি করবে? ওরা দেখতে যানে না তো দুঃখ হবেই না? এই জগতের লোকের কাছে এসব দেখার দৃষ্টি নেই। কেউ খারাপ হয় ই না। এই মতভেদ তো নিজের-নিজের অহংকার। দেখতে যানে না তার দুঃখ। দেখতে যানে তো দুঃখ ই নেই! আমার সারা সংসারে কারো সাথে মতভেদ ই হয় না। আমি দেখতে পারি যে এটা গোলাপ কি জুঁই। ও থতুরা কি তেতো করলার ফুল, এমন সবাই কে চিনে নিই।

প্রকৃতিকে চেনেই না সেইজন্য আমি বইয়ে লিখেছি, 'আজ ঘর বাগান হয়ে গেছে। সেইজন্য কাজ করিয়ে নাও এই সময়।' যে নিজে 'নোবল' (উদার) হয় আর ছেলে কৃপণ হয় তো কি বলবে, 'আমার ছেলে একদম কৃপণ।' তাকে সে মার-ধর করে 'নোবল' বানাতে চায় তো হতে পারবে না। ও মাল ই আলাদা। যখন কি না মা-বাবা ওকে নিজের মত বানাতে চায়। আরে, ওকে প্রস্ফুটিত হতে দাও, ওর শক্তি কিসে? তাকে প্রোৎসাহিত কর। কার স্বভাব কেমন, ও দেখে নিতে হবে। আরে ভাই, কিসের জন্য ওর সাথে ঝগড়া কর?

এই বাগান চেনার মত। 'বাগান' বলি তবে লোকে বোঝে আর ফের নিজের বাচ্চাকে চেনে। প্রকৃতিকে চেন! এক বার বাচ্চাকে চিনে নাও আর সেই হিসাবে ব্যবহার কর। ওর প্রকৃতিকে দেখে নিয়ে ব্যবহার করে তো কি হবে? বন্ধুর প্রকৃতির সাথে 'এড্জাস্ট' হই কি না? এমন প্রকৃতিকে দেখতে হয়, প্রকৃতিকে চিনতে হয়। চিনে নিয়ে চলে তো ঘরে ঝগড়া হবে না। এখানে তো মার-ধর করে 'আমার মত হবে,' এমন বলে। তেমন কি ভাবে হতে পারবে?

সারা সংসার এমন ব্যবহার জ্ঞানের সন্ধানে আছে, এ ধর্ম নয়। এই জ্ঞান সংসারে থাকার ঔষধ। সংসারে এড্জাস্ট হওয়ার উপায়। ওয়াইফের

সাথে কিভাবে এড্‌জাস্ট করবে, ছেলের সাথে কিভাবে এড্‌জাস্ট করবে, তার উপায়।

ঘরে খট-পট হয়, তখন এই বাণীর শব্দ এমন যে সবার কষ্ট দূর হয়ে যায়। এই বাণীতে সব শুভ হয়। যাহাতে দুঃখ চলে যায়, এমন বাণী লোকে খোঁজে। কারণ কেউ এমন উপায় ই বলে নি না! সোজা কাজে লাগে এমন উপায় ই নেই না!

১০. শঙ্কার শূল

একজন লোক আমার কাছে আসতো। ওর এক মেয়ে ছিল। ওকে আমি আগের থেকে বুঝিয়েছিলাম যে 'এ তো কলিযুগ, এই কলিযুগের প্রভাব মেয়ের উপরে ও হয়। সেইজন্য সাবধান থাকবে।' সে বুঝে যায় আর যখন ওর মেয়ে অন্যের সাথে পালিয়ে যায়, তখন সে আমাকে স্মরণ করে আর আমার কাছে এসে আমাকে বলে, 'আপনি বলেছিলেন সেই কথা সত্য ছিল। যদি আপনি আমাকে এসব কথা না বলতেন তো আমাকে বিষ খেতে হত।' এমন এই জগত, পোলমপোল (গোলমেলে)! যা হয়ে যাচ্ছে তাকে স্বীকার করতে হবে, তার জন্য কেন বিষ খাবে? না, তখন তো তোকে পাগল বলা হবে। এ তো কাপড় ঢেকে লজ্জা রাখে আর বলে যে আমরা খানদানী।

একজন আমার বিশেষ সম্বন্ধী ছিল, তার চার মেয়ে ছিল। সে অনেক জাগৃত ছিল, আমাকে বলে, 'এ মেয়েরা বড় হয়ে গেছে, কলেজে যাচ্ছে, কিন্তু আমার ওদের উপরে বিশ্বাস হয় না।' তাতে আমি বলি, 'কলেজ সাথে যাবে আর ওরা কলেজ থেকে বের হয় তখন পিছনে-পিছনে আসবে।' এই ভাবে একবার যাবে কিন্তু দ্বিতীয় বার কি করবে? বৌ কে পাঠাবে? আরে, বিশ্বাস কোথায় রাখবে আর কোথায় রাখবে না, সেটাও বুঝিস না? আমরা মেয়েকে এটা বলে দিতে হবে, দ্যাখ খুকী, আমরা ভাল ঘরের লোক, আমরা খানদানী, কুলবান।' এইভাবে ওকে সাবধান করে দেবে। পরে যা হয়েছে সেটাই 'করেক্ট' তার উপরে শঙ্কা করবে না। কত শঙ্কা করেন হয়তো? যে এই বিষয়ে জাগৃত, সে শঙ্কা করতে থাকে। এমন সংশয় রাখলে কবে অন্ত আসবে?

সেইজন্য কোন ধরনের শঙ্কা হয় তো উৎপন্ন হওয়ার আগেই তুলে ফেলে দেবে। এ তো মেয়েরা বাইরে ঘোরা-ফেরা করতে যায়, খেলতে যায়, তার শঙ্কা করে আর শঙ্কা উৎপন্ন হয় তো আমাদের সুখ-শান্তি টেকে ? না।

অতঃ কখনো মেয়ে রাত্রে দেরি করে আসে তাহলে ও শঙ্কা করবে না। শঙ্কা বের করে দাও তো কত লাভ হয় ? বিনা কারণে ভয় দেখিয়ে রাখার কি অর্থ আছে ? এক জন্মে কিছু পরিবর্তন হবার নয়। ওই মেয়েদের বিনা কারণে দুঃখ দেবে না, বাচ্চা দের দুঃখ দেবে না। ব্যাস এতটুকু নিশ্চয় বলবে যে, 'খুকী, তুই বাইরে যাস কিন্তু দেরি করবি না, আমরা সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে পড়ি, আমাদের এসব শোভা দেয় না, সেইজন্য বেশি দেরি করবে না।' এই ভাবে সব কথা বলবে, বোঝাবে। কিন্তু শঙ্কা করা ঠিক হবে না, 'কার সাথে ঘুরে-বেড়াচ্ছে, কি করে যাচ্ছে ?' আর কখনো রাত্রে বারোটার সময় আসে, তখন ও পরের দিন বলবে যে, খুকী এমন করবে না।' ওকে যদি ঘর থেকে বের করে দাও তো ও কার কাছে যাবে তার কোন ঠিকানা নেই। ফায়দা কোথায় আছে ? কম সে কম লোকসান হয়, তাতে ফায়দা কি না ? কম সে কম লোকসান হয়, সেখানেই ফায়দা। সেইজন্য আমি সবাইকে বলি যে 'রাত্রে দেরি করে আসে তবু ও মেয়েদের ঘরে আসতে দেবে। ওদের বাইরে বের করে দেবে না।' অন্যথা এ তো বাইরে থেকেই বের করে দেয়, এমন গরম মেজাজের লোক হয় ! কাল কেমন বিচিত্র ! কত দুঃখদায়ী কাল !! আর উপর থেকে এই কলিযুগ, সেইজন্য ঘরে বসিয়ে ওদের বোঝাবে।

প্রশ্নকর্তা : এই সামনের কেউ আমাদের উপরে সংশয় রাখে তো তার নিরাকরণ নিজে কিভাবে করবো ?

দাদাজী : সে সংশয় রাখে, এমন ভাববে না, এমন আমাদের যে জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান ভুলে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : তার আমাদের উপরে সংশয় হয়েছে, তো আমাদের কি জিজ্ঞাস করা উচিত যে কেন সংশয় হয়েছে ?

দাদাজী : জিজ্ঞাসা করাতে মজা নেই, এমন জিজ্ঞাসা ই করবে না। আমাদের অবিলম্বে বুঝে নেওয়া উচিত যে আমাদের কোন দোষ আছে,

অন্যথা ওর শঙ্কা কেন হয়েছে ?

‘ভুগছে তার ই ভুল’ এই কথা বুঝে নাও তো নিরাকরণ হয়ে গেল । শঙ্কা করা জন ভুগে যাচ্ছে না শঙ্কা যার উপরে হয়েছে, সে ভুগে যাচ্ছে ? এটা দেখে নেবে ।

১১. উইলে সন্তানদের কত টুকু ?

প্রশ্নকর্তা : পুণ্যোদয়ে আবশ্যকতা থেকে বেশি লক্ষ্মী প্রাপ্ত হয় তখন কি করা উচিত ?

দাদাজী : তখন ভাল কাজে খরচ করে দেবে । বাচ্চাদের জন্য বেশি রাখবে না । ওদের পড়া-শোনা করিয়ে কাজ-কর্মে লাগিয়ে দেবে । কাজে লেগে যায়, পরে বেশি লক্ষ্মী রাখবে না । এটা খেয়াল রাখবে যে যতটা আমাদের সাথে এসেছে ততটা ই আমাদের ।

প্রশ্নকর্তা : এখান থেকে সাথে নিয়ে যেতে পারি কি ?

দাদাজী : এখন কি নিয়ে যাবে ? সাথে যা ছিল ও সব এখানে খরচ করে পুরা করেছ । এখন কিছু মোক্ষ সম্বন্ধী আমার কাছে এখানে এসে পেয়ে যাও তো দিন বদলাবে । এখন ও জীবন বাকি আছে, এখন ও জীবন বদলাতে পার, যখন জাগে তখন সকাল ।

ওখানে (পরের জন্মে) নিয়ে যেতে কি কাজে আসে ? এখানে যা আপনি খরচ করেছেন, ও সব নর্দমায় গেছে, আপনার আনন্দ-ফুর্তির জন্য, আপনার থাকার জন্য যা কিছু খরচ করেছেন ও সব নর্দমায় গেছে । শুধু অন্যের জন্য যা কিছু করেছেন ততটাই আপনার ওভারড্রাফট (জমা) ।

একজন আমাকে প্রশ্ন করে যে বাচ্চাদের কিছু দেব না ? আমি বলেছি, ‘বাচ্চাদের দেবে, কিন্তু আপনার বাবা আপনাকে যত দিয়েছেন, ততটা দেবে । মাঝে যা উপার্জন করেছেন, ও নিজের যেখানে ইচ্ছা, কোন ভাল কাজে খরচ করে দেবেন ।’

প্রশ্নকর্তা : আমাদের উকিলের নিয়মে ও এমন হয় যে বাপ-দাদার প্রপার্টী (সম্পত্তি) হয়, তা বাচ্চাদের দিতেই হবে আর যা স্ব-উপার্জিত ধন সেসব বাপ যা করতে চায় করতে পারে।

দাদাজী : হ্যাঁ, যা করতে চায় করবে। নিজের হাতেই করে নেওয়া উচিত। আমাদের মার্গ কি বলে যে তোর নিজের মাল হয়, ও আলাদা করে খরচ কর, তো ও তোর সাথে আসবে। কারণ এই “জ্ঞান’ প্রাপ্ত করার পরে এখন এক-দুই জন্ম বাকী আছে, সেইজন্য সাথে প্রয়োজন হবে কি না ? অন্য গ্রামে যাই তো সাথে কিছু খাবার নিয়ে যাই। তখন সাথে কিছু থাকতে হবে তো ?

সেইজন্য ছেলে কে তো শুধু কি দেওয়া উচিত, এক ‘ফ্লেট’ (ঘর) দেবে, আমরা থাকি সেটা। সেটাও থাকে তো দেবে। ওকে বলে দেবে যে, ‘খোকা, আমরা থাকবো না সেই দিন এই সব তোর, তখন পর্যন্ত মালিকানা আমাদের ! পাগলামী করবি তো তোকে তোর বউ-এর সাথে বাইরে বের করে দেব। আমরা আছি তখন পর্যন্ত তোর কিছুই নেই। আমাদের যাওয়ার পরে সব কিছু তোর।’ উইল বানিয়ে দেবে। আপনার বাবা দিয়েছে ততটা আপনি ওকে দিতে হবে। ও তার হকদার। শেষ পর্যন্ত ছেলের মনে এমন থাকে যে, ‘এখন বাবার কাছে পঞ্চাশ হাজার আরো আছে।’ আপনার কাছে তো লাখ হবে। ও মনে জানবে যে ৪০-৫০ হাজার দেবে। ওকে শেষ পর্যন্ত এই লালসায় রাখবে। ও নিজের বৌ কে বলবে যে, যাও, বাবাকে ফার্স্ট ক্লাস ভোজন করাও, চা-জলখাবার নিয়ে আস।’ আপনি দাপটে থাকবেন। অর্থাৎ আপনার বাবা যা কিছু কোঠরী (ঘর) দিয়েছে ও ওকে দিয়ে দেবে।

কেউ কিছু সাথে নিয়ে যেতে দেয় না। আপনার যাওয়ার পরে আপনার শরীর কে জ্বালিয়ে দেয়। তখন ফের বাচ্চাদের জন্য বেশি ছেড়ে কি করবে ? বাচ্চাদের জন্য বেশি ছেড়ে যাবে তো বাচ্চারা কি করবে ? ওরা ভাববে যে ‘এখন চাকরি-বাকরী করার প্রয়োজন নেই।’ বাচ্চারা মদ্যপ হয়ে যাবে। কারণ ফের ওদের সঙ্গী এমন মিলে যায়। এ মদ্যপ ই হয়েছে না সবাই ! অতঃ ছেলে কে তো আমরা ভেবে-চিন্তে মর্যাদায় দেওয়া উচিত। যদি বেশি দাও তো দুরুপযোগ হবে। সবসময় জঁব (চাকরি) ই করতে থাকে

এমন করে দেওয়া উচিত। বেকার বসে তো মদ খাবে না ?

কোন বিজনেস (ব্যবসা) ওর পছন্দ হয় তো করিয়ে দেবে। কোন ব্যবসা পছন্দ ও জিজ্ঞাসা করে, ওর যে ব্যবসা ঠিক লাগে ও করিয়ে দেবে। পঁচ্চিশ-ত্রিশ হাজার ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাইয়ে দেবে, যেন নিজে নিজেই ভরতে থাকে আর একটু কিছু নিজের কাছ থেকে দিয়ে দেবে। ওর আবশ্যকতা হয় তার থেকে আধা রকম আমদের দিতে হয় আর আধা রকম ব্যাঙ্ক থেকে লোন করিয়ে দেবে। এই লোনের কিস্তি তুই ভরবি, এমন বলে দেবে। কিস্তি ভরতে থাকে আর ছেলে বুঝদার হয় ফের।

অতঃ ছেলে কে নিয়ম করে, নিয়মে যত দেওয়া উচিত ততটা দিয়ে, বাকী সব লোকের সুখের জন্য ভাল রাস্তায় খরচ করে দেবে। লোকের সুখ কিভাবে মেলে ? ওদের অন্তরে শীতলতা পৌঁছাবে তখন ! তো সেই সম্পত্তি আপনার সাথে যাবে। এমনি নগদ আসে না কিন্তু ওভারড্রাফট (জমারাশি)-র রূপে আসে। নগদ তো নিয়ে যেতেই দেয় না না ! এখানে এই ধরনের ওভারড্রাফট করবে, লোককে খাইয়ে দাও, সবার অন্তরে শীতলতা পৌঁছাও। কারো মুস্কিল দূর কর। এই রাস্তা সামনে ড্রাফট পাঠানোর। পয়সার সদুপযোগ কর। চিন্তা করবে না, খাও-দাও, খাওয়া-দাওয়ায় কৃপণতা করবে না। সেইজন্য বলি যে 'খরচ কর আর ওভারড্রাফট নাও।

আমি ওনার ছেলেকে বলি যে তোমার বাবা এই সব সম্পত্তি তোমার জন্য একত্র করেছেন, ধুতি পড়ে (কৃপনতা করে)। তখন বলে, 'আপনি আমার বাবা কে জানেন ই না।' আমি জিজ্ঞাসা করি, 'কেমন ?' তখন বলে, 'যদি এখান থেকে পয়সা নিয়ে যেতে পারতো তো, তো আমার বাবা তো লোকের থেকে ঋণ নিয়ে দশ লাখ নিয়ে যায় এমন পাকা। সেইজন্য এই কথা মনের মধ্যে রাখার মত নয়।' সেই ছেলেটাই আমাকে এমন বোঝায় আর আমি বলি যে, 'এখন আমি আসল কথা জানতে পেরেছি ! আমি যা জানতে চাইছিলাম, ও আমি পেয়ে গেছি।'

একমাত্র ছেলে হয়, তাকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে সঁপে দেয়। বলে যে 'খোকা, এই সব তোমার, এখন আমরা দুজন ধর্মধ্যান করবো।' 'এখন এই

সব সম্পত্তি ওর ই তো', এমন বলেন তো দুর্গতি হবে। কারণ ওকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দিলে কি হবে ? বাপ সমস্ত সম্পত্তি একমাত্র ছেলে কে দিয়ে দেয় তো ছেলে মাতা-পিতা কে কিছু দিন তো সাথে রাখবে কিন্তু এক দিন ছেলে বলবে, 'আপনার আক্কেল নেই আপনি এক জায়গায় বসে থাকুন, এখানে।' তখন বাপের মনে এমন হয় যে আমি এর হাতে লাগাম কেন সঁপেছি ?! এমন পশ্চাতাপ হয়, তার বদলে আমরা লাগাম নিজের হাতেই রাখা উচিত।

এক বাপ নিজের ছেলেকে বলে যে, সব সম্পত্তি তোকে দিতে চাই।' তখন সে বলে যে, আপনার সম্পত্তির আমি আশা রাখি নি। সে আপনি যেখানে চান সেখানে ব্যবহার করবেন। অন্তে প্রকৃতি যে পরিণাম দেয় ও আলাদা ব্যপার। কিন্তু ওর এমন নিশ্চয়, নিজের অভিপ্রায় দিয়ে দিয়েছে না! সেইজন্য ও সার্টিফাইড হয়ে গেছে আর এখন মৌজ-শখ কিছু বাকি নেই।

১২. মোহের মারে মরে অনেক বার

প্রশ্নকর্তা : সন্তান বড় হবে, তারপর নিজের থাকবে কি না ও কে জানে ?

দাদাজী : হ্যাঁ, নিজের কিছু থাকে না। এই শরীর ই নিজের থাকে না তো! এই শরীর ও পরে আমাদের থেকে নিয়ে নেয়। কারণ পরের জিনিস আমাদের কাছে কত দিন থাকবে ?

বচ্চারা মোহ বশে 'বাবা, বাবা' বলে, তো বাবা খুব খুশী হয়ে যায় আর 'মম্মী, মম্মী' বলে তো মা ও খুব খুশী হয়ে হাওয়ায় উড়তে শুরু করে। বাবার গোঁফ টানে তো ও বাবা কিছু বলে না। এই ছোট বাচ্চা তো অনেক কাজ করে। যদি বাবা-মায়ের মধ্যে ঝগড়া হয়, তো সেই বাচ্চা মধ্যস্থ রূপে সমাধান করে। ঝগড়া তো সব সময় হতেই থাকে না ! স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমনি 'খিটি-মিটি' হতেই থাকে, তখন ছেলে কি ভাবে সমাধান করে ? সকালে তারা চা খাচ্ছে না, একটু রেগে আছে, তো সেই স্ত্রী ছেলেকে কি বলবে যে, খোকা, যা বাবাকে বল, 'আমার মা চা খেতে ডাকছে, বাবা চলুন।'

তখন ছেলে বাবার কাছে গিয়ে বলে, 'বাবা, বাবা আর এ শুনেই সব কিছু ভুলে অবিলম্বে চা খেতে আসে। এই ভাবে সব চলে। ছেলে 'বাবা' বলে কি অহো! না জানি কোন মন্ত্র বলেছে। আরে ! এখন তো বলেছিল যে আমি চা খাবো না ! এমন হয় এই জগত !

এই জগতে কেউ কারো ছেলে হয় নি। সমস্ত জগতে এমন ছেলে খুঁজে নিয়ে আস যে নিজের বাপের সাথে তিন ঘন্টা ঝগড়া করেছে আর পরে বলে যে, হে পূজ্য পিতাশ্রী, আপনি চাইলে যতই বকুন তবু ও আপনি আর আমি এক ই।' এমন বলাজনকে খুঁজে আনবে ? এ তো আধা ঘন্টা 'টেস্ট' এ নাও তো ফেটে যায়। বন্দুকের গুলি ফুটতে দেরি হয়, কিন্তু এ তো অবিলম্বে ফুটে যায়। একটু বকতে শুরু কর, তার আগেই ফুটে যায় কি ফুটে যায় না ?

ছেলে 'বাবা-বাবা' করে তখন তেতো লাগা উচিত। যদি মিষ্টি লাগে তো সেই সুখ ধার নেওয়া বলা হবে। ফের ও দুঃখ রূপে ফেরাতে হবে। ছেলে বড় হবে, তখন আপনাকে বলবে যে, 'আপনার আক্কেল ই নেই।' তখন আমাদের মনে হয় যে এমন কেন ? আপনি যা ধার নিয়েছিলেন, সে উসুল করছে। সেইজন্য প্রথম থেকেই সাবধান হয়ে যান। আমি তো ধারের সুখ নেওয়ার ব্যবহার ই ছেড়ে দিয়েছিলাম। অহো ! নিজের আত্মায় অনন্ত সুখ আছে ! তাকে ছেড়ে এই ভয়ানক নোংরায় কেন পড়বো ?

এক সত্তর বছরের বুড়ি ছিল। এক দিন ঘরের থেকে বাইরে এসে চিৎকার করতে থাকে, 'আগুন লাগে এই সংসারে, তেতো বিষের মত, আমার তো এই সংসার একটু ও ভাল লাগে না ! হে ভগবান ! তুমি আমাকে তুলে নাও।' তখন কোন ছেলে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল সে বলে, 'কেন মা প্রত্যেক দিন তো খুব ভাল বলতেন। প্রত্যেক দিন তো মিষ্টি অঙ্গুরের মত লাগতো আর আজ তেতো কি করে হয়ে গেল ? তখন বলে, 'আমার ছেলে আমার সাথে কলহ করে। এই বৃদ্ধাবস্থায় আমাকে বলে, চলে যা এখান থেকে।'

আগে উপকারী খুঁজতে বাইরে যেতে হত আর আজ তো উপকারী ঘরেই জন্মেছে। সেইজন্য শান্তিতে ছেলে যে সুখ-দুঃখ দেয়, তাকে স্বীকার করে নেবে।

ভগবান মহাবীর কে ও উপকারী মেলে নি। আর্য দেশে উপকারী মেলে নি তো ফের ষাঠ মাইল দূরে অনার্য দেশে বিচরণ করতে হয়েছে, যখন কি আমাদের তো ঘরে বসেই উপকারী মেলে। ছেলে বলে, 'আমার দেরি হয়ে যায় তো আপনি চিক্-চিক্ করবেন না। আপনার শুতে হয় তো শুয়ে পড়বেন চুপচাপ।' বাপ ভাবে, 'এখন শুয়ে পড়ব চুপচাপ। এই সব আমি জানতাম না, অন্যথা সংসার শুরু ই করতাম না।' এখন যা হবার তাই হয়েছে আমরা প্রথমে এসব জানতে পারি না, সেইজন্য শুরু করে দিই আর পরে ফেঁসে যাই!

প্রশ্নকর্তা : নাপছন্দ মেলে তো তাকে আত্মার জন্য উপযোগে নিতে হবে, এমন অর্থ হয়েছে?

দাদাজী : নাপছন্দ মেলে ও আত্মার জন্য হিতকারী ই হয়। ও আত্মার ভিটামিন ই হয়। চাপ পড়ে তো অবিলম্বে আত্মাতে এসে যায় না? এখন কেউ গাল দেয় সেই সময় সে সংসারে থাকে না আর নিজের আত্মাতে ই একাকার হয়ে যায় কিন্তু যার আত্মার জ্ঞান হয়েছে সে ই এমন করতে পারে।

প্রশ্নকর্তা : বৃদ্ধাবস্থায় আমাদের সেবা কে করবে?

দাদাজী : সেবার অপেক্ষা কেন রাখবে? আমাদের বিরক্ত না করে তাহলেই ভাল। সেবার আশা রাখবে না। হয়তো পাঁচ শতাংশ ভাল পেয়ে যাবে, বাকী তো পঁচানব্বই প্রতিশত হাওয়া বের করে দেবে, এমন হয়।

আরে! ছেলেরা তো কি করে? এক ছেলে তার বাবা কে বলে যে 'আপনি আমাকে আমার ভাগ দিয়ে দিন, রোজ খিট্-খিট্ করেন এমন চলবে না।' তখন ওর বাবা বলে, 'তুই আমাকে এত বিরক্ত করেছিস যে আমি তোকে কোন ভাগ দেব না।'

'এ আমার নিজের উপার্জন, সেইজন্য আমি তোকে এই সম্পত্তি থেকে কিছু দেব না।' তখন ছেলে বলে, 'এই সব আমার ঠাকুরদাদার সেইজন্য আমি কোর্টে মামলা করব। আমি কোর্টে লড়ব কিন্তু ছাড়ব না।' অর্থাৎ সত্যিকরে এই সন্তানরা নিজের হয় না।

যদি বাবা ছেলের সাথে এক ঘন্টা ঝগড়া করে, এত বড়-বড় গালা-গাল দেয়, তখন ছেলে কি বলে ? 'আপনি কি জানেন ?' পৈত্রিক সম্পত্তির জন্য আদালতে মামলা ও করে। ফের সেই ছেলের জন্য চিন্তা হবে কি ? মমতা চলে যায় তো চিন্তা চলে যায়। এখন আমার এই ছেলে চাই না। চিন্তা হয় না, ও মমতাওয়ালাদের হয়।

ওর শালীর বর অসুস্থ হয়, তো বারো বার হাস্পাতালে দেখতে যাবে আর বাপ হয় তো তিন বার ই দেখতে যাবে। এমন তুই কিসের আধারে করিস? ঘরে বৌ চাবি ঘোড়ায়, যে 'আমার ভগ্নিপতিকে দেখে আসবে !' অতঃ বৌ বলে তো তৎক্ষণাৎ তৈয়ার ! এমন বৌয়ের অধীন জগত।

এমনি তো ছেলে ভাল হয়, কিন্তু যদি ওর গুরু (বৌ) মেলেনি তখন। কিন্তু গুরু না প্রাপ্ত হয়ে তো থাকে না না ! আমি কি বলতে চাইছি যে ফের গুরু বিদেশী হয় কি ইন্ডিয়ান, অধিকার আমাদের হাতে থাকে না। সেইজন্য লাগাম পদ্ধতি অনুসারে নিজের হাতে রাখতে হয়।

প্রশ্নকর্তা : পূর্ব জন্মে কারো সাথে শত্রুতা বাঁধা হয়, তো ও কোন না কোন জন্মে তার সাথে মিলিত হয়ে পরিশোধ করতে হয় কি না ?

দাদাজী : না, এমন নয়। এই ভাবে প্রতিশোধ পরিশোধ করা যায় না। শত্রুতা বাঁধলে ভিতরে রাগ-দ্বেষ হয়। আগের জন্মে ছেলের সাথে শত্রুতা হয়ে গেছে যদি তো আমরা ভাববো যে কোন জন্মে পুরা হবে ? এই ভাবে ফের কবে একত্র হবো ? ও ছেলে তো এই জন্মে বিড়াল হয়ে এসেছে। তুমি ওকে দুধ দাও, তাতেও সে আপনার মুখে আঁচড়ে দেবে ! এমন হয় সব! এই ভাবে আপনার শত্রুতা পরিশোধ হতে থাকে। পরিপক্ক হওয়া কালের নিয়ম সেইজন্য কিছু সময়ে হিসাব পুরা হয়ে যায়। কিছু তো শত্রুতা ভাবে মেলে, এমন ছেলে মেলে তো শত্রুতা ভাবে আমাদের তেল বের করে দেয়। বুঝলেন পারলেন ? শত্রু-ভাবে আসে তো এমন হয় কি হয় না ?

প্রশ্নকর্তা : আমার তিন মেয়ে আছে, ওদের জন্য আমার চিন্তা হয়। ওদের ভবিষ্যতের জন্য ?

দাদাজী : আমরা ভবিষ্যতের জন্য বিচার করবো তার থেকে ভাল আজকের সেফসাইড (সতর্কতা অবলম্বন) করবে, প্রতিদিন সেফসাইড করা ভাল। পরের বিচার যা কিছু কর কি না, সেই বিচার কোন ভাবে হেল্পিং (সহায়ক) নয়, পরন্তু লোকসানদায়ক হয়। তার বদলে আমরা প্রতিদিন সেফসাইড করতে থাকবো এটাই সব থেকে বড় উপায়।

আপনাকে ছেলে-মেয়ের অভিভাবক হয়ে, ট্রাস্টীর মত থাকতে হবে। তাদের বিয়ের চিন্তা করতে হবে না।

মেয়ে নিজের হিসাব নিয়ে আসে। মেয়ের জন্য চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। মেয়ের আপনি পালক। মেয়ে নিজের জন্য ছেলে ও নিয়েই আসে। আমরা কাউকে বলতে যাওয়ার আবশ্যকতা নেই যে আমার মেয়ে আছে, ওর জন্য ছেলের জন্ম দেবে। কি এমন বলতে যেতে হয় ? অর্থাৎ নিজের সব কিছু নিয়েই আসে। তখন বাপ বলবে, 'এ পঁচিশ বছরের হয়েছে, এখনো ওর ঠিকানা হয় নি, এমন-তেমন,' এভাবে সারা দিন গাইতে থেকে। আরে ! ওখানে ছেলে সাতাইশ-এর হয়েছে কিন্তু তোকে মেলে নি, কেন চিৎকার করছিস ? শুয়ে পড় চুপ-চাপ ! ও মেয়ে নিজের সব টাইমিং (সময়) সেট করে এসেছে।

চিন্তা করলে তো অন্তরায় কর্ম হয়। ওতে কার্য বিলম্বিত হয়। আমাদের কেউ বলে যে অমুক জায়গায় এক ছেলে আছে, তো আমাদের প্রযত্ন করতে হবে। চিন্তা করা কে ভগবান 'না' বলেছেন। চিন্তা করলে তো এক অন্তরায় আরো পড়ে আর বীতরাগ ভগবান বলেছেন যে 'আপনি চিন্তা করেন তো আপনি ই মালিক কি ? আপনি ই জগত চালান ?' একে এভাবে দেখবে তো জানতে পারবে যে নিজের তো পায়খানায় যাওয়ার ও স্বতন্ত্র শক্তি নেই। যদি বন্ধ হয়ে যায় তো ডাক্তার ডাকতে হয়। তখন পর্যন্ত এমন মনে হয় যে এই শক্তি আমার আছে, পরন্তু এই শক্তি আমাদের নেই। এই শক্তি কার অধীন এই সব জানতে হবে।

এ তো অন্তিম সময়ে খাটে পড়ে আছে, তখন ও ছোট মেয়ের চিন্তা করে যে, এর বিয়ে করানো থেকে গেছে। এমন চিন্তায় আর চিন্তায় মরে যায়

তো ফের পশু যোনিতে যায় । জানোয়ারের অবতার, লজ্জাকর । কিন্তু মনুষ্য জন্ম পেয়ে ও সোজা থাকে না তো কি হবে ?

১৩. ভাল হয়েছে যে বাঁধে নি জঞ্জাল...

দাদাজী : কোন দিন চিন্তা কর ?

প্রশ্নকর্তা : চিন্তা বেশী নেই, পরন্তু কখনো-কখনো এমন মনে হয় যে, এমনি তো সব কিছু আছে কিন্তু ছেলে নেই ।

দাদাজী : অহহো ! অর্থাৎ খাবার কেউ নেই । এত সব কিছু আছে তবুও, খাবার সব কিছু আছে পরন্তু খাবার কেউ না হয় তো ও ফের চিন্তা (উপাধি) ই না ?

কোন জন্মে যখন খুব পুণ্যবান হয় তখন সন্তান হয় না । কারণ সন্তান হওয়া-না হওয়া সব আমাদের কর্মের হিসাব । এই জন্মে মহান পুণ্যবান যে তোমার সন্তান হয় নি । এমন লোক কে অনেক পুণ্যবান বলা হয় । ভাই, তোকে কে এমন শিখিয়েছে ? তখন বলে, 'আমার স্ত্রী সব সময় খিট্-খিট্ করে ।' আমি বলি, 'আমি আসব ওখানে ।' পরে ওর স্ত্রী কে বোঝাই তো বুঝে যায় । আমি বলি যে দ্যাখ, এর তো কোন অসুবিধা নেই । আপনার হিসাবের খাতায় লেখা ই নেই, খুব ভাল, না ? সেইজন্য পরম সুখী আপনি ।

একটা ও সন্তান না হয় আর ছেলের জন্ম হয় তো সেই ছেলে বাপ কে অনেক খুশী করে, ওকে অনেক আনন্দ করায় । কিন্তু যখন সে যায়, তখন কাঁদায় ও ততটাই । সেইজন্য আমাদের এটা জেনে নিতে হবে যে ও এসেছে, তো যাবে তখন কি-কি হবে ? সেইজন্য আজ থেকে হাসবে ই না, তো পরে মুস্কিল আসবে ই না না !

সন্তান তো আমাদের রাগ-দ্বেষের হিসাব হয় । পয়সার হিসাব নয়, রাগ-দ্বেষের ঋণানুবন্ধ হয় । রাগ-দ্বেষের হিসাব পরিশোধ করার জন্য এই সন্তান বাপের তেল বের করে দেয়, ঘানিতে পিষে । শ্রেণিক রাজার ও ছেলে ছিল আর সে ওনাকে রোজ মারতো, জেলে ও ভরে দিয়েছিল ।

বলে যে আমার সন্তান নেই। সন্তানের কি করবো ? এমন সন্তান হয় যে বিরক্ত করে সে কি কাজের ? তার বদলে তো বাঘ মাটি না হয় ও ভাল আর কোন জন্মে ভাই তোর বাঘ মাটি ছিল না ? এখন এই মনুষ্য জন্ম খুব মুস্কিলে পেয়েছ, তো ভাই, সোজা মর না ! আর কিছু মোক্ষের সাধন খুঁজে বের কর আর কাজ হাসিল করে নে।

প্রশ্নকর্তা : গত বছর এর এক ছেলে চলে গেছে না, তাতে বলে যাচ্ছে যে আমার অনেক দুঃখ হয়েছে আর মানসিক রূপে অনেক সহ্য করতে হয়েছে। এতে আমার এমন জানতে ইচ্ছা হয় যে গত জন্মে আমি এমন কি করেছি, যে যার জন্য এমন হয়েছে ?

দাদাজী : এমন হয় কি না যে যার যতটুকু হিসাব ততটুকুই আমাদের সাথে সে থাকে, ফের হিসাব পুরা হতেই আমাদের হিসাবের খাতা থেকে আলাদা হয়ে যায়। ব্যাস এটাই এর নিয়ম।

প্রশ্নকর্তা : কোন বাচ্চা জন্ম হওয়ার পরে তক্ষুনি মরে যায়, তখন কি তার ততটুকুই লেন-দেন থাকে ?

দাদাশ্রী : মাতা-পিতার সাথে যতটা রাগ-দ্বেষের হিসাব আছে, ততটা পুরা হয়ে যায়, পরিণাম স্বরূপ মাতা-পিতাকে কাঁদিয়ে যায়, অনেক কাঁদায়, মাথা ও ভাঙ্গায়। ছেলে ডাক্তারে খরচ ও করায়, সব কিছু করিয়ে চলে যায় !

সন্তানের মৃত্যুর পরে তার জন্য চিন্তা করলে ওকে দুঃখ ভোগ করতে হয়। আমাদের লোকেরা অজ্ঞানতার কারণে এমন সব করে। সেইজন্য আপনাকে যথার্থ রূপে বুঝে শান্তিতে থাকা উচিত। পরিশেষে অকারণে মাথা খারাপ করে তার কি অর্থ ? সন্তান কোথায় মরে না ? এ তো সাংসারিক ঋণানুবন্ধ। হিসাবী লেন-দেন। আমার ও ছেলে-মেয়ে ছিল, কিন্তু ওরা মরে গেছে। অতিথি এসেছিল সেই অতিথি চলে গেছে, ওরা নিজের কোথায় ? কি আমাদের ও এক দিন যেতে হবে না ? আমাদের তো যারা জীবিত আছে তাদের শান্তি দিতে হবে। যে গেছে সে গেছে। তাকে স্মরণ করা ও ছেড়ে দাও। এখানে জীবিত আছে, যত আমাদের আশ্রিত আছে, ওদের শান্তি দাও, ততটা আমাদের দায়িত্ব। এ তো চলে যাওয়া দের স্মরণ করে আর এখানকার

দের শান্তি দিতে পারে না, এ কেমন ? অতঃ আপনি সব দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছেন। আপনার এমন মনে হয় ? গেছে সে গেছে। পকেট থেকে লাখ টাকা কোথাও পড়ে যায় আর ফের হাতে আসে না, তখন আমাদের কি করা উচিত? কি মাথা ফাটানো উচিত ?

প্রশ্নকর্তা : ওদের ভুলে যাব।

দাদাজী : হ্যাঁ, অতঃ এই সব অজ্ঞতা। সত্যিকরে তো কেউ পিতা-পুত্র হয় ই না। ছেলে মরে গেলে চিন্তা করার মত কিছু নেই। বাস্তবে সংসারে চিন্তা করার মত হয় তো ও মাতা-পিতার মৃত্যু হওয়া, তখন মনে চিন্তা হওয়া উচিত। ছেলে মরে যায় তো ছেলের সাথে আমাদের কি যোগাযোগ ? মাতা-পিতা তো আমাদের উপরে উপকার করেছিলেন। মা তো আমাদের নয় মাস পেটে রেখেছে, আবার বড় করেছেন। পিতা পড়াশোনার জন্য ফীস দিয়েছেন আর অনেক কিছু দিয়েছেন।

আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন ? সেইজন্য যখন মনে পরে, তখন এইটুকু বলবেন যে 'হে দাদা ভগবান, এই ছেলে আপনাকে অর্পণ করলাম !' এতে আপনার সমাধান হবে। আপনার ছেলেকে স্মরণ করে তার আত্মার কল্যাণ হয় এমন মনে বলতে থাকবেন, চোখে জল আসতে দেবেন না। আপনি তো জৈন থিওরী (মতবাদ, তত্ব) বুঝতে পারা লোক। আপনি তো জানেন যে কেউ মরে যাওয়ার পরে এমন ভাবনা করতে হয় যে, 'তার আত্মার কল্যাণ হয়। হে কৃপালুদেব, ওর আত্মার কল্যাণ কর।' তার বদলে আমরা মন থেকে ঢিলা হই এ তো ঠিক নয়। নিজের ই স্বজন কে দুঃখে ফেলা এ আমাদের কাজ নয়। আপনি তো সমঝদার, বিচারশীল আর সংস্কারী লোক, সেইজন্য যখন-যখন মৃত ছেলেকে মনে পরে, তখন এমন বলবেন যে, ওর আত্মার কল্যাণ হোক। হে বীতরাগ ভগবান, ওর আত্মার কল্যাণ কর।' এমন বলতে থাকবেন। কৃপালুদেবের নাম নেবেন, দাদা ভগবান বলবেন তাহলেও আপনার কাজ হবে। কারণ দাদা ভগবান আর কৃপালুদেব আত্মস্বরূপে এক ই। দেহে আলাদা দেখায়। চোখে আলাদা দেখায়, কিন্তু বাস্তবে এক ই। সেইজন্য মহাবীর ভগবানের নাম দেবেন, তাহলেও সেখানের সেখানেই। 'ওর আত্মার কল্যাণ হোক' এতটুকুই ভাবনা

নিরন্তর আমাদের রাখতে হবে। আমরা যার সাথে নিরন্তর থাকি, সাথে খেয়েছি-দেয়েছি, তো আমরা তার কোন প্রকারে কল্যাণ হয় এমন ভাবনা করতে থাকবো। আমরা অন্যের ভাল ভাবনা করতে থাকি, তো ফের এ তো আমাদের নিজের লোক, তাদের জন্য কেন ভাবনা করবো না ?

আমি পুস্তকে লিখেছি যে তোকে 'কল্প'-এর অন্ত পর্যন্ত ঘুরে-বেড়াতে হবে। তার নাম 'কল্পান্ত।' কল্পান্তের অর্থ আর কেউ বলেই নি না ? আপনি আজ প্রথম বার শুনলেন না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, প্রথম বার শুনেছি।

দাদাজী : অতঃ এই 'কল্প'-এর অন্ত পর্যন্ত ঘুরে-বেড়াতে হয় আর লোকে কি করে ? অনেক কল্পান্ত করে। আরে ভাই, কল্পান্তের অর্থ তো জিজ্ঞাসা কর যে আসলে কল্পান্ত মানে কি ? কল্পান্ত তো কোন দুই-এক জন লোকে করে। কল্পান্ত তো কারো একমাত্র ছেলে হয়, তার হঠাৎ মৃত্যু হয়ে যায় সেই স্থিতিতে কল্পান্ত হতে পারে।

প্রশ্নকর্তা : দাদাজীর কত সন্তান ছিল ?

দাদাজী : এক ছেলে আর এক মেয়ে ছিল। ১৯২৮ এ পুত্র জন্মায় তখন আমি বন্ধুদের পেড়া খাইয়েছিলাম। পরে ১৯৩১ এ মারা যায়। তখন আমি আবার সবাই কে পেড়া খাওয়াই। প্রথমে তো সবাই মনে করে যে দ্বিতীয় পুত্র জন্মেছে হয়তো, সেইজন্য পেড়া খওয়াচ্ছে হয়তো। পেড়া খাওয়ানো পর্যন্ত আমি স্পষ্ট করি নি। খাওয়ানোর পরে সবাই কে বলি, "ও 'গেস্ট' এসেছিল না, সে চলে গেছে !" সে সন্মানপূর্বক এসেছিল, তো আমরা ওকে সন্মানপূর্বক বিদায় দেব। সেই জন্য এই সন্মান করেছি। এতে সবাই আমাকে বকতে থাকে। আরে, বকবে না, সন্মানপূর্বক বিদায় দিতে হয়।

পরে 'মেয়ে' এসেছিল। ওকে ও সন্মানপূর্বক ডেকেছি আর সন্মানপূর্বক বিদায় দিয়েছি। এই জগতে যে আসে, তারা সবাই যায়। তার পরে তো ঘরে আর কেউ নেই, আমি আর হীরাবা (দাদাজীর স্ত্রী) দুজনেই আছি।

(১৯৫৮) জ্ঞান হওয়ার আগে হীরাবা বলেন, 'ছেলে মরে গেছে আর এখন আমাদের সন্তান নেই, কি করবো আমরা ? বৃদ্ধাবস্থায় আমাদের সেবা কে করবে ?' ওর সমস্যা হয় ! সমস্যা হয় না ? তখন আমি ওকে বোঝাই, 'আজ-কালের বাচ্চা আপনার দম দের করে দেবে । ছেলে মদ খেয়ে আসবে, তখন আপনার ভাল লাগবে ?' তখন সে বলে, 'না, ও তো ভাল লাগবে না ।' তখন আমি বলি, 'যে এসেছিল সে চলে গেছে, সেইজন্য আমি পেড়া খাইয়েছি ।' তার পরে যখন ওর অনুভব হয়, তখন আমাকে বলে, 'সবার বাচ্চারা অনেক দুঃখ দেয় ।' তখন আমি বলি, 'আমি তো প্রথমেই বলেছিলাম, কিন্তু আপনি মানছিলেন না ।'

যে পরের হয়, সে কখনো নিজের হতে পারে ? বিনা কারণে হায়-হায় করা । এই দেহ যা পরের, সেই দেহের ওরা আত্মীয়-স্বজন ! এই দেহ পরের আর সেই পরের দেহের এই সব সম্পত্তি । কখনো নিজের হয় কি ?

প্রশ্নকর্তা : কি করবো ? একমাত্র ছেলে । সে আমাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে ।

দাদাজী : ও তো তিন হয়, তবুও আলাদা হয়ে যায় আর যদি সে আলাদা না হয় তো আমাদের যেতে হবে । ফের যদিও সব একসাথে থাকে তাহলেও এক দিন আমাদের যেতে হবে সব কিছু ছেড়ে । ছেড়ে যেতে হবে না ? তো ফের হায়-হায় কিসের জন্য ? আগের জন্মের বাচ্চারা কোথায় গেছে ? আগের জন্মের বাচ্চারা কোথায় থাকে ?

প্রশ্নকর্তা : ও তো ঈশ্বর জানেন ?

দাদাজী : নাও ! আগের জন্মের বাচ্চাদের ঠিকানা নেই, এই জন্মের বাচ্চার জন্য এমন হয়েছে । এই সব থেকে কবে নিবৃত্তি আসবে ? মোক্ষে যাওয়ার কথা বল না, নচেৎ বিনা কারণে অধোগতিতে চলে যাবে । কঠিনতা থেকে যখন বিরক্ত হয়ে যাবে, তখন তার থেকে কোন গতি হবে ? এখান থেকে আবার মনুষ্য গতি থেকে কোন গতিতে জন্ম হবে ? জানোয়ার গতি, অতি নিন্দনীয় কার্য করেছ তো নরক গতি তে ও যেতে হতে পারে । নরকগতি-পশুগতি পছন্দ ?

এক-এক জন্ম তে ভয়ঙ্কর মার খেয়েছে, কিন্তু আগে খাওয়া মার ভুলতে থাকে আর নতুন মার খেতে থাকে। পূর্ব জন্মের বাচ্চাদের ছেড়ে আসে আর নতুন, এই জন্মের বাচ্চাদের কাছে টেনে নেয়।

১৪. সম্বন্ধ, রিয়েল না রিলেটিভ ?

এ রিলেটিভ সম্বন্ধ ! সামলিয়ে-সামলিয়ে কাজ নিতে হবে। এ রিলেটিভ সম্বন্ধ, সেইজন্য আপনি যত রিলেটিভ রাখবেন তত থাকবে। আপনি যেমন রাখবেন তেমন থাকবে, এর নাম ব্যবহার।

আপনি মানেন যে ছেলে আমার, সেইজন্য কোথায় যাবে ? আরে ! আপনার ছেলে, কিন্তু ক্ষণিকে বিরোধী হয়ে যাবে। কোন আত্মা বাপ-বেটা হয় না। এ তো পারস্পরিক লেন-দেনের হিসাব। ঘরে গিয়ে এমন বলবে না যে আপনি আমার পিতা নন। এমনি সে ব্যবহারে তো, পিতা ই হয় কি না !

অল দিস রিলেটিভ আর টেম্পোরেরী এড্‌জাস্টমেন্ট। সে আমাদের এড্‌জাস্টমেন্ট থাকে সে পর্যন্ত ভালো। আমাদের ইচ্ছা এমন রাখব যে ও ভাঙ্গতে চায় আর আমরা জোড় জোড় করি। এমন করতে করতে কিছু দিন থাকে আর যখন আমাদের মনে হয় যে আর টিকবে না বেশি তখন ছেড়ে দেবে। যতটুকু পার বাঁচাবে, সামলাবে।

সংসারে ড্রামেটিক থাকতে হবে। 'আসুন বোন, এস খুকী,' এভাবে, এই সব সুপারফ্‌ল্যুয়াস (উপর-উপর থেকে) ব্যবহার করতে হবে। তখন অজ্ঞানী কি করে যে মেয়েকে কোলে বসায়, মেয়ে ও তার উপরে বিরক্ত হয় যখন কি না জ্ঞানীপুরুষ ব্যবহারে সুপারফ্‌ল্যুয়াস থাকেন। সেইজন্য সবাই ওনার উপরে খুশী থাকে, কারণ লোকে সুপারফ্‌ল্যুয়াস ব্যবহার চায়। বেশি আসক্তি লোকের পছন্দ হয় না। সেইজন্য আমাদের ও সুপারফ্‌ল্যুয়াস থাকতে হবে। এই সব ঝঞ্ঝাটে পড়বেই না।

'জ্ঞানী' কি বোঝে ? মেয়ের বিয়ে হয়েছে, সে ও ব্যবহার আর মেয়ে বেচারী বিধবা হয়, সে ও ব্যবহার। এ 'রিয়েল' হয় না। এই দুটোই ব্যবহার, 'রিলেটিভ' আর কারো থেকে বদলাতে পারবে এমন নয় ! এখন এই

লোকেরা কি করে ? জামাই মরে যায়, তার পিছনে মাথা ঠুকবে, তখন উল্টে ডাক্তার কে ডাকতে হয়। কেননা সে রাগ-দ্বেষের অধীন কি না ! ব্যবহার, ব্যবহার বুঝতে পারে নি সেইজন্যই না !

বাচ্চাকে বকতে হয়, বৌ কে দুটো কথা বলতে হয় তো নাটকের ভাষায়, ঠান্ডা থেকে ক্রোধ করবে। নাটকীয় ভাষা অর্থাৎ কি যে ঠান্ডা হৃদয়ে ক্রোধ করা। তাকে বলে নাটক !

১৫. ওটা লেন-দেন, সম্বন্ধ নয়

বৌ-বাচ্চা যদি নিজের হত না, তখন এই শরীরের যতই কষ্ট হয় তো তার থেকে একটু ওয়াইফ নিয়ে নিত, 'অর্ধাঙ্গিনী' বলে কি না ! পক্ষাঘাত হয়ে যায় তো ছেলে নিয়ে নেবে ? না, কেউ নেয় না। এ তো সব হিসাব ! বাপের কাছে যত তোমার চাওয়ার হিসাব ছিল, ততটাই আপনি পেয়েছেন।

এক ছেলে কে ওর মা, কিছু ভুল না করে তাহলে ও মারতে থাকে আর এক ছেলে খুব উৎপাত করে, তবুও ওকে আদর করতে থাকে। পাঁচ জন ছেলেই সেই মা-এর ই কিন্তু পাঁচ জনের প্রতি আলাদা-আলাদা ব্যবহার হয়, এর কি কারণ ?

প্রশ্নকর্তা : ওদের মধ্যে প্রত্যেকের কর্মের উদয় ভিন্ন হবে ?

দাদাজী : ও তো হিসাব ই মেটাচ্ছে। মা কে পাঁচ ছেলের প্রতি সমান ভাব রাখা উচিত, কিন্তু থাকবে কি করে ? আর ফের ছেলে বলে, আমার মা এর পক্ষ নেয়। এভাবে চিৎকার করে। এই জগতে এমন ঝগড়া আছে।

প্রশ্নকর্তা : তো সেই ছেলের প্রতি সেই মা-র এমন শত্রুতার ভাব কেন হয় ?

দাদাজী : ও তার কিছু পূর্বভবের শত্রুতা আছে। অন্য ছেলের প্রতি পূর্বভবের রাগ (প্রীতি) আছে। সেইজন্য রাগ দেখায়। লোকে ন্যায় খোঁজে যে পাঁচ ছেলে তার জন্য সমান কেন নয় ?

কিছু ছেলে নিজের মা-বাবার সেবা করে, এমন সেবা করে যে খাওয়া-দাওয়া ও ভুলে যায়। সবার জন্য এমন নয়। আমরা যা পেয়েছি সব নিজের ই হিসাব। নিজের দোষের জন্য আমরা একত্র হয়েছি। এই কলিযুগে আমরা কেন এসেছি ? সত্য যুগ ছিল না ? সত্য যুগে সব সরল ছিল। কলিযুগে সব কুটিল মেলে। ছেলে ভাল হয় তো বেয়াই কুটিল মেলে আর সে লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে। পুত্রবধু ঝগরাটে মেলে আর ঝগড়া করতে থাকে। কেউ না কেউ এমন মেলে আর ঘরে লড়াই-ঝগড়া চলতেই থাকে নিরন্তর।

প্রশ্নকর্তা : 'বনস্পতিতে ও প্রাণ আছে' এমন বলে। এখন আমের বৃক্ষ হয়, সেই বৃক্ষে যত আম হয়, সেই সব আমের স্বাদ এক রকম হয়, যখন কি না এই মনুষ্যের পাঁচ ছেলে হয় তো পাঁচ ছেলের বিচার-বাণী-বর্তন আলাদা-আলাদা, এমন কেন ?

দাদাজী : আমের ও আলাদা-আলাদা স্বাদ হয়, আপনার বোঝার শক্তি নেই, কিন্তু প্রত্যেক আমের আলাদা-আলাদা স্বাদ, প্রত্যেক পাতার মধ্যে ও ফারাক হয়। এক রকম দেখা যায়, এক রকমের সুগন্ধ হয়, কিন্তু কিছু না কিছু ফারাক হয়। কেননা এই সংসারের নিয়ম এমন যে 'স্পেস' (জায়গা) বদলালে ফারাক হবেই।

প্রশ্নকর্তা : সাধারণ তে বলে না যে এই সব পরিবার, এ এক বংশ পরম্পরায় একত্র হয়।

দাদাজী : হ্যাঁ, সে সব আমাদের জানা-শোনার মধ্যেই হয়। নিজের ই সার্কেল, সবাই সাথে থাকা, সমান গুণের, সেইজন্য রাগ-দ্বেষের জন্য সেখানে জন্ম নেয় আর হিসাব পুরা করার জন্য একত্র হয়। বাস্তবে চোখে এমন দেখা যায়, কিন্তু ও ভ্রান্তিতে হয় যখন কি জ্ঞানে এমন নয়।

প্রশ্নকর্তা : এই যে জন্ম নেবার যারা, সে নিজের কর্ম থেকে জন্ম নেয় কি না ?

দাদাজী : নিশ্চয় ই, সে ফর্সা হবে কি কালো, বেঁটে কি লম্বা, ও তার কর্মের হিসাবে হয়। এ তো লোকে এই চোখে দেখে যে ছেলের নাক এক্জেক্ট তেমন ই দেখাচ্ছে, এইজন্য পিতার গুণ ই পুত্রে আসে। তখন বাপ সংসারে

কৃষ্ণ ভগবান হয়েছে, তো ছেলে ও কৃষ্ণ ভগবান হয়ে যাবে ? এমন তো অনেক কৃষ্ণ ভগবান হয়ে গেছে। সব প্রকট পুরুষ কৃষ্ণ ভগবান ই বলা হয়। কিন্তু তাঁদের একজন পুত্র ও কৃষ্ণ ভগবান হয়েছে ? অতঃ এ তো নির্বুদ্ধিতার কথা !!

যদি পিতার গুণ পুত্রে আসতো, তবে তো সব বাচ্চার মধ্যে সমান রূপে আসা উচিত। এ তো পিতার যে পূর্ব জন্মের পরিচিত, শুধু তাদের গুণ মেলে। আপনার পরিচিত সব কেমন ছিল ? আপনার বুদ্ধির সঙ্গে মেলে, আপনার অভিপ্রায়ের সঙ্গে মেলে। যে আপনার সাথে সাদৃশ, ওরা এই জন্মে আবার সন্তান হবে। অর্থাৎ ওদের গুণ আপনার সাথে মেলে, কিন্তু বাস্তবে তো ওদের নিজের গুণ ই ধারণ করে। সাইন্টিস্টদের এমন মনে হয় যে এই গুণ পরমাণু থেকে আসে কিন্তু সে তো নিজের ই গুণ ধারণ করে। ফের কেউ খারাপ, অকর্মণ্য হয় তো মদ্যপ ও হতে পারে। কারণ যেমন যেমন সংযোগ সে জমা করেছে, তেমন ই হয়। কাউকে উত্তরাধিকারে কিছু ই মেলে না। অর্থাৎ উত্তরাধিকার শুধু দেখানোর জন্য। অন্তিম, পুর্বজন্মে যে পরিচিত ছিল, তারাই এসেছে।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ যে হিসাব পরিশোধ করতে হবে, ঋণানুবন্ধ শোধ করতে হবে, সেই হিসাব পরিশোধ করার পরে পুরা হয়ে যায় ?

দাদাজী : হ্যাঁ, ও সব পরিশোধ হয়ে যায়। সেইজন্য আমাকে এখানে এই বিজ্ঞান খোলতে হয়েছে যে আরে ! ওতে বাপের কি দোষ ? তুই ক্রোধী, তোর বাপ ক্রোধী, কিন্তু এই তোর ভাই ঠান্ডা কেন ? যদি তোর মধ্যে বাপের গুণ উৎপন্ন হয়েছে তো তোর ভাই ঠান্ডা কেন ? এসব সবাই বোঝে না, সেইজন্য লোকে বিনা কারণে ঝঞ্ঝাট করে আর যা উপর থেকে দেখা যায়, তাকেই সত্য মানে। কথাটা গভীরে বোঝার মত। এ যা আমি বলেছি ততটা ই নয়, এ তো অনেক গহন কথা ! ভগবান ও এতটুকু দিতে পারে না। এ তো হিসাব থেকেই নেয় আর পরিশোধ করে যাচ্ছে !

আত্মা কারো সন্তান হয় না আর না ই কারো পিতা হয়। আত্মা কারো পত্নী হয় না, না ই কারো পতি হয়। এই সব ঋণানুবন্ধ। কর্মের উদয়ে একত্র হয়েছে। এখন (এই জন্মে) লোকের এই প্রতীতি হয়। কিন্তু আমাদের ও এই

প্রতীতি হয়ে যাচ্ছে আর এ শুধু প্রতীতি হয় এতটা ই, বাস্তবে দৃশ্যমান ও হয় না। বাস্তবিক হলে তো, তো কেউ ঝগড়া করত ই না। এ তো এক ঘন্টাতেই ঝামেলা হয়ে যায়, মতভেদ হয়ে যায়, তখন ঝগড়া করে বসে কি ঝগড়া করে না ? 'আমার-তোর' করে কি করে না ?

প্রশ্নকর্তা : করে।

দাদাজী : সেইজন্য শুধু আভাস হয় তো, 'একজেক্ট' (বাস্তবিক) নয়। কলিযুগে আশা করবে না। কলিযুগে আত্মার কল্যাণ হয় এমন করবে, অন্যথায় সময় খুব বিচিত্র আসছে, সামনে ভয়াবহ বিচিত্র সময় আসছে। এখনের পরের হাজার বছর ভাল আছে, কিন্তু তদনন্তর ভয়াবহ কাল আসবে। আবার কখন সুযোগ আসবে ? সেইজন্য আমরা আত্মার্থে কিছু করে নেব।

*****

সন্তানের মাতা-পিতার প্রতি ব্যবহার

(উত্তরার্ধ)

১৬. টীনেজার্স-এর সাথে 'দাদাশ্রী'

প্রশ্নকর্তা : আদর্শ বিদ্যার্থী জীবনে কি-কি লক্ষণের দরকার ?

দাদাজী : বিদ্যার্থী কে ঘরে যত ব্যক্তি আছে, সেই সবাইকে খুশী রাখা দরকার আর ফের স্কুলে যাদের সাথে আছে, নিজের যে টীচার, সেই সবাই কে খুশী রাখা দরকার। আমরা যেখানে যাবো, সেখানে সবাই কে খুশী রাখতে হবে আর নিজের পড়া-শোনা তে ও ধ্যান রাখতে হবে।

দাদাজী : আপনি কখনো জীব-জন্তু মেরেছেন ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাজী : কোথায় মেরেছেন ?

প্রশ্নকর্তা : বাগানে, পিছনের উঠানে।

দাদাজী : কোন জন্তু ছিল ? কক্রোচ এসব ?

প্রশ্নকর্তা : সব কিছু মেরেছিলাম।

দাদাজী : মানুষের বাচ্চাকে মেরে ফেল কি ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাজী : কারো বাচ্চাকে মার না ? এ কারো বাচ্চা হয় তো মারতে পার না ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাজী : এমন কেন ? এখন তুমি যে জীবকে মেরেছ, ঠিক তেমন একটা তুমি আমাকে বানিয়ে দেবে ? লাখ টাকা পুরস্কার দেব। যদি কেউ

একটা জীব বানিয়ে দেবে, তো তাকে লাখ টাকা পুরস্কার দেব। তুমি বানিয়ে দেবে? হবে না ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাজী : তাহলে ফের আমরা কিভাবে মারতে পারি ? কি এই জগতে কোন একটা ও জীব বানাতে পারবো ? এই সাইন্টিস্টরা বানাতে পারে?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাজী : তাহলে ফের যা বানাতে পারবে না, তাকে আমরা মারতে পারি না। এই চেয়ার বানাই, এই সব জিনিস বানাই, তার সব নাশ করতে পারি। তুমি বুঝতে পেরেছ ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাজী : এখন কি করবে ?

প্রশ্নকর্তা : কাউকে মারবো না।

দাদাজী : সেই জীবের মরার ভয় লাগে ? আমরা মারতে যাই তো পালিয়ে যায় ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাজী : তো ফের কি করে মারতে পার ? আর এই গম, বাজরার ভয় লাগে না, তাতে অসুবিধা নেই, কি ? গম, বাজরা, লাউ এই সব পালিয়ে যায় কি ? আমরা ছুরি নিয়ে আসি তো লাউ পালিয়ে যায় ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাজী : তাহলে তাকে রান্না করে খেতে পার। তোমার মরার ভয় লাগে কি না ?

প্রশ্নকর্তা : লাগে।

দাদাজী : হ্যাঁ, তাহলে এমন ওর ও ভয় লাগে।

অনহক (বিনা হকের) এর গর্ত তো অনেক গভীর ! আবার উপরে আসতেই পারবে না। সেইজন্য সতর্ক থেকে চলা ভাল। সেইজন্য তুমি সামলে যাও। এখন তো যৌবন আছে, যার বৃদ্ধাবস্তা আসার হয়, তাদের আমি কিছু বলি না। এই ভয় সিগ্নেল তোমাকে দেখাই।

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে যাবো না, অন্যের বৌকে নিয়ে যাবো না।

দাদাজী : হ্যাঁ, ঠিক আছে। নিয়ে যাবার চিন্তা ও করবে না কোন স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ হয় তবু ও 'হে দাদা ভগবান ! আমাকে ক্ষমা করুন' বলবে।

সন্তানের জন্য মা-বাবা কে কি করতে হবে ? সন্তান বাইরে কোথাও মান না খোঁজে এমন রাখবে। ওদের মানের ক্ষুদা না হয় আর বাইরে মানের হোটেলে মান খেতে না যায়। এর জন্য কি করবে ? ঘরে আসে তো এভাবে ডাকবে, 'খোকা, তুই তো খুব চালাক, এমন, তেমন,' ওকে কিছু সম্মান দেবে অর্থাৎ তার সাথে ফ্রেন্ডশিপ যেমন ব্যবহার রাখতে হবে। ওর সাথে বসে ওর মাথায় হাত বোলাবে আর বলবে, 'খোকা, চল আমরা খাবার খেয়ে নিই, আমরা সাথে জল-খাবার খাই' এমন হতে হবে। তখন সে বাইরে প্রেম খুঁজবে না। আমি তো পাঁচ বছ্রের বাচ্চা হয়, তার সাথেও ভালবাসা রাখি। তার সাথে ফ্রেন্ডশিপ রাখি।

প্রশ্নকর্তা : বাবা বা মা আমার সাথে ক্রোধ করে তখন আমি কি করবো ?

দাদাজী : 'জয় সচ্চিদানন্দ, জয় সচ্চিদানন্দ' বলবে। এমন বলবে তো, তো ওরা শান্ত হয়ে যাবে।

বাবা, মা-র সাথে ঝগড়া করতে থাকে, তখন বাচ্চারা সবাই 'সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দ বলে তো এতে সব বন্ধ হয়ে যাবে। দুজনেই লজ্জা পেয়ে যাবে বেচারারা ! ভয়ের এলার্ম টানে তো অবিলম্বে বন্ধ হয়ে যায়।

এখন ঘরের সব লোকের তোমার জন্য আনন্দ হয়, এমন করবে। তোমার এদের কারণে দুঃখ হয় তো সমভাবে সমাধান করবে আর তোমার থেকে সবার আনন্দ হয় এমন করবে। ফের ওদের ভালবাসা দেখবে তুমি,

কেমন ভালবাসা ? এ তুমি ভালবাসা ব্রেকডাউন (ভাঙ্গা) করে দাও। ওদের প্রেম হয় আর তাতে তুমি পাথর মারতে থাক তো সমস্ত প্রেম ভেঙ্গে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : বয়োজ্যেষ্ঠ-রা ই কেন বেশী গরম হয়ে যায় ?

দাদাজী : এ তো গাড়ি খাটারা হয়ে গেছে, গাড়ি পুরানো হয়ে যায় তখন প্রত্যেক দিন গরম হয়ে যায়। যদি নতুন গাড়ি হয় তো গরম হয় না। সেইজন্য জ্যেষ্ঠ বেচারাদের কি... (বয়েস হওয়ার জন্য নতুন প্রজন্মের সাথে এড্জাস্টমেন্ট করতে পারে না আর সংঘর্ষ হতে থাকে।)

গাড়ি গরম হয়ে যায় তো তাকে আমরা ঠান্ডা করতে হয় না ? বাইরে কারো সাথে কোন বাদানুবাদ হয়ে যায়, রাস্তায় পুলিসের সাথে, তখন চেহারা ইমোশনেল (ভাবুক) হয়ে যায়, তখন তুমি চেহারা দ্যাখ তো কি বলবে? 'আপনার মুখ যখন দেখি তখন বিবর্ণ হয়ে থাকে, সব সময় ফ্যাকাশে থাকে।' এমন বলতে হয় না। আমাদের বুঝে নিতে হবে যে কোন মুশকিলে আছে। সেইজন্য আমরা এমনি ই গাড়িকে ঠান্ডা করার জন্য থামি তো ?

বয়োজ্যেষ্ঠের সেবা করা তো সব থেকে বড় ধর্ম। যুবক দের ধর্ম কি? তখন বলে, বয়োজ্যেষ্ঠের সেবা করা। পুরানো গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া আর তবেই যখন আমরা বুড়ো হয়ে যাবো, তখন আমাদের ও ধাক্কা দেওয়ার পাওয়া যাবে। এ তো দিয়ে নিতে হবে। আমরা বৃদ্ধের সেবা করি তো আমাদের সেবা করার তরুণ এসে যাবে আর আমরা বৃদ্ধদের গালা-গাল করতে থাকি তো আমাদের গালা-গাল দেওয়ার এসে যাবে। ফের তুমি যা করতে চাও, করার ছাড় আছে।

১৭. পত্নীর নির্বাচন

যে যোজনা হয়ে গেছে, তাতে কোন পরিবর্তন হবার নয় ! যে বিয়ে করার যোজনা হয়েছে আর এখন আমরা ঠিক করি যে আমি বিয়ে করবো না তো ও অর্থহীন কথা। ওতে তোমার কিছু চলবে না আর বিয়ে তো করতেই হবে।

প্রশ্নকর্তা : এই জন্মে আমরা যে ভাবনা করেছি, ও পরের জন্মে ফলবে তো ?

দাদাজী : হ্যাঁ, এই জন্মে ভাবনা করে তো পরের জন্মে ফলে। কিন্তু এখন তো তার থেকে বাঁচতেই পারবে না ! বর্তমানে তাতে কারো চলে না না! ভগবান ও থামাতে যায় যে বিয়ে করবে না, তখন ভগবানের ও ওখানে চলবে না ! আগের জন্মে বিয়ে করার যোজনা করেই নি, সেইজন্য বিয়ের সংযোগ আসে না। যা যোজনা করেছে সেটাই আসবে।

যেমন পায়খানায় না গিয়ে কারো চলে না, তেমন ই বিয়ে না করে চলবে এমন নয় ! তোমার মন অকৃতদার হয়, তো অসুবিধা নেই। কিন্তু যেখানে মন পরিণীত হয়, সেখানে বিয়ে করে বিনা চলে না আর কারো সাহায্য ছাড়া মনুষ্য থাকতে পারে না। সাহায্য বিনা কে থাকতে পারে ? শুধু 'জ্ঞানী পুরুষ' ই। যেখানে অন্য কেউ না হয়, সেখানে ও। কারণ স্বয়ং নিরালম্ব হয়েছেন। কোন অবলম্বনের তার আবশ্যকতা নেই।

মনুষ্য বেচারা বিনা সাহায্যে বাঁচতেই পারে না। কুড়ি লাখ টাকার বড় বাংলো হয় আর রাত্রে একেলা শুতে বলে তো ? তার সাহায্যকারী চাই। মনুষ্যের সাহায্যকারী চাই, সেইজন্য তো বিয়ে করে কি না ! বিয়ের প্রণালী কোন ভুল নয়। এ তো প্রকৃতির নিয়ম।

সেইজন্য বিয়ে করতে সহজ প্রযত্ন রাখবে, মনে ভাবনা রাখবে যে ভাল জায়গায় বিয়ে করতে হবে, ফের সেই স্টেশন আসলে নেমে যাবে। স্টেশন আসার আগে দৌড়া-দৌড়ী করে তো কি হবে ? তুমি আগে দৌড়া-দৌড়ী করতে চাও ?

প্রশ্নকর্তা : না, স্টেশন আসবে তখন।

দাদাজী : হ্যাঁ, স্টেশনের আমাদের গরজ আছে আর আমাদের স্টেশনের গরজ আছে। 'আমার' (দাদাজীর) একেলাই স্টেশনের গরজ নেই। স্টেশনের ও আমার গরজ আছে কি নেই ?

প্রশ্নকর্তা : আপনার সংঘে সম্মিলিত হওয়া যুবক-যুবতীরা বিয়ের জন্য মানা করে, তখন আপনি ওদের একাকিত্বে কি উপদেশ দেন ?

দাদাজী : আমি একেলা তে ওদের বিয়ে করতে বলে দিই যে ভাই, তোমরা বিয়ে কর তো এই কিছু মেয়েদের ঠিকানা হয়ে যাবে। আমার তো তুমি বিয়ে করে আস তাহলেও কোন অসুবিধা নেই। এই আমার মোক্ষ মার্গ বিবাহিত লোকের জন্য। আমি তো ওদের বলি যে বিয়ে কর তো মেয়ে কম হবে আর বিয়ে করলে এখানে মোক্ষে বাঁধা হবে এমন নয়।

কিন্তু ওরা কি সন্ধান করেছে যে বিয়ে করলে ঝঞ্ঝাট অনেক হয়। ওরা বলে, 'আমরা আমাদের মা-বাবার সুখ (!) দেখেছি। সেইজন্য সেই সুখ (!) আমাদের ভাল লাগে না।' অর্থাৎ ওরা ই মা-বাবার সুখের প্রমাণ দেয়। আজকাল মা-বাবার লড়াই-ঝগড়া বাচ্চারা ঘরেই দেখে আর তার থেকে বিরূপ হয়ে গেছে।

ছেলের উপরে চাপ দেবে না অন্যথা নিজের মাথায় আসবে যে আমার বাবা বিগড়িয়েছে। ওদের চালানো আসে না আর ওদের হাতে বিগড়ায় আর নাম আমাদের হয়।

ওকে ডেকে বলবে, 'আমাদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে, এখন তোর পছন্দ হয় তো বল আর পছন্দ না হয়, তো আমরা থাকতে দেব।' তখন যদি বলে, 'আমার পছন্দ নয়,' তো তাকে ছেড়ে দেবে। ছেলের স্বীকৃতি অবশ্য করাবে, অন্যথা ছেলে ও বিরূদ্ধ হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : এই লভ মেরিজ পাপ মানা হয় ?

দাদাজী : না, টেম্পোরারী লভ মেরিজ হয় তো পাপ মানা হবে। পারমানেন্ট লভ মেরিজ হয় তো না। অর্থাৎ লাইফ লং লভ মেরিজ হয় তো অসুবিধা নেই। টেম্পোরেরী লভ মেরিজ অর্থাৎ-দুই বছরের জন্য। বিয়ে করতে হয় তো একজন কেই বিয়ে করা উচিত। পত্নী ছাড়া আর কারো সাথে ফ্রেন্ডশিপ বেশি না করা উচিত। অন্যথা নরকে যেতে হবে।

প্রথমে যখন বাবা বলে যে, 'এই লফড়া কেন করে যাচ্ছিস ?' তখন ছেলে উল্টা-পাল্টা বলতে থাকে। সেইজন্য ওর বাবা মনে করে যে, 'ওকে নিজে নিজেই অনুভব হতে দাও ! আমাদের অনুভব নিতে তৈয়ার নয়। তাহলে ওকে নিজের অনুভব হতে দাও।' ও ওকে অন্যের সাথে দেখবে না!

তখন অনুভব হবে ! তখন পশ্চাতাপ করবে যে বাবা বলতো, সেই কথা ঠিক। এ তো লফড়া ই ।

প্রশ্নকর্তা : মোহ আর প্রেমের ভেদরেখা কি হয় ?

দাদাজী : এই পতঙ্গ হয় না ! পতঙ্গ দীপকের পিছনে পড়ে, কি হোম হয়ে যায় না ? সে নিজের জীবন সমাপ্ত করে দেয় । একে 'মোহ' বলা হয় । যখন কি প্রেম সর্বদা টেকে, যদ্যপি ওতে ও একটু আসক্তির ব্যথা থাকে । যে মোহ হয়, ও টেকসই হয় না ।

এখানে বারো মাস পর্যন্ত এতটুকু ফোড়া হয়ে যায় না, তো মুখ ও দেখে না, মোহ চলে যায় । যদি আসল প্রেম হয় তো এক ফোড়া তো কি, দুটো ফোড়া হয় তাহলে ও প্রেম যায় না । সেইজন্য এমন প্রেম খুঁজে বের করবে। না হলে বিয়ে ই করবে না । নয় তো ফেঁসে যাবে । সে মুখ ভাঁড় করবে তখন বলবে, 'আমার এর মুখ দেখতে ভাল লাগে না ।' যখন দেখেছিলে তখন ভাল লেগেছিল, সেইজন্য তো তোর পছন্দ হয়েছিল আর এখন এ পছন্দ নয় ? এ তো মিষ্টি বলবে, তখন পর্যন্ত পছন্দ হয় আর কটু বলে তো বলে, 'আমার তোর সাথে ভাল লাগে না ।'

প্রশ্নকর্তা : 'ডেটিং' শুরু হয়ে গেছে তো, এখন তাকে কিভাবে বন্ধ করবো ?

দাদাজী : বন্ধ করে দেবে । এক্ষুনি সময় নিশ্চিত কর যে এ বন্ধ করে দিতে হবে । আমি বলি যে এখানে তোকে ঠকানো হচ্ছে, তো ফের ঠকে যাওয়া বন্ধ করে দে । নতুন করে ঠকে যাওয়া বন্ধ । যখন জাগবে তখন সকাল । যখন বুঝতে পারবে যে ভুল হয়ে যাচ্ছে তো বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

ওয়াইল্ড লাইফ (অসংস্কৃত জীবন) না হওয়া উচিত, ইন্ডিয়ান লাইফ (সংস্কৃত জীবন) হওয়া উচিত ।

তুমি ভাল হবে তখন তোমার বউ ভাল পাবে । সেটাই 'ব্যবস্থিত', যা এক্‌জেক্ট হয় ।

প্রশ্নকর্তা : যে কোন মেয়ে চলবে। আমি কালার-ওলার এসব মানি না। যে মেয়ে ভাল হবে, আমেরিকান হয় বা ইন্ডিয়ান, তাতে অসুবিধা নেই।

দাদাজী : কিন্তু এমন কি না, এই আমেরিকান আম আর আমাদের আমে পার্থক্য আছে, এটা তুই জানিস না ? কি তফাৎ হয় আমাদের আমে?

প্রশ্নকর্তা : আমাদের মিষ্টি হয়।

দাদাজী : হ্যাঁ, তো ফের দেখবি। এই মিষ্টি চাখিয়া তো দ্যাখ, আমাদের ইন্ডিয়ার।

প্রশ্নকর্তা : এখনো চাখি নি।

দাদাজী : না, কিন্তু এতে ফঁসবি না ! আমেরিকানে ফাঁসার মত নেই। দ্যাখ, তোর মা-বাবা কে তুই দেখেছিস না ? ওদের দুজনের মধ্যে কখনো মতভেদ হয় কি হয় না ?

প্রশ্নকর্তা : মতভেদ তো হয়।

দাদাজী : হ্যাঁ, কিন্তু সেই সময় তোর মা ঘর ছেড়ে চলে যায় কখনো?

প্রশ্নকর্তা : না, না।

দাদাজী : আর ও আমেরিকান তো 'ইউ,ইউ' করে এমনি বন্দুক দেখিয়ে চলে যায় আর এরা তো পুরা জীবন থাকে। সেইজন্য আমি তোকে বোঝাচ্ছি যে ভাই, এমন করবি না, ওদিকে ঘুরে গেলে পরে অনুশোচনা হবে। এই ইন্ডিয়ান তো শেষ পর্যন্ত সাথে থাকে, হ্যাঁ...রাত্রে ঝগড়া করে সকাল পর্যন্ত রিপেয়ার হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : কথা টা তো ঠিক।

দাদাজী : সেইজন্য এখন ঠিক করে নে যে আমাকে ভারতীয় মেয়ের সাথে বিয়ে করতে হবে। ইন্ডিয়ানে তোর যে পছন্দ হয় ও, ব্রাহ্মণ, বণিক, যা তোর ভাল লাগে, তাতে অসুবিধা নেই।

প্রশ্নকর্তা : নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিয়ে করার কি লাভ, এ একটু বলুন।

দাদাজী : নিজের কম্যুনিটির বউ হয় তো তোমার স্বভাবের অনুকূল হবে। কন্সার পরিবেশন করে তো তোমার ঘি বেশী চাই। যদি কোন এমন জাতের মেয়ে এনেছ, তো সে দেবে না, এভাবে নীচু হাত করে ঢালতেই ওর হাত ব্যথা করবে। সেইজন্য তার ভিন্ন স্বভাবের সাথে সারা দিন মতভেদ হতে থাকবে আর নিজের জাতের সাথে এমন কিছু হবে না। বুঝতে পারছ তো ? সেই অন্য তো কথা বলে না, তো সে ও খুব চালাকীর সাথে বলে আর আমাদের দোষ বের করে যে, 'তুমি কথা বলতে জান না।' তার তুলনায় আমাদের ভাল যে কিছু বলবে তো না, বকবে ও না।

প্রশ্নকর্তা : আপনি বলেন যে নিজের জাতের হয় তো সেখানে ঝগড়া হবে না, কিন্তু নিজের জাতের হয়, সেখানে ও ঝগড়া হয়, তার কারণ কি ?

দাদাজী : ঝগড়া হয় কিন্তু তার সমাধান হয়ে যায়। তার সাথে সারা দিন ভাল লাগে আর অন্যের সাথে ভাল লাগে না। এক-আধ ঘন্টা ভাল লাগে আর ফের বিরক্তি হয়ে যায়। সে আসলে বিরক্তি হয়। নিজের জাতের হয় পছন্দ হয়, অন্যথা পছন্দ ই হয় না। এরা সব যে পশ্চাতাপ করছে, তাদের দৃষ্টান্ত বলছি। এই সব লোকেরা খুব বেশী ফেঁসে গেছে। এখন তো অন্তরজাতীয় বিয়ে করতে অসুবিধা নেই, আগে একটু অসুবিধা ছিল।

প্রশ্নকর্তা : নিজের হাতে কোথায় ? নিজের হতে নেই না, আমেরিকান বউ আসবে কি না ?

দাদাজী : হাতে নেই, তবুও এমন অদেখা থোড়াই করতে পার ? বলতে তো হবে না, 'এয় ! ঐ আমেরিকান মেয়ের সাথে তুমি ঘোরবে না ! নিজের কাজ নেই।' এমন বলতে থাকবে তো নিজে নিজেই প্রভাব হবে। নয়তো সে ভাববে যে এর সাথে ঘুরে-বেড়াই। বলতে কি বাঁধা আছে ? যদি পাড়া খারাপ হয়, তখন সেখানে বোর্ড লাগায়, 'বিওয়ার অফ থীফস' (চোরের থেকে সাবধান) এমন কেন করে ? যে যারা সামলাতে চাও তারা সামলাও। এই কথা, কাজে আসে কি আসে না ?

পিতৃপক্ষ কুল বলা হয় আর মাতৃপক্ষ কে জাতি বলে। জাতি কুলের মিশ্রণ হয় তো সংস্কার আসে। শুধু জাতি হয় আর কুল না হয় তখন ও

সংস্কার হয় না। শুধু কুল হয়, জাতি না হয় তখন ও সংস্কার হয় না। জাতি আর কুল দুটোর মিশ্রণ, এক্জেক্টনেস হয় তবেই সংস্কারী লোক জন্ম হয়। এই দুই পক্ষ ভাল জমা হয় তো কথা আগে বাড়াবে, অন্য কথায় মজা নেই।

অতঃ মাতা জাতিবান হতে হবে আর পিতা কুলবান হতে হবে। তাদের সন্তান খুব উৎকৃষ্ট হবে। জাতি তে বিপরীত গুণ হয় না আর পিতা তে কুলবান প্রজার গুণ হয়। কুলেররা সহজেই অন্যের জন্য পিষে যায়। লোকের জন্য পিষে যায়, অনেক উঁচা কুলবান কে ? দুই দিক থেকে লোকসান সহ্য করে। আসার সময় ও খরচ করে আর যাবার সময় ও খরচ করে। অন্যথা সংসারের লোক কিভাবে কুলবান হয় ? নেওয়ার সময় পুরা নেয় কিন্তু দেবার সময় একটু বেশী দেয়, তোলা খানেক বেশী। লোকে চল্লিশ তোলা দেয়, কিন্তু নিজে একচল্লিশ তোলা দেয়। ডবল কুলবান কে ? নিজে উনচল্লিশ তোলা নেয়, একতোলা মত সেখানে কম নেয় আর দেবার সময় এক তোলা বেশী দেয়, তাকে ডবল কুলবান বলা হয়। দুই দিক থেকেই লোকসান ওঠায় অর্থাৎ সেখানে কম কেন নেয় ? ও তার জাতিররা দুঃখী হয়, তাদের দুঃখ দূর করার জন্য ! এখানে ও শুভ ভাবনা, ওখানে ও শুভ ভাবনা। আমি এমন লোকদের দেখি তখন কি বলতাম, এ দ্বাপরযুগী এসেছে।

এখন উচ্চ কুলের হয় আর কুলের অহংকার করে, তো পরের বার তাকে নিম্ন কুল মেলে আর নম্রতা রাখে তো উচ্চ কুলে আসে। এ নিজের ই শিক্ষা, নিজের ই ফসল। এই গুণ প্রাপ্ত করতে হয় না সহজ ই প্রাপ্ত হয়ে যায়। ওখানে উচ্চ কুলে জন্ম হলে, জন্ম থেকেই সব ভাল সংস্কার প্রাপ্ত হয়।

এই সব ব্যবহারে কাজের কথা, এ জ্ঞানের কথা নয়। ব্যবহারে দরকার হয় তো !

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, আপনি ঠিক বলেছেন। জ্ঞানের শিখর পর্যন্ত পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা ব্যবহারে আছি, তো ব্যবহারে এই জ্ঞানের কথা ও কাজে লাগে তো ?

দাদাজী : হ্যাঁ, কাজে আসে তো ! ব্যবহার ও ভাল চলে। 'জ্ঞানীপুরুষ'-এর বিশেষতা হয়। 'জ্ঞানীপুরুষ'-এর কাছে বোধকলা আর

জ্ঞানকলা দুই কলা ই থাকে। বোধকলা কল্পমূর্তি থেকে উৎপন্ন হয়েছে আর জ্ঞানকলা জ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়েছে সেইজন্য সেখানে (জ্ঞানীপুরুষের কাছে) আমাদের নিরাকরণ এসে যায়। কোন দিন এমন কথা-বার্তা হয় তো তাতে কি সমস্যা ? এতে আমাদের কি লোকসান ? 'দাদা' ও বসে থাকেন, তার কোন ফী হয় না। ফী হয় তো অসুবিধা হয়।

প্রশ্নকর্তা : যুবক আর যুবতী দের বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করার আগে স্ত্রী অথবা পুরুষ কে কি ভাবে পছন্দ করবে আর কি করবে ? কি দেখবে ? গুণ কিভাবে দেখবে ?

দাদাজী : ও বেশি দেখার আবশ্যকতা নেই। যুবক-যুবতীরা বিয়ের সময় দেখতে যায় আর আকর্ষণ না হয় তো বন্ধ রাখবে। আর কিছু দেখার আবশ্যকতা নেই। আকর্ষণ হয় কি না, এতটুকুই দেখবে।

প্রশ্নকর্তা : কি রকমের আকর্ষণ ?

দাদাজী : এই চোখের আকর্ষণ হয়, ভিতরে আকর্ষণ হয়। বাজার থেকে তোমার কোন জিনিস কিনতে হলে, তখন সেই জিনিসের এট্রেকশন (আকর্ষণ) না হয় তো আপনি কিনতে পারবেন না। অর্থাৎ তার হিসাব হয় তবেই আকর্ষণ হয়। প্রকৃতির হিসাব ছাড়া কোন বিবাহ হতে পারে না। অতঃ আকর্ষণ হতে হবে।

এ ঠাট্টা করার যুগ। সেইজন্য স্ত্রী দের মসকরা হচ্ছে। মেয়ে দেখতে যায়, তখন ছেলে বলে ... এদিকে ঘোর, ওদিকে ঘোর। এত পরিহাস।

আজকাল তো ছেলেরা মেয়েদের পছন্দ করার আগে অনেক খুঁত বের করে। 'বেশী লম্বা, বেশী ছোট, বেশী মোটা, বেশী পাতলা, একটু কালো' একটি ছেলে এমন বলে যাচ্ছিল, তো আমি ওকে ধমক দিই। আমি বলি, 'তোর মা ও বৌ হয়েছিল। তুই কি ধরণের লোক ?' স্ত্রীদের এমন অপমান !

যদি কেউ আমাকে বলে যে যান, আপনার অনুমতি আছে, আপনি এই ছেলেকে যা বলতে চান বলুন। সে ছেলে ও বলে যে আমাকে যা বলতে চান বলুন, তখন আমি বলব ভাই, 'এই মেয়ে কি মোষ, যে এই ভাবে দেখে যাচ্ছ ? মোষ কে চারো দিক থেকে দেখতে হয়, এই মেয়ে কে ও ?

এখন মেয়েরা এর বদলা কখন নেয়, ও জান ? এই পরিহাস করেছে তার ? এর পরিণাম ছেলেরা কি পাবে পরে ?

এ তো স্ত্রীদের সংখ্যা বেশী আছে, সেইজন্য বেচারীদের দাম কমে গেছে। প্রকৃতি ই এমন করায়। এখন এর রিএক্সন কবে আসবে ? বদলা কখন মেলে ? যখন স্ত্রীদের সংখ্যা কম হয়ে যায় আর পুরুষদের বেড়ে যায়, তখন স্ত্রীরা কি করে ? স্বয়ম্বর ! অর্থাৎ ও বিয়ের জন্য এক জন আর এদিকে একশ বিশ পুরুষ। স্বয়ম্বরে সবাই পাগড়ী-টাগড়ী পড়ে টাইট হয়ে আসে আর গোঁফে এমন তা দেয় ! তার রাস্তা দেখে কখন আমাকে বরমালা পড়াবে! সে দেখতে-দেখতে আসে। সবাই ভাবে যে আমাকে পড়াবে, এভাবে গলা ও এগিয়ে দেয় কিন্তু সে পাত্তা ই দেয় না না ! ফের যখন তার অন্তর ভিতর থেকে কারো প্রতি একাকার হয়, আকর্ষণ হয়, তাকে বরমালা পড়াবে। ফের সে গোঁফে তাও দিচ্ছে কি না দিচ্ছে ! সেখানে আবার উপহাস হয়। বাকী সব মূর্খ হয়ে চলে যায় ফের, আমতা-আমতা করে। তখন এমন পরিহাস হয়, এই ভাবে বদলা মেলে !

আজকাল তো একেবারে সওদা-বাজী হয়ে গেছে, সওদাবাজী ! প্রেম কোথায় রইল, সওদাবাজী ই হয়ে গেছে ! এক দিকে টাকা রাখ আর এক দিকে আমাদের ছেলে, তবেই বিয়ে হবে এমন বলে। এক পাল্লায় টাকা রাখতে হত, দড়ি-পাল্লায় তুলে মাপতে হয়।

১৮. স্বামীর নির্বাচন

পরবশতা, নিখাদ পরবশতা ! যেখানে দ্যাখ সেখানে পরবশ ! বাবা সর্বদার জন্য নিজের ঘরে মেয়ে কে রাখে না। বলে, 'সে তার শ্বশুর বাড়িতেই শোভা দেয়' আর শ্বশুর বাড়িতে তো সব শুধু বকা খাওয়ার জন্য বসে থাকে। তুই ও শাশুড়ি কে বলিস যে 'মা, আপনার আমি কি করবো ? আমি তো শুধু স্বামী চাইছিলাম ?' কিন্তু না, স্বামী একেলা আসে না, সাথে লস্কর আসবেই। লাব-লস্কর সমেত।

বিয়ে করতে অসুবিধা নেই। বিয়ে করবে কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করে বিয়ে করবে যে 'এমন ই বের হবে।' এমন ভেবে পরে বিয়ে করবে।

কোন এমন ভাব করে এসেছ যে 'আমাকে দীক্ষা নিতে হবে অথবা আমাকে ব্রহ্মাচর্য পালন করতে হবে' তাহলে কথা আলাদা। বাকী বিয়ের থেকে তো ছাড় নেই। পরন্তু আগের থেকে নিশ্চয় করে বিয়ে করবে যে না, পরে এমন হবে তো ঝঞ্ঝাট হবে না, আশ্চর্য হবে না। নিশ্চিত করে প্রবেশ করবে সুখ ই আছে, এমন মেনে, তখন ফের শুধু কঠিনতা অনুভব হবে! বিয়ে তো দুঃখের সমুদ্র। শাশুড়ির ঘরে প্রবেশ করা কোন সহজ কথা কি? এখন সংযোগ থেকেই কোথাও স্বামী একেলা হয়, যদি তার মাতা-পিতার মৃত্যু হয়ে গেছে তো।

যাহারা সিভিলাইজ্‌ড (সংস্কারী) হয়, তারা ঝগড়া করে না। রাত্রে দুজনেই শুইয়ে পড়ে, ঝগড়া করে না। যাহারা আনসিভিলাইজ্‌ড (অসংস্কারী) হয়, তারা ঝগরা করে, ক্লেশ করে।

প্রশ্নকর্তা : এখন আমি আমেরিকান ছেলেদের সাথে পার্টীতে যাই না। কারণ সেই পার্টীতে খাওয়া-দাওয়া সব হয়। সেইজন্য আমি ওদের পার্টীতে যাই না, কিন্তু 'ইন্ডিয়ান' ছেলেরা যে পার্টী করে ওতে যাই আর একে-অন্যের মা-বাবা সবাই কে চিনি।

দাদাজী : কিন্তু এতে কি ফায়দা পাবে ?

প্রশ্নকর্তা : এঞ্জয়মেন্ট, মজা হয়।

দাদাজী : এঞ্জয়মেন্ট! খাওয়াতে অনেক মজা হয় কিন্তু খাওয়াতে কি করা উচিত? তাকে কন্ট্রোল করা উচিত যে 'ভাই তুই এতটাই পাবি।' ফের সে ধীরে-ধীরে এঞ্জয় করতে করতে খায়। এ তো বেশী ছাড় দেয় কি না, সেইজন্য এঞ্জয় করে না। কোন অন্য জায়গায় এঞ্জয়মেন্ট খোঁজে। সেইজন্য ভোজনে প্রথমে কন্ট্রোল করা উচিত যে এখন এতটাই পাবে, বেশী পাবে না।

প্রশ্নকর্তা : আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েকে এমন 'পার্টী'তে যেতে দেব? এমন পার্টীতে বছরে কত বার যেতে দেব?

দাদাজী : এমন কি না, মেয়েদের তাদের মা-বাবার কথা অনুসারে চলা উচিত। আমার অনুভবিদের অনুসন্ধান আছে যে মেয়েদের সদা তাদের মা-বাবার বলার অনুসারে চলা উচিত। বিয়ের পরে স্বামীর বলা অনুসারে চলা উচিত। নিজের ইচ্ছা অনুসারে না চলা উচিত। এমন আমাদের বিজ্ঞরা বলেন।

প্রশ্নকর্তা : ছেলেদের মা-বাবার বলা অনুসারে করা উচিত কি না ?

দাদাজী : ছেলেদের ও মা-বাবার বলা অনুসারে চলতে হবে, কিন্তু ছেলেদের জন্য একটু ঢিলাই রাখ তো চলবে ! কারণ ছেলে কে রাত্রে বারোটার সময় যেতে বল তো একেলা যাবে, তো বাঁধা নেই, কিন্তু তোমাকে (মেয়েকে) রাত্রে বারোটার সময় একেলা যেতে বলে তো একেলা যাবে ?

প্রশ্নকর্তা : যাবো না, ভয় লাগে।

দাদাজী : আর ছেলে হয় তো অসুবিধা নেই, ছেলে দের ঢিল বেশী হওয়া উচিত আর মেয়েদের কম ঢিল হওয়া উচিত, কারণ তুমি বারোটার সময় যেতে পার না।

অর্থাৎ এরা তোমার ভবিষ্যতের সুখের জন্য বলে। ভবিষ্যতের সুখের জন্য এরা তোমাকে মানা করে। এখন তুমি এই ঝঞ্ঝাটে পড় তো, ভবিষ্যত খারাপ করে দেবে। তোমার ভবিষ্যতের সুখ চলে যাবে। সেইজন্য ভবিষ্যত না খারাপ হয় সেই কারণে তোমাকে বলি যে 'বিওয়ের, বিওয়ের বিওয়ের (সাবধান, সাবধান, সাবধান)।'

প্রশ্নকর্তা : আমাদের হিন্দু ফেমিলী (পরিবার) তে বলে, "মেয়ে পরের ঘরে চলে যাবে আর ছেলে উপার্জন করে খাওয়াবে বা আমাদের সাহারা হবে।' এমন অপেক্ষা থাকে, এমন দৃষ্টি রাখে আর মেয়ের প্রতি পরিবারের লোকে ভালবাসা না রাখে তো সেটা ঠিক কি ?

দাদাজী : ভালবাসে না, এই অভিযোগ করা জন নিজেই ভুল। এই বিরোধিতা ই ভুল। এটাই অবুঝতা ! ভালবাসে না এমন কোন মা-বাবা হয় ই না। এ তো ওদের বোধ ই নেই, তো ফের কি হয় ? ভালবাসে না এমন

বলে, তো মা-বাবার কত দুঃখ হয় যদি তোমাকে ভালবাসে না তো তোমাকে ছেলেবেলা থেকে লালন-পালন করল কিসের জন্য ?

প্রশ্নকর্তা : তাহলে ফের আমার এমন ফিলিং (ভাব) কেন হয়েছে যে মা-বাবা ভালবাসে না ? আমার এমন দৃষ্টি কোথা থেকে এসেছে ?

দাদাজী : না, সবাই এমন প্রশ্ন তোলে, কি করব তার ? ছোট হয় তো পায়ের নীচে দাবিয়ে দেব, কিন্তু বড় হয়ে যায় তো করবেই বা কি ?

এখন আমাদের নজরে আসে, সে এই যে আক্কেল পেয়েছে না, বাইরে থেকে বুদ্ধি পেয়েছে না ও বিপরীত বুদ্ধি। সেইজন্য নিজেও দুঃখী হয় আর অন্যকেও দুঃখী করে।

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, আজকালের মেয়েরা ও তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে প্রস্তুত হয় না।

দাদাজী : মেয়েরা প্রস্তুত হয় না। সম্ভব হয় তো তখন পর্যন্ত বিয়ে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তো ভাল। পড়া সমাপ্ত হয়ে যায় আর এদিকে বিয়ে হয়ে যায়, এমন হতে পারে তো ভাল। দুটোই একসঙ্গে হয়ে যায়। যদি বিয়ের পরে দুই-এক বছরে পড়াশোনা পুরা হয় তো তাতেও অসুবিধা নেই। কিন্তু বিয়ের বন্ধনে এসে যায়, তো 'লাইফ' (জীবন) ভাল কাটে, অন্যথা পরে লাইফ অনেক দুঃখময় হয়ে।

ফ্রেন্ডের উপরে মোহ অর্থাৎ সখীর কথা বলছ কি সখার ?

প্রশ্নকর্তা : না, দুজনের ই।

দাদাজী : (মেয়ে কে) সখা ও ! গোঁফ ওয়ালা (পুরুষ) ও !

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, দুজনেই।

দাদাজী : ঠিক আছে। তখন তাদের সাথে আমাদের সমভাবে থাকতে হবে। সেই সময় তোমার জাগৃতি থাকতে হবে। সেই সময় হুস হারাতে হয় না। যার ব্রহ্মচর্যের পালন করতে হয়, যে মোক্ষ চায়, সেই স্ত্রীদের পুরুষের পরিচয় কম সে কম করতে হবে, অনিবার্য হলেই। যার মোক্ষে

যেতে হয়, তাকে এতটুকু যত্ন করতে হবে। এমন তোমার মনে হয় কি হয় না ? তোমার কি মনে হয় ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, করা উচিত।

দাদাজী : মোক্ষে না যেতে চাও বা এখন চলবে, এমন ?

প্রশ্নকর্তা : না, মোক্ষে যেতে চাই।

দাদাজী : তো ফের এই বন্ধুদের সাথে কি বন্ধুত্ব করবে ? এ নিখাদ উচ্ছিষ্ঠ !

(সেই মেয়েকে) স্ত্রীদের সাথে ঘুরে-বেড়াও, খাও-দাও, মজা কর, পুরুষের সঙ্গে না।

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, এক বোন জিজ্ঞাস করেছে যে আমার ছেলেদের সাথে 'ফ্রেন্ডলী রিলেশন' থাকে, তবুও মা-বাবা শঙ্কা কেন করে ?

দাদাজী : না, ছেলেদের সাথে ফ্রেন্ডলী রিলেশন রাখতেই পারবে না। ছেলেদের সাথে ফ্রেন্ডলী রিলেশন পাপ।

প্রশ্নকর্তা : ওতে কি পাপ হয় ?

দাদাজী : পেট্রোল আর আগুন, দুটো সাথে রাখতে পার না না ? এই দুজন (ছেলে আর মেয়ে) সুযোগ খুঁজতে থাকে। এ ভাবে যে কবে আমার হাতে আসবে আর সামনের জন ও ভাবে যে এ কবে আমার হাতে আসবে ?! দুজনেই শিকারের সুযোগে থাকে, দুজনেই শিকারী !

প্রশ্নকর্তা : আপনি বলেছেন না যে ছেলে আর মেয়ের বন্ধুত্ব না করা উচিত।

দাদাজী : একদম করতে হয় না।

প্রশ্নকর্তা : একদম করতে হয় না, এমন বলেছেন এতে ওদের সন্তুষ্টি হয় নি।

দাদাজী : এই ফ্রেন্ডশিপ অবশেষে পইজন (বিষ) সমান হয়ে যাবে,

শেষে পইজন ই হয়ে যাবে। মেয়েটার মরার সময় আসবে, ছেলের কিছু যাবে না। সেইজন্য ছেলেদের সাথে তো দাঁড়িয়ে ও থাকতে হয় না। ছেলেদের সাথে কোন ফ্রেন্ডশিপ করবে না। অন্যথা এ তো পইজন। লাখ টাকা দেয় তবুও ফ্রেন্ডশিপ করবে না। ফের অন্তে বিষ খেয়ে মরতে হয়। কত মেয়ে বিষ খেয়ে মরে যায়।

সেইজন্য বয়েস হয়ে গেলে আমাদের ঘরে মা-বাবাকে বলে দেওয়া উচিত যে, "কোন ভাল ব্যক্তির সাথে আমার সম্বন্ধ করিয়ে দিন, আবার ছিঁড়ে না যায় এমন জুড়ে দিন। আমার বিয়ের জন্য এখন ছেলে খুঁজুন। দাদা ভগবান আমাকে বলেছেন যে 'নিজে বলবে'।" এমন বলে দেবে, লজ্জা করবে না। তখন ওরা জনতে পারবে যে সন্তানের খুশী আছে, চল এখন বিয়ে করিয়ে দেব। পরে দুই বছর পরে বিয়ে করে নেবে। পরস্পর পছন্দ করে বিয়ে করে নেবে। বিয়ে হয়ে গেলে অন্য কেউ আমাদের দিকে দেখবেই না। বলবে, ওর তো ঠিক হয়ে গেছে !

এই বন্ধুত্ব ভাল না, লোক তো ছল-কপটের হয়। সখীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পার। পুরুষের সাথে বন্ধুত্ব না করা উচিত। প্রতারণা করে বেরিয়ে যাবে। কেউ বিশ্বাসযোগ্য হয় না, সব প্রতারক। একজন ও খাঁটি নয়। বাইরে কাউকে বিশ্বাস করবে না।

বিয়ে করে নেওয়া ভাল, এদিক-ওদিক ঘুরে-বেড়াবে তাতে কিছু ভাল হয় না। তোমার মা-বাবা বিবাহিত, তো আছে কোন ঝঞ্ঝাট ? এমন তোমার ও বিয়ের বন্ধনে বেঁধে যাওয়া পছন্দ হয়না ? খুটিতে বাঁধা (বিয়ের সম্বন্ধে জুড়ে যাওয়া) তোমার পছন্দ নয় ? মুক্ত থাকা পছন্দ ?

মেয়েদের বলি যে বিয়ে কেন কর না ? তখন বলে, 'কি দাদাজী আপনি ও এমন বলছেন আমাদের বিয়ে করতে বলছেন !' আমি বলি, 'এই সংসারে বিয়ে করে বিনা চলবে না, ব্রহ্মচর্যের পালন করতে চাও এমন ডিসাইড কর আর সে ও নিশ্চিত, সে ও নিশ্চিতরূপে হতে হবে। এমন না হয় তো বিয়ে করে নাও, কিন্তু দুটোর মধ্যে একটাতে এসে যাও।' তখন বলে, 'কেন বিয়ে করতে বলছেন ?' আমি বলি, 'কি ? কি কষ্ট আছে ? কোন ভাল

ছেলে পাচ্ছ না ?' তো বলে, 'ভাল ছেলে কোথায় আছে ? নির্বোধ সব, ভাই নির্বোধের সাথে কি বিয়ে করবো ?' এতে আমি চকিত হয়ে যাই। আমি বলি, 'এই মেয়েরা কেমন ? দ্যাখ তো, এখন থেকেই এদের এত পাওয়ার, তো পরে ওকে কি করে বাঁচতে দেবে, বেচারা দের ?' সেইজন্য অনেক ছেলেরা আমাকে বলে, 'আমরা বিয়ে করবো না।' মেয়েরা কি বলে, 'নির্বোধের সাথে কেন বিয়ে করব ?' আমি বলি, 'এমন বলবে না। তোমার মন থেকে, এ বের করে দাও যে ওরা নির্বোধ। কারণ বিয়ে করা বিনা চাঁড়া নেই।' এমন চলে না। মনে নির্বোধ এমন ঢুকে যায় তো ফের সবসময় ঝগড়া হয়। ফের তোমার সে নির্বোধ ই মনে হতে থাকবে।

পুরা সংসার মোক্ষের দিকেই যাচ্ছে, কিন্তু মোক্ষের জন্য এই সব হেল্পিং (সহায়ক) নয়। এ তো লড়াই-ঝগড়া করে উল্টো ব্রেক লাগায়। অন্যথা গরমের এমন স্বভাব যে বৃষ্টি টেনে আনে। যেখানে হয় সেখান থেকে টেনে আনে। গরমের স্বভাব এমন যে বাড়তে থাকে আর বৃষ্টি টেনে আনে। এই সংসার ব্যাকুলতা রাখার মত না।

এই সংসারের স্বভাব এমন যে মোক্ষের দিকে নিয়ে যায়। মোক্ষকে টেনে আনে। সংসার যত কঠিন হয় না, ততই মোক্ষ তাড়াতাড়ি আসে। কিন্তু কঠিন হয় তো আমরা বিগড়ে যাওয়া উচিত না, স্থির থাকতে হবে। সঠিক উপায় করতে হবে, ভুল উপায় করলে আবার পড়ে যাবো। দুঃখ আসে তখন এ বুঝতে হবে যে আমার আত্মার জন্য ভিটামিন পেয়েছি আর যখন সুখ প্রাপ্ত হয় তো দেহের ভিটামিন পেয়েছি, এমন বুঝবে। আমাদের প্রত্যেক দিন ভিটামিন মেলে, আমি তো এমন মেনে ছেলেবেলে থেকে টেস্ট করে এগিয়ে গেছি। আপনি তো এক ই ধরণের ভিটামিন কে ভিটামিন বলেন, ও বুদ্ধির ভিটামিন। যখন কি জ্ঞান দুটোকেই ভিটামিন বলে। সেই ভিটামিন ভাল যে অনেক কিছু খাবার হয়, তবুও লোকে তপ করে। মজার শাক-সব্জী হয়, তবু ও লোকে তপ করে। তপ করে অর্থাৎ দুঃখ সহ্য করে যাতে আত্মার ভিটামিন মেলে। এই সব আপনি শুনতে পান নি ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, শুনেছি দাদাজী।

দাদাজী : আর তপ তো ঘরে বসে নিজে নিজেই মেলে।

লভ মেরিজ পছন্দ করার মত জিনিস নয়। কাল ওর মেজাজ কেমন হবে, কে জানে ? মা-বাবা পছন্দ করে, তাকে দেখবে। ছেলে বোকা বা ডিফেক্ট যুক্ত তো না ? বোকা না হয় যেন ! কি বোকা হয় ?

আমাদের পছন্দ হয় এমন চাই। একটু আমাদের মনে লাগে এমন হওয়া উচিত। বুদ্ধির লিমিটে আসতে হবে। অহংকার এক্সেপ্ট করে এমন চাই আর চিত্তের ভাল লাগে এমন চাই ? চিত্তের ভাল লাগে এমন চাই তো। অতঃ মা-বাবা খোঁজে তাতে বাঁধা নেই, কিন্তু আমরা ও নিজে দেখে নেওয়া উচিত।

প্রশ্নকর্তা : কখনো-কখনো মা- বাবা ও ছেলে খুঁজতে ভুল করতে পারে ?

দাদাজী : ওদের ইচ্ছা নেই, ওদের ইচ্ছা তো ভাল করার ই থাকে। তবুও ভুল হয়ে যায় তো আমাদের প্রারব্ধের খেলা। কি হতে পারে ? আর আপনি যদি স্বতন্ত্র রূপে খোঁজেন তো তাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী হয়। অনেক দৃষ্টান্ত আছে, ফেল হওয়ার।

আমাদের একজন মহাত্মা ছিল, তার এক ই ছেলে ছিল। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করি, 'আরে ! তুমি বিয়ে করবে কি না ?' তখন বলে, 'করব দাদাজী।' 'কেমন মেয়ে পাস করবে ?' তখন বলে 'আপনি বলবেন তেমন করব।' আবার নিজে নিজেই বলতে থাকে, 'আমার মা তো পাস করতে নিপুণ।' ওরা ডিসাইড করে নেয়, তো মা যাকে পাস করবে সে। এমন হতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : আমার ছোট মেয়ে জিজ্ঞাসা করে যে, 'এমনি ই কি করে বিয়ে করব, ফের তো সারা জীবন খারাপ হয়ে যাবে না ? প্রথমে ছেলে কে ভাল মত দেখে নাও আর জেনে নাও যে ছেলে ভাল কি না, পরে বিয়ে করতে পারি তো !' আমাকে এমন প্রশ্ন করে। তো এর সল্যুশন কি, দাদাজী ?

দাদাজী : সব লোকেরা দেখেই বিয়ে করে আর পরে মারামারি আর ঝগড়া হয়। যে বিনা দেখে বিয়ে করেছে, তাদের খুব ভাল চলে। কারণ প্রকৃতির দেওয়া যখন কি ওখানে তো নিজের চালাকি দেখিয়েছে না।

আমাদের এক মহাত্মার মেয়ে কি করেছে ? ওর বাবা কে বলে, 'আমার এই ছেলে পছন্দ না ।' এই ছেলে পড়া-শোনা করা ছিল । এখন এই ছেলেকে, মেয়ের মা-বাবার পছন্দ হয়েছিল । সেইজন্য ওর বাবার ব্যাকুলতা হয়ে যায় যে অনেক মুস্কিলে এমন ভাল ছেলে পাওয়া গেছে আর এই মেয়ে তো না করছে ।

ফের সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে তখন আমি বলি, 'ও মেয়েকে আমার কাছে নিয়ে আসবে ।' আমি বলি, 'বোন, আমাকে বল না ! কি অসুবিধা ? লম্বা মনে হচ্ছে ? মোটা মনে হচ্ছে ? পাতলা মনে হচ্ছে ?' তখন বলে, 'না, একটু ব্লেকিশ (কালো) ।' আমি বলি, 'ও তো আমি ফর্সা করে দেব, তোমার আর কোন অসুবিধা আছে ?' তখন বলে, 'না, আর কিছু নেই ।' এতে আমি বলি, 'তুমি হ্যাঁ বলে দাও, পরে আমি ওকে ফর্সা করে দেব ।' তখন সেই মেয়ে ওর বাবাকে বলে যে, 'আপনি দাদাজী পর্যন্ত অভিযোগ নিয়ে গেছেন ?' তখন কি করব আর ?

বিয়ের পরে আমি জিজ্ঞাসা করি, বোন, ফর্সা করার জন্য সাবান আনিয়ে দেব ?' তখন সে বলে, 'না দাদাজী, ফর্সা ই আছে ।' বিনা কারণে ব্লেকিশ, ব্লেকিশ করে যাচ্ছিল ! ও তো, কিছু কালো লাগায় তো, কালো চোখে পড়ে আর হলুদ লাগায় তো হলুদ দেখাবে । বাস্তবে ছেলে ভাল ছিল । আমার ও ভাল লেগেছে । ওকে কি করে যেতে দেব ? মেয়েটা কি ভেবেছে, একটু ঢিলা । ঠিক করে নেবে ফের, কিন্তু এমন দ্বিতীয় পাবে না !

প্রশ্নকর্তা : কি ডেটিং করা পাপ ? ডেটিং মানে এই ছেলে মেয়েদের সাথে বাইরে যায় আর মেয়েরা ছেলেদের সাথে বাইরে যায়, তো কি ও পাপ ? ওতে কোন অসুবিধা আছে ?

দাদাজী : হ্যাঁ, ছেলেদের সাথে ঘোরার ইচ্ছা হয় তো বিয়ে করে নেবে। ফের একজন ই ছেলে পছন্দ করবে, একজন নিশ্চিত হতে হবে । অন্যথা এমন পাপ করা উচিত না । যখন পর্যন্ত বিয়ে না হয়ে যায়, তখন পর্যন্ত তোমার ছেলেদের সাথে ঘোরা উচিত না ।

প্রশ্নকর্তা : এখানে আমেরিকাতে তো এমন যে ছেলে-মেয়েরা চৌদ্দ

বছর বয়েস থেকেই বাইরে ঘুরে বেড়াতে যায়। ফের মন মেলে তো ওতে এগিয়ে যায়। তার থেকে কিছু বিগড়ে যায়, একে-অন্যের সাথে মন মেলে না তো ফের কোন অন্যের সাথে ঘোরে। তার সাথে জমে না তো ও ফের তৃতীয়, এমন চক্কর চলতে থাকে আর এক সঙ্গে দুই-দুই, চার-চার জনের সাথে ও ঘোরে।

দাদাজী : দ্যাট ইজ ওয়াইল্ডনেস, ওয়াইল্ড লাইফ ! (এ তো বন্যতা, জংলী জীবন !)

প্রশ্নকর্তা : তাহলে ওদের কি করা উচিত ?

দাদাজী : মেয়েকে একজন ছেলের প্রতি সিন্সিয়ের (আন্তরিক) থাকা উচিত আর ছেলেটা মেয়েটির প্রতি সিন্সিয়ের থাকে, এমন লাইফ (জীবন) হওয়া উচিত। ইনসিন্সিয়ের লাইফ, ও রং লাইফ।

প্রশ্নকর্তা : এখন এতে সিন্সিয়ের কি করে থাকবে ? একে-অন্যের সাথে ঘোরে, তাতে ফের ছেলে বা মেয়ে ইনসিন্সিয়ের হয়ে যায়।

দাদাজী : তখন ঘোরা বন্ধ করে দেওয়া উচিত তো ! বিয়ে করে নেওয়া উচিত। আফটার অল উই আর ইন্ডিয়ান, নট ওযাইল্ড লাইফ। (অবশেষে আমরা ভারতীয়, জংলী নয়।)

আমাদের এখানে বিয়ের পরে দুজনে সারা জীবন সিন্সিয়েরলী থাকে। যে সিন্সিয়েরলী থাকতে চায়, তাকে প্রথম থেকেই অন্য লোকের সাথে ফ্রেন্ডশিপ করা উচিত না। এই বিষয়ে খুব শক্ত থাকা উচিত। তার কোন ছেলের সাথে ঘোরা উচিত না আর ঘুরতে হয় তো একজন ছেলেকে পাক্কা করে মা-বাবাকে বলে দেবে যে বিয়ে করব তো এর সাথেই করব, আমি কোন অন্যের সাথে বিয়ে করব না। ইনসিন্সিয়ের লাইফ ইজ ওয়াইল্ড লাউফ। (কপটাচারী জীবন ই জংলী জীবন।)

চরিত্র খারাপ হয়, ব্যসনী হয়, তো অনেক ঝামেলা হয়। ব্যসনী পছন্দ হয় কি হয় না ?

প্রশ্নকর্তা : একদম না।

দাদাজী : আর চরিত্র ভাল হয় কিন্তু ব্যসনী হয় তো ?

প্রশ্নকর্তা : সিগারেট পর্যন্ত চলতে পারে।

দাদাজী : ঠিক বলছ, সিগারেট পর্যন্ত মানাতে পারবে। ফের পরে সে ব্রান্ডীর পেগ লাগায় ও কিভাবে স্বীকার করবে ? তার সীমা থাকে আর চরিত্র তো অনেক বড় জিনিস। বোন, তুমি চরিত্রে মান ? তুমি চরিত্র পছন্দ কর ?

প্রশ্নকর্তা : তার অবিহনে বাঁচা ই কিভাবে যাবে ?

দাদাজী : হ্যাঁ, দ্যাখ ! যদি এতটুকু হিন্দুস্থানী স্ত্রী-রা, মেয়েরা বোঝে তো কাজ হয়ে যায়। যদি চরিত্র-কে বোঝে তো কাজ হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : আমার এত উঁচু বিচার ভাল শিক্ষা থেকে হয়েছে।

দাদাজী : যদিও কোন ও শিক্ষা থেকে, এত ভাল বিচারের সংস্কার পেয়েছ না !

বাস্তবে তো এ ঠগবাজী। তোমাদের চোখে পড়ে না, আমি তো সব কিছু দেখতে পাই, শুধু ছল-কপট। আর ঠগ হয়, সেখানে সুখ কখনো হয় না ! সেইজন্য একে-অন্যের প্রতি সিন্সিয়ের থাকা উচিত। দুজনের বিয়ের আগে ভুল হয়েছে তো, ওসব আমরা একসেপ্ট করিয়ে দিই আর ফের এগ্রীমেন্ট করে দিই, যে সিন্সিয়ের থাকবে। অন্য জায়গায় দেখবে না। জীবনসাথী পছন্দ হোক বা না হোক, তবু ও সিন্সিয়ের থাকবে। যদি নিজের মা ভাল লাগে না, তাঁর স্বভাব খারাপ হয় তবু ও তাঁর প্রতি সিন্সিয়ের থাকি কি না ?

প্রশ্নকর্তা : সংসার ব্যবহারে পূর্বে যে কর্ম হয়েছে, তার উদয় অনুসারে সব চলে। তাতে কোথাও প্রপঞ্চ জানতে পারা যায় যে আমাদের সাথে প্রপঞ্চ করা হচ্ছে, তখন সেই স্থিতিতে 'সমভাবে *নিকাল* (সমাধান)' করার জন্য কি করব ?

দাদাজী : স্বামী টেঁড়া পেয়ে যাও তো তাকে কিভাবে জীতবে ? কারণ যা প্রারব্ধে লেখা আছে, সে ছাড়বে না তো ! যখন এমন মনে হয় যে এই

সংসার আমাদের ইচ্ছায় চলছে না। তখন আমাকে বলে দেবে যে 'দাদাজী, এমন স্বামী পেয়েছি।' তখন আমি তোমার সব অবিলম্বে রিপেয়ার করে দেব আর তোমাকে ঠিকমত থাকার চাবি ও দিয়ে দেব।

ঔরঙ্গাবাদে একজন মুস্লিম মেয়ে এসেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করি, 'কি নাম তোমার ?' তখন বলে, 'দাদাজী, আমার নাম মশরুর।' আমি বলি, 'এস, বস আমার কাছে, কেন এসেছ তুমি ?' ও আসে। এখানে এসে ওর ভাল লাগে। অন্তরে শীতলতা হয় যে এ খুদার এসিস্টেন্ট (সাহায্যকারী) যেমন তো লাগছে ই, এমন মনে হয় তো ফের বসে পড়ে। পরে অন্য কথা বলে।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, 'কি কর তুমি ? ও বলে, 'আমি লেকচারার (ব্যখ্যাতা)।' এতে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'বিয়ে-টিয়ে করেছ কি কর নি ?' তো বলে, 'না, বিয়ে করি নি, কিন্তু আশীর্বাদ হয়েছে।' আমি বলি, 'কোথায় হয়েছে, মুম্বাই তে ?' তো বলে, 'না, পাকিস্তানে।' 'কবে করবে ?' তখন বলে, 'ছয় মাসে ই।' আমি বলি। 'কার সাথে ? স্বামী কি করে খুঁজে বের করেছ ?' তো বলে, 'লয়ার।'

পরে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'ও স্বামী হয়ে তোমাকে কোন দুঃখ দেবে না তো ? এখন তোমার কোন প্রকারের দুঃখ নেই আর স্বামী পেতে যাবে আর স্বামী দুঃখ দেয় তো ?' আমি বলি, ওর সাথে বিয়ে করার পরে তোমার কি পরিকল্পনা আছে ? ওর সাথে বিয়ে হওয়ার আগে তোমার কিছু পরিকল্পনা হবে তো যে ওর সাথে কেমন ব্যবহার করবে বা ফের পরিকল্পনা নেই কিছু ? ওখানে বিয়ে হওয়ার পরে কি করবে তার জন্য কিছু তৈয়ারি তুমি করেছ তো, যে বিয়ের পরে সেই লয়ার (উকিল)-এর সাথে তোমার জমবে কি না ?' তখন সে বলে, 'আমি সব তৈয়ারি করে রেখেছি। সে এমন বলে তো আমি এমন উত্তর দেব। ও এমন বলে তো আমি এভাবে বলবো, ও এমন বলে তো, এক-এক কথার জবাব আমার কাছে তৈয়ার আছে।'

যত রাশিয়া আমেরিকার সামনে যুদ্ধের তৈয়ারি করে ফেলেছে না, তত তৈয়ারি করে রেখেছে। দুদিক থেকেই পুরা তৈয়ারি ! ও তো মতভেদ খাড়া করার ই তৈয়ারি করে রেখেছিল। সে ঝগড়া করে, তার আগেই বোমা

ফাটিয়ে দেবে ! সে এভাবে জ্বালাবে তো আমাকে এভাবে জ্বালাতে হবে । অতঃ ওখানে যাওয়ার আগেই তোলপাড় করার তৈয়ারি কি না ! ও এই দিক থেকে তীর ছাড়বে, তখন আমাকে ওই দিক থেকে রকেট ছাড়তে হবে । আমি বলি, 'এ তো তুমি কোল্ড ওয়ার শুরু করে দিয়েছ । ও কবে শান্ত হবে? কোল্ড ওয়ার (শীত যুদ্ধ) বন্ধ হয় ? এই দ্যাখ না, বড় সাম্রাজ্যওয়ালাদের কোথায় বন্ধ হচ্ছে, রাশিয়া-আমেরিকার ?

এ মেয়েরা এমন সব ভাবে, সমস্ত প্রবন্ধ করে ফেলে এই ভাবে । এই ছেলেরা তো বেচারা ভোলা ! ছেলেরা এমন সব করে না আর সেই সময় মার খেয়ে যায়, ভোলা কি না !

এ আপনি যা বলেন কি না, প্রপঞ্চের সামনে কি তৈয়ারি করা উচিত ? কিন্তু সেই মেয়েটা তো সমস্ত তৈয়ারি করে রেখেছিল, বোম্বারডিং কখন আর কিভাবে করবে ! ও এমন বলে তো এ্যটেক , তেমন বলে তো এভাবে এ্যটেক (আক্রমণ) । 'সব তৈয়ারি করে রেখেছে বলেছিল ।' ফের মাঝে আমি ওকে বলি, 'এই সব তোমাকে কে শিখিয়েছে ? বের করে দেবে আর তালাক দিয়ে দেবে !' তালাক দিয়ে দেবে কি না ? আমি বলে দিই যে এই ভাবে তো ছয় মাসে তালাক হয়ে যাবে, তুমি তালাক নিতে চাও ? এই পদ্ধতি ভুল । ফের আমি ওকে বলি, 'তোমাকে তালাক না দেয়, সেইজন্য আমি তোমাকে এই সব শেখাচ্ছি ।'

এতে আমাকে বলে, 'দাদাজী, এমন না করি তো কি করব ? অন্যথা তো সে আমাকে দাবিয়ে দেবে ।' আমি বলি, 'ও কি দাবানেওয়ালা ? বেচারা লাট্টু ! ও তোমাকে কি দাবাবে ?'

পরে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'বোন, আমার কথা মানবে ? তুমি সুখী হতে চাও না দুঃখী হতে চাও ?' বাকী যে মেয়েরা তৈয়ারি করে স্বামীর কাছে গিয়েছিল, ওরা অবশেষে দুঃখী হয়েছে । তুমি আমার বলা মত যাবে, কোন তৈয়ারি না করে যাবে ।' ফের ওকে বোঝাই ।

ঘরে প্রত্যেক দিন ক্লেশ হয় তো উকিল বলবে, 'যেতে দাও, এর থেকে তো ভাল অন্য নিয়ে আসি ।' তাতে ফের এই টিট্ ফর টেট্ (যে যেমন তাকে

তেমন) হবে। যেখানে প্রেমের সওদা করতে হয়, সেখানে এমন সওদা কেন করব ? সওদা কিসের করবে ?

প্রশ্নকর্তা : প্রেমের।

দাদাজী : প্রেমের ! যদিও আসক্তি থেকে হয় কিন্তু কিছু প্রেম যেমন আছে না ! তার উপরে দ্বেষ তো হয় না না ! আমি বলি, 'এমন করবে না। তুমি পড়া-শোনা করেছ, সেইজন্য এমন তৈয়ারি করে রেখেছিলে ? এ তো ওয়ার (যুদ্ধ) ? এ কি হিন্দুস্থান আর পাকিস্থানের ওয়ার ? সংসারে সবাই এটাই করে যাচ্ছে। এই ছেলে-মেয়েরা সবাই এটাই করে যাচ্ছে। ফের দুজনের ই জীবন নষ্ট হয়ে যায়।' ফের ওকে সব ধরনে বোঝাই।

স্বামীর সাথে এই ভাবে ব্যবহার করা উচিত। এই ভাবে অর্থাৎ সে টেড়া চলে তো তুমি সীধা চলবে। তার সমাধান হতে হবে, সমাধান বের করতে হবে। সে ঝগড়া করতে তৈয়ার তখন তুমি একতা রাখবে। সে বিভেদ রাখে তবুও তুমি একতা রাখবে। সে বার-বার আলাদা হওয়ার কথা বলে, সেই অবস্থাতে ও তুমি বলবে 'আমরা এক।' কারণ এই সব রিলেটিভ সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেয় আর তুমি ও ভেঙ্গে দাও তো ভেঙ্গে যাবে কাল সকালে। অর্থাৎ তালাক দিয়ে দেবে। তখন জিজ্ঞাসা করে, 'আমাকে কি করতে হবে?' আমি ওকে বোঝাই, ওর মুড দেখে ব্যবহার করবে, যখন মুডে থাকে না তখন তুমি মনে "আল্লার' নাম নিতে থাকবে আর মুড ঠিক হয় তখন ওর সাথে কথা-বার্তা শুরু করবে। ও মুডে না হয় আর তুমি বিরক্ত কর তো আগুন লেগে যাবে।'

তুমি ওকে নির্দোষ দেখবে। ও তোমাকে উল্টা-পাল্টা বলে তবুও তুমি শান্ত থাকবে। আসল প্রেম হতে হবে। আসক্তি তে তো ছয়-বারো মাসে আবার ভেঙ্গেই যাবে। প্রেমে সহনশীলতা হওয়া উচিত, এড্জাস্টেবল (সমাধানী) হতে হবে।

মশরুর কে আমি এভাবে শিখিয়ে দিই। আমি বলি, "তুমি কিছুই করবে না, যখন সে এদিকে তীর চালায় তখন নিজের স্থিরতা রেখে 'দাদা, দাদা' করতে থাকবে। ফের ওদিকে তীর চালায় তখন স্থিরতা রেখে 'দাদা,

দাদা' করবে। তুমি একটা ও তীর চালাবে না।" তখন আমি বিধি করিয়ে দিই।

পরে জিজ্ঞাসা করি 'তোমার শ্বশুর বাড়িতে কে কে আছে ?' তখন বলে, 'আমার শাশুড়ি আছেন।' আমি জিজ্ঞাসা করি, 'শাশুড়ির সাথে তুমি কিভাবে এড্জাস্ট করবে ?' তখন বলে, 'ওনার ও আমি মোকাবিলা করে নেব।'

আবার আমি ওকে বোঝাই। পরে সে বলে, 'হ্যাঁ, দাদাজী, আমার এই সব কথা ভাল লেগেছে।' 'তুমি এই ভাবে করবে তো তালাক দেবে না আর শাশুড়ির সাথে ঐক্য থাকবে।' ফের ও আমাকে একটা চন্দনের মালা পড়ায়। আমি বলি, 'এই মালা তুমি নিয়ে যাও আর তোমার সাথে রাখবে। মালার দর্শন করার পরে স্বামীর সাথে নিজের ব্যবহার করবে, তো খুব সুন্দর চলবে। সে সেই মালা আজ ও নিজের কাছে রেখেছে।'

ওকে চরিত্র বলের কথা বলেছিলাম যে, "স্বামী যা কিছুই বলে, তোমাকে যা কিছু বলে, তবুও তুমি মৌন ধারণ করে, শান্ত ভাবে থাকবে, তো তোমার মধ্যে চরিত্রবল উৎপন্ন হবে আর তাতে ওর উপরে প্রভাব পড়বে। উকিল হও তবুও। সে যেমন ই বকে, তখন 'দাদা' র নাম নেবে আর স্থির থাকবে। ওর মনে হবে যে এ কেমন স্ত্রী ! এ তো হার ই মানে না ! পরে সে হেরে যাবে।" ফের সে এমন ই করে, মেয়ে ই এমন ছিল। দাদার মত শেখানেওয়ালা পেয়ে যায় তো ফের কি বাকি থাকবে ? অন্যথা প্রথমে এড্জাস্টমেন্ট এমন ছিল, রাশিয়া আর আমেরিকা যেমন। ওখানে বোতাম টিপলেই জ্বলে যাবে সব, ফটাফট। কি এ মানবতা ? কিসের জন্য ভয় পাও ? জীবন কিসের জন্য হয় ? যখন সংযোগ ই এমন, তখন কি করবে ফের ?

এই যে জেতার তৈয়ারি করে না, এতে চরিত্রবল 'লুজ' (কমজোর) হয়ে যায়। আমি এমন কোন প্রকারের তৈয়ারি করি না। চরিত্রের উপযোগ, যাকে তুমি তৈয়ারি বল, কিন্তু সে থেকে তোমার যে চরিত্রবল আছে ও "লুজ' হয়ে যাবে আর যদি চরিত্রবল সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন তোমার স্বামীর সামনে

তোমার মূল্য ই থাকবে না। এই ভাবে ঐ মেয়ের বোধে ভাল মত বসে যায়। পরে আমাকে বলে যে 'দাদাজী, এখন আমি কোন দিন হারব না, এমন গেরান্টী দিচ্ছি।'

আমাদের সাথে কেউ প্রপঞ্চ করে আর জবাবে আমরা ও তেমন ই করি তো আমাদের চরিত্র বল ভেঙ্গে যাবে। কেউ যতই প্রপঞ্চ করে কিন্তু তার প্রপঞ্চে সে নিজেই ফেঁসে যায়। কিন্তু যদি তুমি তৈয়ারি করতে যাও, তখন তুমি নিজে তার প্রপঞ্চে ফেঁসে যাবে। আমার সামনে তো অনেক লোকে প্রপঞ্চ করেছিল কিন্তু সেই প্রপঞ্চ করা জন ই ফেঁসে গিয়েছিল। কারণ আমার ক্ষণিক মাত্র ও সেই বিষয়ে কোন বিচার ই আসে না। অন্যথা যদি তার সামনা করতে তৈয়ারি করার বিচার আসে না, তখন ও নিজের চরিত্র বল ভেঙ্গে যায়, শীলবানপন ভেঙ্গে যায়।

শীলবান মানে কি ? যে সে গাল দেওয়ার জন্য আসে কিন্তু এখানে এসে চুপ করে বসে যায়। আমি বলি যে 'কিছু বলুন, বলুন', কিন্তু সে, সে একটা শব্দ ও বলতে পারে না। ও শীলের প্রভাব ! যদি আমরা একটা শব্দ ও সামনে বলার তৈয়ারি করি , তো শীল ভেঙ্গে যায়। সেইজন্য তৈয়ারি করবে না। যে যা বলতে চায় বলে। 'সর্বত্র আমি ই আছি' বলবে। (আত্ম স্বরূপে সবার সাথে অভেদ।)

প্রপঞ্চের সামনে তৈয়ারি করতে আমাদের নতুন প্রপঞ্চ দাড় করাতে হয় আর ফের আমরা স্লিপ (পিছলে) হয়ে যাই। এখন আমার কাছে শস্ত্র ই নেই না ! তার কাছে তো সেই শস্ত্র আছে, সেইজন্য সে যদি ও চালায় ! কিন্তু ও 'ব্যবস্থিত' কি না ! সেইজন্য শেষে তার শস্ত্র তাকেই ই লাগে, এমন 'ব্যবস্থিত' হয় !

ওর ভাল মত বোধে এসে যায়। দাদাজী ড্রইং করে দিয়েছে। আমাকে বলে, 'এমন ড্রইং বলতে চাইছেন ?' আমি বলি, 'হ্যাঁ, এমন ড্রইং।'

ফের মেয়েটি ওর মা-বাবার কে বলে। ওর কথা শুনে ওর বাবা, যে ডাক্তার ছিল, সে দর্শন করতে আসে।

দ্যাখ, এমন দাদাজীর কোন দেরি লাগে ? মশরুর-দের আসতে হবে

এখানে ! এসে যায় তো অপারেশন হয়ে যায় ঝট-পট ! দ্যাখ, ওখানে সবসময় ‘দাদাজী, দাদাজী’ প্রত্যেক দিন স্মরণ করে কি না !

সবার কাজ হয়ে যায়। আমার এক-এক শব্দ অবিলম্বে সমাধান নিয়ে আসার। ও শেষে মোক্ষ পর্যন্ত নিয়ে যায় ! আপনি শুধু ‘এডজাস্ট এভরীহ্যোয়ার’ করতে থাকবে।

১৯. সংসারে সুখের সাধনা, সেবা তে

যে ব্যক্তি মাতা-পিতার দোষ দেখে, তাদের কখনো বারন্ত হতে পারে না। হয়তো ধনবান হবে, কিন্তু তার আধ্যাত্মিক উন্নতি কখনো হয় না। মাতা-পিতার দোষ দেখতে হয় না। তাদের উপকার তো ভুলতে কিভাবে পারবে ? কেউ চা খাইয়েছে তো তার ও উপকার ভোলে না, তো ফের মাতা-পিতার কি করে ভুলতে পারবে ?

তুমি বুঝে গেছ ? হ্যাঁ, অর্থাৎ তোমাকে তাদের উপকার মানা উচিত, মাতা-পিতার অনেক সেবা করা উচিত। ওরা উল্টা-পাল্টা বলে তো ধ্যান দি্তে হয় না। ওরা উল্টা-পাল্টা বলে কিন্তু ওরা বড় কি না ! কি তোমার ও কি উল্টা-পাল্টা বলা উচিত ?

প্রশ্নকর্তা : বলা উচিত না। কিন্তু বলে দিই তার কি ? মিস্টেক হয়ে যায় তো কি করব ?

দাদাজী : হ্যাঁ, কেন পিছলে যায় না ? কারণ ওখানে জাগৃত থাকে আর যদি পিছলে যায় তো বাবা ও বুঝে যাবে যে এই বেচারা পিছলে গেছে। এ তো জেনে-বুঝে তুমি এমন করতে যাবে তো, ‘তুমি এখানে কেন পিছলে গেছ ?’ তার আমি উত্তর চাইছি। সত্য কি মিথ্যা ? যত ক্ষণ সম্ভব হয় তত ক্ষণ এমন হওয়া উচিত না, তবুও যদি তোমার থেকে এমন কিছু হয়ে যায়, তখন সবাই বুঝে যাবে যে ‘এ এমন করতে পারে না।’

মা-বাবাকে খুশী রাখবে। ওরা তোমাকে খুশী রাখার প্রযত্ন করে কি না ? কি ওদেরকে তোমার খুশী রাখার ইচ্ছা নেই ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, কিন্তু দাদাজী, আমার এমন মনে হয় ওদের কিচ্-কিচ্ করার অভ্যাস হয়ে গেছে।

দাদাজী : হ্যাঁ, কিন্তু তাতে তোমার ভুল, সেইজন্য মা-বাবার যে দুঃখ হয়, তার প্রতিক্রমণ করা উচিত। তাদের দুঃখ যেন না হয়, 'আমি সুখ দিতে এসেছি' এমন তোমার মনে হওয়া উচিত। 'আমার এমন কি ভুল হয়েছে যে মা-বাবার দুঃখ হয়েছে' তাদের এমন মনে হয় যেন।

বাবা খারাপ লাগে না ? এমন লাগে তখন কি করবে ? সত্যিকরে খারাপ এই জগতে কিছু হয় ই না। যা কিছু আমরা পেয়েছি, সে সব ভাল জিনিস কারণ আমাদের প্ররব্ধে পেয়েছি। মা পেয়েছি, সে ও ভাল। কেমন ই কালো-কুৎসিত হয়, তবুও নিজের মা ই ভালো। কারণ আমাদের প্রারব্ধে আমরা যা পেয়েছি সব ভাল। কি বদল করে অন্য আনতে পারবে ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাজী : বাজারে অন্য মা পাওয়া যায় না ? আর পাওয়া যায় তো কি কাজের ? ফর্সা পছন্দ হয় তবু ও আমাদের জন্য কি কাজের ? এখন যে আছে, সে ই ভাল। অন্যের ফর্সা মা দেখে 'আমার খারাপ' এমন বলতে হয় না। 'আমার মা তো খুব ভাল' এমন বলতে হয়।

প্রশ্নকর্তা : বাবার কি মানতে হয় ?

দাদাজী : বাবা কে ? সে কিসে খুশী থাকে, তেমন ই ব্যবহার তাঁর সাথে করবে। খুশী রাখতে জান না ? সে খুশী থাকে এমন করবে।

মা-বাবা মানে মা-বাবা। এই সংসারে সর্ব প্রথম সেবা করার যোগ্য কেউ হয় তো সে মা-বাবা। তাঁদের সেবা করবে ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, সেবা চলছেই। ঘরের কাজে সাহায্য করি।

দাদাজী : শান্তির জন্য কি করবে ? জীবনে শান্তি আনতে চাও কি আনতে চাও না ?

প্রশ্নকর্তা : আনতে হবে।

দাদাজী : এনে দেব, কিন্তু কখনো মা-বাবার সেবা করেছ ? মা-বাবার সেবা করলে শান্তি যায় না । কিন্তু আজ-কাল শুদ্ধ অন্তরে মা-বাবার সেবা করে না । পঁচ্চিশ-ত্রিশ বছ্রের হয় আর 'গুরু' (পত্নী) আসে, তখন বলে যে, আমাকে নতুন ঘরে নিয়ে চলুন ।' আপনি 'গুরু' দেখেছেন ? পঁচ্চিশ-ত্রিশ বছ্র বয়সে 'গুরু' পেয়ে যায় আর সবকিছু বদলে যায় । গুরু বলে যে 'মাকে আপনি জানেন ই না ।' সে প্রথম বার ধ্যান দেয় না । প্রথম বার তো অশ্রুত করে দেয়, কিন্তু দুই-তিন বার বললে ফের ধীরে-ধীরে সে ভ্রমিত হয়ে যায় ।

যে শুদ্ধ ভাবে মা-বাবার সেবা করে তো তাদের কখনো অশান্তি হয় না, এমন জগত । এই জগত অদেখা করার মত নয় । তখন লোকে প্রশ্ন করে যে ছেলের ই দোষ আছে না ! ছেলে মা-বাবার সেবা করে না, তাতে মা-বাবার কি দোষ ? আমি বলি, 'তারা মা-বাবার সেবা করে নি, সেইজন্য প্রাপ্ত হয় না ।' এই পরম্পরা ই ভুল । এখন নতুন ভাবে পরম্পরা থেকে আলাদা হয়ে চলে তো ভাল হবে ।

বয়স্কের সেবা করলে আমাদের বিজ্ঞানে প্রগতি হয় । কি মুর্তির সেবা হতে পারে ? মূর্তির পা থোড়াই ব্যথা হয় ? সেবা তো অভিভাবক, বয়স্ক অথবা গুরুজন হয়, তাদের করতে হয় ।

মা-বাবার সেবা করা ধর্ম । হিসাব যেমন ই হয় কিন্তু সেবা করা আমাদের ধর্ম । যত নিজের ধর্ম পালন করবে, আমাদের ততই সুখ প্রাপ্ত হবে । বয়স্কের সেবা তো হবেই, কিন্তু সাথে আমাদের সুখ ও প্রাপ্ত হবে । মা-বাবাকে সুখ দিই, তো আমরা সুখ পাব । মা-বাবার সেবা করা ব্যক্তি কখনো দুঃখী থাকে না ।

এক বড় আশ্রমে আমার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয় । আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করি, 'আপনি এখানে কি করে ?' তখন সে বলে, 'আমি এই আশ্রমে গত দশ বছর থেকে আছি ।' তখন আমি ওনাকে বলি, 'আপনার মা-বাবা গ্রামে অন্তিম অবস্থায় অত্যন্ত গরীব অবস্থায় কষ্টে আছে ।' তখন সে বলে, 'তাতে আমি কি করব ? আমি ওদের দিকে ধ্যান দিই, তো আমার ধর্ম বাকি থেকে যাবে ।' একে ধর্ম কি করে বলবে ? ধর্ম তো সেটাই যে মা-বাবার খবর রাখে, ভাইদের সাথে ভাল ব্যবহার করে, সবার সাথে ভাল ব্যবহার

করে। ব্যবহার আদর্শ হওয়া উচিত। যে ব্যবহার নিজের ধর্মের তিরস্কার করে, মা-বাবার সম্বন্ধ কে তিরস্কার করে, তাকে ধর্ম কি করে বলতে পার ?

আমি ও মার সেবা করেছিলাম। কুড়ি বছর বয়েস ছিল। অতঃ মার সেবা হয়। বাবাকে সাহায্য করেছিলাম। এতটুকু সেবাই হয়েছিল। ফের হিসাব বুঝতে পারি এমন তো কত বাবা (পূর্ব জন্মে) হয়েছিল। এখন কি করব ? উত্তর পাই, 'যে আছে তাঁর সেবা কর।' ফের যে গেছে সে গেছে। কিন্তু এখন যে আছে, তাঁর সেবা কর, যদি এমন কেউ হয় তো ঠিক, নয় তো চিন্তা করবে না। এমন তো অনেক হয়ে গেছে। যেখানে ভুলেছ সেখান থেকে আবার গোণ। মা-বাবার সেবা, প্রত্যক্ষ হয়। ভগবান কোথায় দেখা যায় ? ভগবান দেখা যায় না, মা-বাবা তো দেখা যায়।

এখন খুব বেশী যদি কেউ দুঃখী হয় তো ৬৫ বছরের (আর তার থেকে বড়) বয়সের লোকেরা বেশি দুঃখী হয়। কিন্তু সে কাকে বলবে ? বাচ্চারা ধ্যান দেয় না। ফারাক হয়ে গেছে পুরানো জমানা আর নতুন জমানার মধ্যে। বুড়োরা পুরানো সময় ছাড়ে না, মার খায় তবু ও ছাড়ে না।

প্রশ্নকর্তা : পয়ষট্টি বছর হওয়ার পরে সবার এই অবস্থা হয় কি না ?

দাদাজী : হ্যাঁ, এমন ই অবস্থা। যেমন তেমন ই অবস্থা ! সেইজন্য এই কালে বাস্তবে করার মত কি আছে ? কোন জায়গায় এই বৃদ্ধ দের জন্য থাকার জায়গা বানানো হয় তো খুব ভাল। এমন আমি ভেবেছিলাম। ফের আমি ভাবি যে এমন কিছু করা যাক, তো প্রথমে আমার এই জ্ঞান দিয়ে দিই, ফের তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তো অন্য সামাজিক সংস্থাকে সঁপে দিই তাহলে ও চলবে। কিন্তু জ্ঞান দিয়ে দেওয়া হয় আর ফের দর্শন করতে থাকে তাহলেও কাজ হবে ! এই জ্ঞান দিয়ে দিই তো বেচারাদের শান্তি থাকবে, অন্যথা শান্তি কার সাহায্যে থাকবে ?

এখন আপনার ঘরে বাচ্চাদের মধ্যে কেমন সংস্কার পড়বে ? আপনি নিজের মা-বাবাকে নমস্কার করেন। এত বড় বয়সে ও আপনার চুল সাদা হয়ে যাওয়ার পরেও আপনি আপনার মা-বাবাকে প্রণাম করেন তো বাচ্চাদের

মনে ও এমন বিচার আসবে কি না যে বাবা লাভ নিচ্ছে তো আমরা কেন নেব না ? ফের আপনার পা ছোঁবে কি না ?

প্রশ্নকর্তা : আজকের বাচ্চারা মা-বাবার পা ছোঁয় না। ওদের সংকোচ হয়।

দাদাজী : এমন যে, মা-বাবার পা কেন ছোঁয় না ? এই বাচ্চারা মা-বাবার দুষণ (ভুল-দোষ) দেখে নেয় সেইজন্য 'পা ছোঁয়ার যোগ্য নয়' মনে এমন মানে, সেইজন্য পা ছোঁয় না। যদি তাঁদের মধ্যে আচার-বিচার উঁচু, বেস্ট লাগে, তো সবসময় পা ছোঁবেই। কিন্তু আজকালের মা-বাবা তো বাচ্চাদের সামনে ঝগড়া করতে থাকে। মা-বাবা ঝগড়া করে কি ঝগড়া করে না ? এখন বাচ্চাদের মনে তাদের প্রতি যে আদর-সন্মান আছে, ও কত দিন থাকবে ?

এই সংসারে তিনজন লোকের মহান উপকার থাকে। সেই উপকার ভোলার মত নয়। মা-বাবা আর গুরু। যাহারা আমাদের সঠিক রাস্তা দেখিয়েছেন, তাদের উপকার ভোলা উচিত না।

জয় সচ্চিদানন্দ।

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত বাংলা পুস্তকসমূহ

১. আত্ম-সাক্ষাৎকার
২. এডজাস্ট এভরিহোয়্যার
৩. সংঘাত পরিহার
৪. চিন্তা
৫. ক্রোধ
৬. আমি কে ?
৭. মৃত্যু
৮. ত্রিমন্ত্র
৯. দান
১০. প্রতিক্রমণ
১১. আত্মবোধ
১২. ভাবনা শুধরায় জন্ম-জন্মান্তর
১৩. সেবা-পরোপকার
১৪. ভুগছে যে তার ভুল
১৫. মানব ধর্ম
১৬. যা হয়েছে তাই ন্যায়
১৭. দাদা ভগবান কে ?
১৮. জগত কর্তা কে ?
১৯. কর্মের সিদ্ধান্ত
২০. অন্তঃকরণের স্বরূপ
২১. পয়সার ব্যবহার
২২. মাতা-পিতা আর সন্তানের ব্যবহার

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে । এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে ।

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবাণী" পত্রিকা হিন্দি,গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয় ।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি পুস্তকসমূহ

1. Self Realization
২. Tri Mantra
3. Noble Use of Money
4. Pratikraman (Full Version)
5. Truth and Untruth
6. Generation Gap
7. Science of Money
8. Non-Violence
9. Avoid Clashes
10. Warries
12. Who am I
14. Anger
15. Adjust Everywhere
16. Aptavani -1,2,4,5,6,8 and 9
17. Harmony in Marriage
18. The Practice of Huminity
19. Life Without Conflict
20. Death : Before, During and After
21. Spirituality in Speech
22. The Flowless Vision
23. Shri Simandhar Swami
24. The Science of Karma
25. Brahmacharya : Celibacy
26. Fault is of the Sufferer
28. Guru and Disciple
30. The essence of religion
31. Pratikraman

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে।

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবাণী" পত্রিকা হিন্দি,গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

সম্পর্ক সূত্র
দাদা ভগবান পরিবার

অড়ালজ : ত্রিমন্দির, সীমন্ধর সীটি, আহমদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জি.-গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯)৩৯৮৩০১০০, ৯৩২৮৬৬১১৬৬/৭৭
E-mail : info@dadabhagwan.org

মুম্বাই : ত্রিমন্দির, ঋষিবন, কাঁজুপাড়া, বোরিভলি (E)
ফোন :৯৩২৩৫২৮৯০১

দিল্লী	: ৯৮১০০৯৮৫৬৪	বেঙ্গলুরু	: ৯৫৯০৯৭৯০৯৯
কোলকাতা	: ৯৮৩০০৮০৮২০	হায়দ্রাবাদ	: ৯৮৮৫০৫৮৭৭১
চেন্নাই	: ৭২০০৭৪০০০০	পুনে	: ৭২১৮৪৭৩৪৬৮
জয়পুর	: ৮৮৯০৩৫৭৯৯০	জলন্ধর	: ৯৮১৪০৬৩০৪৩
ভোপাল	: ৬৩৫৪৬০২৩৯৯	চন্ডীগড়	: ৯৭৮০৭৩২২৩৭
ইন্দৌর	: ৬৩৫৪৬০২৪০০	কানপুর	: ৯৪৫২৫২৫৯৮১
রায়পুর	: ৯৩২৯৬৪৪৪৩৩	সাঙ্গলী	: ৯৪২৩৮৭০৭৯৮
পাটনা	: ৭৩৫২৭২৩১৩২	ভুবনেশ্বর	: ৮৭৬৩০৭৩১১১
অমরাবতী	: ৯৪২২৯১৫০৬৪	বারাণসী	: ৯৭৯৫২২৮৫৪১

U. S. A : **DBVI Tel.** +1 877-505-DADA (3232)
Email : info@us.dadabhagwan.org

U.K. : +44 330-111-DADA (3232)

Kenya : +254 722 722 063

UAE : +971 557316937

Dubai :` +971 5013644530

Australia : +61 421127947

New Zealand : + 64 21 0376434

Singapore : +65 81129229

Website : www.dadabhagwan.org

বকে নয়, ভালবাসায় শুধরাও

মা-বাবা বাচ্চাদের শুধরানোর জন্য সব কিছু ফ্রেক্চার করে ফেলে। আমাদের বাচ্চাদের জন্য কামনা করতে থাকতে হবে যেন সদ্‌বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এমন করতে করতে ফল না হয়ে থাকবে না। ওরা তো ধীরে-ধীরে বুঝবে। তুমি কামনা করতে থাকবে। ওদের উপর জোরাজুরি করবে তো ওরা উল্টা চলবে। আর বাচ্চাদের কখনো মারবে না। কোন ভুল-ত্রুটি হয় তো বোঝাবে নিশ্চয়, আস্তে করে মাথায় হাত বুলিয়ে ওদের বোঝাবে নিশ্চয়। ভালবাসা দাও তো বাচ্চারা বুদ্ধিমান হয়, তৎক্ষনাৎ বুঝে যায়। তাৎপর্য এটাই যে এই সংসার যেমন তেমন করে কাটিয়ে নেওয়ার মত।

-দাদাশ্রী

dadabhagwan.org

9 789391 375003

Printed in India

Price ₹ 50